কঙ্কাবতীর ঘাট

নাট্যভারতীতে অভিনীত ঃ

শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, এম্-এ

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক—শ্রীসুখেন্দুবিকাশ মজুমদার
পাবলিশিং সিণ্ডিকেট
২৬, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

তৃতীয় সংস্করণ
মূল্য ~~দেড় টাকা~~
2 ৲

মুদ্রাকর—শ্রীননীগোপাল সিংহ
তারা প্রেস
১৪বি, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিব

নট-সূর্য্য

শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী—

করকমলেষু

প্রীতিমুগ্ধ

মহেন্দ্র গুপ্ত

আমার লেখা প্রথম সামাজিক নাটক—কঙ্কাবতীর ঘাট। [illegible] সমস্যার বিচার এ নাটকে নেই ; পায়ের তলায় আদিমকালের পৃথিবীর মাটী···আর তার ওপরে সভ্যতার আলোতে ও অন্তরালে গড়ে-ওঠা কটী বাঙ্গালী নরনারী···কঙ্কারতীর ঘাট তাদেরই সুখ-দুঃখের কথা. 'সামাজিক নাটক' একে বলা চলে ব্যাপক সংজ্ঞায়।

কিছুদিন আগে শ্রীযুত্ নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী 'কঙ্কাবতীর ঘাট' নাট্য-ভারতীতে মঞ্চস্থ করবেন বলে স্থির করেছিলেন। কিন্তু হঠাৎ নাট্য-ভারতীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ায় আমিও পাণ্ডুলিপিখানি ফেরৎ নিয়ে এলুম। পরে নটসূর্য্য অহীন্দ্র চৌধুরী নাট্য-ভারতীর নায়কত্ব গ্রহণ করে আমায় খবর পাঠান এবং কঙ্কাবতীর ঘাট ওখানে মঞ্চস্থ করবার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করেন। আমি পাণ্ডুলিপিখানি অহীন্‌বাবুর হাতে তুলে দিই। নাটকখানিকে সকল দিক দিয়ে সাফল্য-মণ্ডিত করতে অহীন্‌বাবু যে কতো পরিশ্রম স্বীকার করেছেন তা কখনো ভুলতে পারব না। তাঁর পরিশ্রমের সার্থকতাকে প্রতি অভিনয় রজনীর পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ থেকে বিমুগ্ধ নাট্য-রসিকেরা অভিনন্দিত কর্চ্ছেন। শ্রীযুত্ অহীন্ চৌধুরীর সঙ্গে তার সহকর্ম্মী আর দু'জন খ্যাতিমান নটের নামোল্লেখ প্রয়োজন, তাঁরা হলেন শ্রীযুত্ রতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুত্ সন্তোষ সিংহ। কঙ্কাবতীর ঘাটকে প্রদীপের আলোকে রূপায়িত করতে তাঁদের যত্ন ও নিষ্ঠা বড় কম নয়। এঁদের সঙ্গে নাট্য-ভারতীর আর সব পূজারি ও রূপকদের আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাচ্ছি। ইতি—

ঘূর্ণায়মান নাটমঞ্চ (REVOLVING STAGE) ব্যবহার না করেও এই নাটক কি করে অভিনয় করা চলে সে সম্বন্ধে নির্দেশ

"নাট্যভারতী"তে এ নাটক ঘূর্ণায়মান মঞ্চে অভিনীত হয়েছিল ; সেখানে যেভাবে অভিনীত হয়েছিল নাটকের প্রথম সংস্করণ আমি ঠিক সেই ভাবেই ছেপে দিয়েছিলুম। অভিনয় করবার খুব ইচ্ছে থাকলেও ঘূর্ণায়মান মঞ্চ নেই বলে—মফঃস্বলে অনেক সৌখীন সম্প্রদায় "কঙ্কাবতীর ঘাট" অভিনয় করতে পারছেন না···আমার কাছে এই অভিযোগ করেছেন। ষ্টার থিয়েটারে এই নাটক আমার পরিচালনায় ঘূর্ণয়মান নাট-মঞ্চ ব্যবহার না করেও যেভাবে পুনরভিনীত হয়েছে—তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকায় তা বলে দিচ্ছি।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য : বড় বাড়ীর বারান্দা : দৃশ্যটী শেষ হবে ১০ পৃষ্ঠায় লালমোহনের কথায় "আমি যাই···একবার মিসেস্ মুখার্জ্জির সঙ্গে বোঝাপড়া করব—তাকে জানিয়ে দেব যে, লালমোহন আঢ্যের লোহার পয়সা অত সস্তা নয়। কোথায় গেলেন মিসেস্, মানে মিসেস্ মুখার্জ্জি !···"

দ্বিতীয় দৃশ্য ঃ হলঘর ঃ প্রবীর ও শিলা। প্রথম দৃশ্যের ঠিক পরবর্ত্তী অংশ থেকে এই দৃশ্য আরম্ভ হবে এবং শেষ হবে ১৯ পৃষ্ঠায় মুখার্জ্জির কথায়—"Shila is dead or she is doomed."

তৃতীয় দৃশ্য ঃ বারান্দা। আরম্ভ ঠিক পরের অংশ থেকে; শেষ হবে ২২ পৃষ্ঠায় লালমোহনের কথায়—"বেশতো! আমি আপনার জন্যে এত বড় four seater গাড়ী কিনে আনব।"

চতুর্থ দৃশ্য ঃ হলঘর। শিলা ও মিষ্টার মুখার্জ্জি। তৃতীয় দৃশ্য যেখানে শেষ হয়েছে (২২ পৃষ্ঠায়) ঠিক তার পরের অংশ থেকে দৃশ্য আরম্ভ; দৃশ্য শেষ হবে ৩৯ পৃষ্ঠার মিসেস্ মুখার্জ্জির কথায়—"কেন এসেছিস্ এখানে! চলে যা—চলে যা—চলে যা।" মাঝখানে কয়েকটা জায়গা একটু অদল বদল করতে হবে যথা ঃ—

মিঃ মুখার্জি। (দাঁড়াইয়া উঠিলেন) শিলা! My poor child! It is really a mystery···a mystery. (২৪ পৃষ্ঠা)

(মিঃ মুখার্জির প্রস্থান)

শিলা। বাবা অমন করে চলে গেলেন কেন! what's the mystery! কি সে রহস্য!

(লালমোহন ও মিসেস্ মুখার্জির প্রবেশ)

লাল। এই যে শিলা মানে মিস্ মুখার্জি! চলুন না আমার two

seater গাড়ীতে হাওয়া খাইয়ে আনি···আর সেই সঙ্গে একজোড়া হীরের দুল—

(আবেগে প্রায় শিলার হাত ধরিয়া ফেলিতেছিল ;
শিলা ক্রুদ্ধভাবে সরিয়া আসিল)

শিলা। আপনি বেরিয়ে যান্...এ বাড়ী থেকে—

লাল। শিলা মানে মিস—শুনুন—

শিলা। আমি আপনার কোনো কথা শুনতে চাইনে। আপনি যান্···চলে যান্ বলছি—

(মিসেস ইসারায় লালমোহনকে সরিয়া যাইতে বলিলেন। লালমোহন চলিয়া গেলে তিনি শিলার কাছে গেলেন। মাথায় হাত রাখিলেন)

মিসেস্। শিলা! কি হয়েছে মা?

শিলা। আমি বুঝেছি মা, একটা হীন ষড়যন্ত্রের ভেতর তোমরা আমায় ফেলেছ, আমি মলুম না কেন! মাগো!" (২৪ পৃষ্ঠায় দেখুন) এর পর থেকে যে ভাবে বই-এ সাজানো আছে সেই ভাবেই চলবে। ৩২ পৃষ্ঠায় আর একটু পরিবর্ত্তন :—

লাল। ভয় পাবেন না, আপনি শুধু দাঁড়িয়ে দেখুন আমি কি কাণ্ডটা করি। একটা টেলিফোন করে দিয়েছি সেই এক টেলিফোনে বাজীমাৎ—(৩২ পৃঃ)

মিসেস্। কোন বিপদ হবে না তো বাবা? না হয় থাক্ এখন, পরে যা হয়—

লাল। আপনি কিছু ভাববেন না! আমার লোকজন সব এসে গেছে। ওদের গলার আওয়াজ শুনছেন না?

মিসেস্ তাইতো! কারা এল?

লাল। আমার লোক! ওরা (৩৭ পৃঃ দেখুন) শিলাকে হঠাৎ আক্রমণ করে চোখেমুখে কাপড় বেঁধে ট্যাক্সিতে করে তুলে নিয়ে যাবে সোজা কাশীপুর আমার বাগানবাড়ীর সামনে!" ইত্যাদি—এর পর থেকে ঠিক আছে, (৩৯ পৃষ্ঠায়) মিসেসের কথা—"কেন এসেছিস্ এখানে? চলে যা—চলে যা"—এখানে দৃশ্য শেষ। **মনে রাখবেন ৩২ পৃষ্ঠায় শিলা ও প্রবীরের যে খণ্ড দৃশ্য আরম্ভ হয়ে ৩৬ পৃষ্ঠায় শিলার গান শেষ হয়েছে সেই অংশটী এ দৃশ্যে থাকবে না। এই অংশটী চলে যাবে পরবর্ত্তী দৃশ্যে অর্থাৎ পঞ্চম দৃশ্যে।** ৩৭ পৃষ্ঠায় লালমোহনের কথা—"ওই শুনুন—গান হচ্ছে! শিলা ঐ বখাটে ছোঁড়াকে কেমন দিব্যি গান গেয়ে শোনাচ্ছে! উঃ, এও আমায় বরদাস্ত করতে হবে! না; এখ্খুনি ওকে…" এই কয়টী কথা একেবারে বাদ দিতে হবে।

পঞ্চম দৃশ্য: ছাদ: একপাশে অজস্র রজনীগন্ধা; একধারে টবে একটী বুনো ফুলের গাছ। শিলা ও প্রবীর। দৃশ্য আরম্ভ (৩২ পৃষ্ঠায়) অর্থাৎ শিলা ও প্রবীরের যে খণ্ড দৃশ্যটী আগের দৃশ্যতে বাদ দেওয়া হয়েছে সেখান থেকে—। (৩৬ পৃষ্ঠায়) শিলার গান শেষ হবার পর (৩৯ পৃষ্ঠা) মিঃ মুখার্জ্জির প্রবেশ।

মুখা। উমা—উমা—

শিলা। বাবা—

মুখা। এই যে প্রবীর তুমি আছ! বাঁচলুম! ইত্যাদি। দৃশ্যটী শেষ

হবে ১১ পৃষ্ঠায় মুখার্জির কথায়—"চলে গেল! গিরিপুরী শ্মশান করে উমা আমার চলে গেল! উমা! উমা" এখানে পঞ্চম দৃশ্য শেষ।

ষষ্ঠ দৃশ্য : চার মাস পরে। (৪১ পৃষ্ঠা দেখুন) হলঘর। দেওয়ালে ছবি থাকিবে।…(৪২ পৃষ্ঠায়) মিসেস্…"কোথায় যাচ্ছ? কি কাজ পড়ল তোমার এখন…" এই বলে বেরিয়ে যাবেন। তারপরে ওই ঘরেই শিলা, প্রবীর ও বালকভৃত্য বিব্বুলাল প্যাকেট ইত্যাদি নিয়ে ঢুকবে। (৪৬ পৃষ্ঠায়) শিলা—"উহু, আগে দেখতে দেব না। চোখ বোজ; নইলে কিছুতে দেখতে দেব না। শিগ্‌গির চোখ বোজ" এই কথাগুলি বাদ দিতে হবে। শিলা প্রবীরকে জানালার কাছে নিয়ে পর্দা সরিয়ে বাইরে দেখাবে। বাইরে ছাদে মুখার্জ্জি প্রবীরের প্রতিমূর্ত্তি সাজাচ্ছিলেন ওদের দেখে মুখার্জ্জি হলঘরে এলেন। দৃশ্যটা শেষ হবে ৪৮ পৃষ্ঠায় মিঃ মুখার্জ্জির কথায়—"আচ্ছা, তাই হবে…তাই হবে…হাঃ হাঃ হাঃ।" প্রবীরের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য : বারান্দা। লালমোহন বসেছিল; প্রবীরের প্রবেশ। দৃশ্য আরম্ভ (৪৮ পৃষ্ঠায়) লালমোহনের কথায়—"এই যে! নমস্কার—" ইত্যাদিতে। ৫২ পৃষ্ঠার নিম্নোক্ত কথার পর দৃশ্য শেষ হবে :—

লাল। আঃ! ছাড়ুন মশায়। এভাবে আমি বলতে পারব না। আমার জল-তেষ্টা পেয়েছে। দাঁড়ান, চোখে মুখে জল দিয়ে আসি।

প্রবীর। কিন্তু প্রমাণ—

লাল। সব প্রমাণ করে দেব মশাই, সব প্রমাণ করে দেব। চামেলীর বাড়ী রামবাগানে ছিল, নন্দুয়া তার সাক্ষী; সেই পুরানো বাড়ীউলীও বেঁচে আছে। তারাই প্রমাণ করবে—চামেলী মিঃ মুখার্জ্জির স্ত্রী নয়, তার রক্ষিতা।

প্রবীর। আঃ, চলে যাও…যাও বলছি এখান থেকে। নইলে তোমায় আমি খুন করে ফেলব…খুন করব।—

এইখানে দৃশ্য শেষ। লক্ষ্য রাখবেন ৫২ পৃষ্ঠার কথার সঙ্গে আমি পরবর্ত্তী অন্য পৃষ্ঠার কথা যোজনা করে ঐ ৫২ পৃষ্ঠাতেই দৃশ্যটী শেষ

অষ্টম দৃশ্য: ষষ্ঠ দৃশ্যে যে কক্ষ দেখান হয়েছিল সেই কক্ষ; দেওয়ালে সেই ছবি থাকবে। দৃশ্য আরম্ভ হবে ৫৩ পৃষ্ঠায়, মিসেস্ মুখার্জ্জি ও শিলা। গোড়ায় শিলার কথা—"এই তোমার নমস্কারী শাড়ী মা!"…ইত্যাদি। ৫৩ পৃষ্ঠায় শিলা—"বাবার অ্যালবাম বইখানা কোথায় রাখলুম যেন—" বলে বেরিয়ে যাবে। ইত্যবসরে গোবর্দ্ধন চামেরিয়া সেই ঘরেই ঢুকে পড়বে। মিসেস্ মুখার্জ্জির সঙ্গে সেখানে তার সব কথা হবে! ৫৪ পৃষ্ঠায় "…যাই করোনা কেন—আসলে তো তোমরা সেই গিয়ে রামবাগান—" গোবর্দ্ধনের এই অর্দ্ধ সমাপ্ত কথার পর শিলা ফুলদানী নিয়ে সেই ঘরে ঢুকবে। তার হাত থেকে ফুলদানী পড়ে যাবে। একমুহূর্ত্ত সেদিকে তাকিয়ে

ভয়ার্ত্ত কণ্ঠে মিসেস মুখার্জি গোবর্দ্ধন চামেরিয়াকে বলবে—"তুমি শয়তান! বেরিয়ে যাও…বেরিয়ে যাও এখান থেকে…"গোবর্দ্ধনকে একরকম জোর করে সেই ঘর থেকে মিসেস্ মুখার্জি বাইরে নিয়ে যাবেন। শিলা টেবিলের ওপর মাথা রেখে বসেছিল—আর্ত্তকণ্ঠে ডেকে উঠল—"উঃ বাবা!"…মিঃ মুখার্জি তখন সেখানে আসবেন…

মুখার্জি। শিলা—শিলা—

শিলা। শিলা নয়…শিলা নয়—

মুখা! শিলা—

শিলা। না শিলা শুধু নাম, শিলা কারো পরিচয় নয়। আমার ·· আমার বাবা কে? আমার মায়ের পরিচয় কি? (৫৫ পৃষ্ঠা দেখুন)

দৃশ্য এইভাবে চলবে! বলা বাহুল্য ৫৬ পৃষ্ঠায় প্রবীর ও লালমোহনের খণ্ড দৃশ্যটী এ দৃশ্য হতে বাদ যাবে। কারণ ও কথাগুলি আগের দৃশ্যে বলা হয়েছে। ৫৬ পৃষ্ঠায় শিলা "আমার হাত ছাড় আমায় যেতে দাও" বলে জোর করে ছাদে চলে যাবে। পিছনে মুখার্জিও ছুটে যাবে এখানেই দৃশ্য শেষ।

নবম দৃশ্য ঃ ৫৬ পৃষ্ঠায় ঠিক পরবর্ত্তী অংশ থেকে আরম্ভ। এই ভাবেই ৬২ পৃষ্ঠায় নবম দৃশ্য এবং সেই সঙ্গে প্রথম অঙ্ক শেষ মিঃ মুখার্জির কথায়—

"ঘুমোও মা,—ঘুমোও—ঘুমোও"।

দ্বিতীয় অঙ্ক

দ্বিতীয় অঙ্কে বিশেষ পরিবর্ত্তন প্রয়োজন হয় না। শুধু ছুটো যায়গায় সীন্ (scene) সাজাবার সুবিধার জন্য পরিবর্ত্তন করা যায়।

৯৪ পৃষ্ঠায় মুখার্জি "কোথায় গেল সেই পলাতকা; উমা, উমা"— বলে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবে। শিলা "সতী কঙ্কাবতীর মেয়ে উমা! তারই খোঁজে তুমি সারা ভারতবর্ষ পাগল হয়ে ফিরছ! বাবা, চলে যেও না! বলে যাও, উমা তোমার কে? কঙ্কাবতী তোমার কে?" এই নতুন কথা কটী বলে উমা তাঁকে অনুসরণ করবে। পরের দৃশ্যে ঐ বাড়ীর আর একটী ঘরে আরম্ভ হবে নন্দুয়া ও বংশীর প্রবেশের সঙ্গে। এই সিনের গোড়ায় "সতী কঙ্কাবতী" গানের অংশ ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড মিউজিক হিসাবে রাখলে ভাল হয়।

১০৮ পৃষ্ঠায় শিলা "আমি যাচ্ছি—আমি যাচ্ছি" বলে বেরিয়ে গেলে ওখানে সিন শেষ হবে। পরে ঘাটের সীন সাজাতে হবে বলে ১০৮ পৃষ্ঠার বাকী অংশ আর একটী ফ্ল্যাটসীনে (flat scene) অভিনয় হবে। এই সীনটীরও গোড়ায় "জ্বালো সন্ধ্যাদীপের শিখা" গানটী Background Music রূপে ব্যবহৃত হবে।

আশা করি, এই নির্দ্দেশগুলি মেনে চললে ঘূর্ণায়মান নাটমঞ্চ (Revolving stage) ব্যবহার না করেও যে কোন সৌখীন সম্প্রদায়ের পক্ষে "কঙ্কাবতীর ঘাট" অভিনয় করা সহজসাধ্য হবে! ইতি—

ষ্টার থিয়েটার
কলিকাতা,
১৯৫৫

মহেন্দ্র গুপ্ত

নাট্যভারতীতে অভিনয়ের সংগঠনকারীগণ

প্রযোজক—শ্রীরঘুনাথ মল্লিক
নাট্য নিয়ামক—শ্রীরতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসন্তোষ সিংহ
সঙ্গীত পরিচালক—শ্রীউমাপতি শীল
দৃশ্য পরিকল্পনা—বোসে'স্ ষ্টুডিও
নৃত্য পরিকল্পনা—শ্রীমনি বৰ্দ্ধন
প্রমটার—শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় (১) ও জ্যোৎকুমার মুখোপাধ্যায়
বাঁশী—শ্রীধীরেন বন্দ্যোপাধ্যায়
পিয়ানো—শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় (২)
বেহালা—শ্রীকমল বন্দ্যোপাধ্যায়
আড়বাঁশী—শ্রীযতীন মিত্র
হারমোনিয়াম—শ্রীষষ্টেশ্বর প্রামাণিক
জ্যায়ালাফোন—শ্রীকাত্তিকচন্দ্র ঘোষ (পটল)
ট্রামপেট—শ্রীজিতেন চক্রবর্ত্তী
সঙ্গত—শ্রীবিশ্বনাথ কুণ্ডু
আবহসুর—শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীকমল বন্দ্যোপাধ্যায়
মঞ্চাধ্যক্ষ—শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে
ঐ সহকারী—শ্রীঅমূল্যচন্দ্র নন্দী
আলোক নিয়ামক—শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, শ্রীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য, শ্রীদুলাল দাস, শ্রীপাঁচকড়ি দত্ত, শ্রীঅনন্ত দত্ত।
বেশপরিবেশক—শ্রীনৃপেন্দ্র রায়, শ্রীগোবিন্দ দাস, শ্রীযতীন দাস, শ্রীরাজকৃষ্ণ মহাপাত্র। সেখ বেচু—মেকাপ ম্যান।
দৃশ্য পরিবেশক—শ্রীহারাধন দাস, শ্রীকালীপদ সোম, শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র কর্ম্মকার, শ্রীকেদার ধর, শ্রীদুলাল সিংহ, শ্রীবাঞ্ছারাম ঘোষ, শ্রীসতীশ জানা, শ্রীনিমাই মিত্র, শ্রীছোটেলাল।
প্রচারক—শ্রীবিজয় মুখোপাপাধ্যায়।

নাট্য ভারতীতে প্রথম অভিনয় ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪২

চরিত্র — নাট্য ভারতীর শিল্পী

মিষ্টার মুখার্জী—অহীন্দ্র চৌধুরী

প্রবীর—রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

লালমোহন আঢ্য—সন্তোষ সিংহ

নন্দুয়া—বিজয় কার্ত্তিক দাস

বংশী—কুমার মিত্র

গোবর্দ্ধন চামেরিয়া—সন্তোষ দাস

সতীশ—তারা ভট্টাচার্য্য

যদুপতি—তুলসী চক্রবর্ত্তী

কামাখ্যা—জ্যোৎকুমার মুখোপাধ্যায়

বিব্বু—গিরিশচন্দ্র দে

দেওয়ান—যতীন দাস

টাকু—শান্তি গুপ্ত

খোকা—শান্তিলতা

মাল সিং—বটকৃষ্ণ দাস

বয়—গিরিশ ও গোপাল নন্দী

বাটলার—হারাধন চৌধুরী

শিলা—রাণীবালা

চামেলী—সুহাসিনী

মৃণাল—সাবিত্রী দেবী

লীণা—ডুনিয়াবালা

ওহারু—যূথিকা

ষ্টার থিয়েটারে পুনরভিনয়—৫ই জুন ১৯৪৫

চরিত্র	ষ্টারের শিল্পী

মিষ্টার মুখার্জ্জী—রবীন্দ্রমোহন রায়

প্রবীর—সিধু গাঙ্গুলী

লালমোহন আঢ্য—ভূমেন রায়

নন্দুয়া—কমল মিত্র

বংশী—পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়

গোবর্দ্ধন চামেরিয়া—জয়নারায়ণ মুখার্জ্জী

সতীশ—ধীরেন দাস

যদুপতি—শিবকালী চট্টোপাধ্যায়

কামাখ্যা—সত্য পাঠক

বিব্বু—রমেশ নস্কর

দেওয়ান—রবি রায় চৌধুরী

টাকু—শান্তি গুপ্ত

খোকা—রেখা

মাল সিং—ফণি সাহা

বয়—রমেশ ও পুলিন মল্লিক

বাটলার—অবিনাশ দাস

শিলা—পূর্ণিমা

চামেলী—অপর্ণা দেবী

মৃণাল—বীণাদেবী

লীণা—বীণাপাণি

ওহাব্ব—যূথিকা

পরিচয়

পুরুষ

মিষ্টার মুখার্জি—প্রৌঢ় আর্টিষ্ট ;
(ঈষৎ বিকৃত মস্তিষ্ক)।

প্রবীর—অতসী গাঁয়ের তরুণ জমিদার পুত্র।

খোকা—শিলার পুত্র।

লালমোহন আঢ্য—লোহা লক্করের ব্যবসাদার।

যদুপতি—মুষল মুদ্গরের সম্পাদক।

সতীশ—ঐ সাব-এডিটার।

নন্দুয়া—জনৈক গুণ্ডার সর্দ্দার।

বংশী—ঐ পালিত পুত্র।

গোবর্দ্ধন চামেরিয়া—লালমোহনের অংশীদার।

বিব্বু, কামাখ্যা, ডাক্তার, দেওয়ান, ড্রাইভার, টাকু, খরিদ্দারগণ, হোটেল বয়গণ, গুণ্ডাগণ প্রভৃতি।

স্ত্রী

চামেলী—মিষ্টার মুখার্জির স্ত্রী বলে পরিচিত।

শিলা—সুশিক্ষিত তরুণী, চামেলীর কন্যারূপে পরিচিত

মৃণাল—প্রবীরের স্ত্রী।

লীণা—জনৈকা তরুণী।

ওহারু—মদের দোকানের মালিক।

জাপানী রমণীগণ।

নেপথ্য সঙ্গীত

আলো সন্ধ্যা-দীপের শিখা,
কঙ্কাবতীর ঘাটে,
ঘুমায় ওখানে সিমন্তিনী
রতন মণির খাটে।
পতিরে বাঁচাতে ডুবিল ওখানে
আপনি কঙ্কাবতী,
গাহিব সতীর পুণ্য কাহিণী
উদ্দেশে করি নতি।
সতী কঙ্কাবতী॥

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ঈষৎ অন্ধকার রঙ্গমঞ্চ। একটী বড় বাড়ীর বারান্দা। একপাশ দিয়া দোতালায় উঠিবার চওড়া সিঁড়ি। সিঁড়ির পর দোতালার বারান্দা। বারান্দার ওপাশে দোতালার হলঘর। হলঘরে আলো জ্বলিতেছে। পিয়ানোতে বিলাতী গৎ বাজিতেছে। তরুণ তরুণীদের কলরব…মাঝে মাঝে প্রবল হাস্য। যবনিকা উঠিতে দেখা গেল…রঙ্গমঞ্চের এক কোণের দরজা দিয়া একজন লোক প্রবেশ করিল। অন্ধকারে সন্ত্রস্ত পায়ে খানিক অগ্রসর হইয়া আবার পিছাইয়া গেল; পেণ্ট্‌লানের পকেট হইতে টর্চ্চ বাহির করিয়া বারান্দার চারিদিকে দেখিয়া লইল। দামী আসবাব নাড়িয়া দেখিল। পায়ের আওয়াজ! এক কোণে লুকাইয়া সে আগন্তুকদের লক্ষ্য করিতে লাগিল। বারান্দায় দেখা দিলেন গৃহস্বামিনী মিসেস্ মুখার্জ্জী; বয়েস চল্লিশের কোঠায়; পোষাক পরিচ্ছদে আধুনিকা তরুণী হইবার হাস্যকর প্রচেষ্টা। সঙ্গে তার কদাকার নন্দুয়া দাস; বয়স পঞ্চাশোর্দ্ধ; পাকা বদমাসের মত চেহারা। মিসেস্ মুখার্জ্জী প্রথমেই হলঘরের দরজাটা বাহির হইতে বন্ধ করিয়া দিলেন। পরে চাপা গলায় নন্দুয়াকে বলিলেন—

মিসেস। এইবার যা দিলুম, ঐ নিয়ে যা নন্দুয়া। সাম্‌নের মাসে বরং…

নন্দু। হু—অন্ততঃ আর পঁচিশটা টাকা না দিলে আমার চলছে না—কত বড় ধনী লোক জুটিয়ে দিলুম! আড্যিবাবু…টাকার যক!

মিসেস। আঃ! এই নে আর দশ…(আরও দশটাকা দিলেন)।

নন্দু। বাকী পণের নিতে কি বংশীকে পাঠাতে হবে?

মিসেস্। বংশী—বংশী! না…না…কেন? (সভয়ে এদিক ওদিক চাহিয়া) তোকে বারণ করেছি কতবার যে বংশীর নাম তুই এ বাড়ীতে নিবিনে!

নন্দু। নাম তো নিবো না। কিন্তু টাকা না দিলে, শেষে বংশীকেই…

মিসেস। এই নে…যা—

আবার টাকা দিলেন।

কিন্তু খবরদার…বংশীকে যেন এ বাড়ীর ঠিকানা দিস্‌নি—বংশী যেন এ বাড়ীর সন্ধান না পায়—

নন্দুয়াকে একপ্রকার ঠেলিয়া বাহির করিয়া দিয়া ফিরিতেই সেই আগন্তুক অর্থাৎ মুখার্জীকে দেখিয়া সভয়ে—

কে?

মুখা। চামেলী!

মিসেস্। তুমি—! My God! কখন এলে? কোথা থেকে এলে—

মুখা। রোসো…বল্‌ছি—।

মিসেস্। একি চেহারা হয়েছে তোমার?

মিসেস্ হাত ধরিয়া চেয়ারে বসাইলেন।

মুখা। খুব বদলে গেছি…না? পাঁচ বছরে অনেক বদলে গেছি।

মিসেস্। তোমায় এ বাড়ীর খোঁজ দিলে কে ?

মুখা। (গায়ের আড়ামোড়া ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে) বাড়ীর খোঁজ ! ভাল কথা…কিছু খেতে দিতে পার ? দুদিন খাইনি কিছু··

টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া ক্লান্ত ভাবে বসিলেন।

মিসেস্। তুমি বসো—আমি দেখছি কিছু আছে কি না।

মিসেস্ পাশের ঘরে খাবার আনিতে গেলেন। মুখার্জ্জী এবার পেন্টের পকেটে হাত গলাইয়া সিগারেটের প্যাকেট ও দেশলাই বাহির করিলেন। খুলিয়া দেখিলেন প্যাকেট শূন্য, বিরক্তি ও রাগে প্যাকেটটাকে মাটিতে ছুড়িয়া ফেলিয়া পায়ে মাড়াইয়া দিলেন। ঘরের এ কোণ ও কোণ খুঁজিয়া হঠাৎ আসট্রেতে একটী আধ-খাওয়া চুরুট মিলিল। তাহাই ধরাইয়া মহোল্লাসে টানিয়া ধোঁয়া ছাড়িবার পর মিসেস্ খাবারের থালা লইয়া প্রবেশ করিলেন।

মিসেস্। খাও—

মুখা। (খাইতে খাইতে) এত ভাল জিনিষ রোজ খাও তোমরা ? মস্ত বড় মানুষ হয়েছ বুঝি ? অনেক টাকা আছে তোমাদের…না ?

মিসেস্। আজ বাড়ীতে পার্টি আছে, তাই এ সব আনিয়েছি—

মুখা। পার্টি !

মিসেস্। লালমোহন আঢ্যি, লোহা লক্করের মস্ত ব্যবসা…মিলিয়োনিয়ার লোক—বন্ধু বান্ধবীদের নিয়ে এসেছেন।

মুখা। তা…এ বাড়ীতে কেন ?

মিসেস্। তিনি যে তোমার মেয়ের বন্ধু—!

মুখা। (হঠাৎ সচকিত হইয়া) আমার মেয়ের বন্ধু ! আমার মেয়ে ! কোথায় ?

খাবার ফেলিয়া উঠিলেন।

মিসেস্। ঐ হলঘরে।

মুখা। আমার মেয়ে এ বাড়ীতে! আর আমি তাকে খুঁজতে কত দেশ দেশান্তর…ওই হলঘরে? উমা—

মিসেস্ তাহাকে ধরিলেন।

মিসেস্। (মুখার্জির মুখ চাপিয়া ধরিয়া) আঃ…কি পাগলামি কর্চ্ছ! উমা নয়, শিলা—শিলা—

মুখা। শিলা!

মিসেস্। হাঁ, তোমার মেয়ে শিলা—

মুখা। সে এখানে…আর আমি তাকে খুঁজছি—

মিসেস্। খুঁজছ ত আজ বিশ বছর—যখন খেয়াল চাপে চলে যাও, আবার কিছুদিন পরে ফিরে এসো, ঠাণ্ডা হয়ে বাড়ীতে থাক! কিন্তু এবার এ পাঁচ বছর ধরে কোথায় ছিলে?

মুখা। খুঁজছিলাম! কলকাতা থেকে কাশী—সেখান থেকে দিল্লী, পাঞ্জাব, রাওয়াল পিণ্ডি, কাশ্মীর—সারা ভারতবর্ষ এই পাঁচ বছর তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি—বিনা টিকিটে যাই, কখনো নামিয়ে দেয়, কখনো কয়েদ রাখে। খালাস পাই, আবার চলি। জেল, হাঁসপাতাল, বাজার, গ্রাম, সব দেখেছি। কোথাও সে নেই! (ঘন ঘন চুরুট টানিতে লাগিলেন) তারপর ভাবলুম, এতদিনে যদি সে বাড়ীতে ফিরে থাকে! ছুটলাম কলকাতার দিকে; দেখি পুরাণো বাড়ীতে অন্য ভাড়াটে। ঐ যে লোকটি খানিক আগে এসেছিল…ও তোমাদের এই বালীগঞ্জের বাড়ীর ঠিকানা দিলে।

মিসেস। ও ঠিকানা দিলে। ওকে চেন তুমি?

মুখা। (মিসেসের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া) কি জানি, হয়তো দেখেছি কখনো…অনেক আগে। নাঃ…

ভাবিবার চেষ্টা করিলেন।

ভুলে গেছি—

মিসেসের হাত ধরিয়া কাছে টানিয়া ;

আচ্ছা, চামেলি, সে আসেনি এ বাড়ীতে ?

মিসেস্ হাত নাড়িলেন।

উমা ! তবে সে গেল কোথায় ? উমা !

চেয়ারে হেলান দিয়া বসিলেন।

মিসেস। কি হবে মিছামিছি ভেবে ? ভগবান দিয়েছিলেন, তিনিই ফিরিয়ে নিয়েছেন।

মুখা। No ! No ! It can't be…ভগবান তাকে নিতে পারেন না…

টেবিল চাপড়াইয়া বলিলেন—

I want some support…একটা—একটা অবলম্বন আমার চাই—

উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

মিসেস। শিলা তো আছে—

মুখা। শিলা ! তোমার মেয়ে ?

মিসেস। হ্যাঁ—তোমার মেয়ে শিলা—

মুখা। আমার মেয়ে !

একটু চিন্তা করিয়া

ওঃ চলো—

মিসেস। কোথায় ?

মুখা। শিলার কাছে—

মিসেস। এই বেশে ?

মুখা। তাতে কি হয়েছে ?

মিসেস। (মিসেস বাধা দিলেন) না—না···আগে জামা কাপড় পাল্টে নেবে।

মুখা। What nonsense !

মিসেসের হাত ধরিয়া ঠেলিয়া দিয়া

আমার মেয়ের কাছে যাবো···মেয়েকে দেখব···তার জন্যে—

মিসেস। ঐ ওরা বুঝি আসছে ! শীগ্‌গির এসো, নইলে শিলা তোমায় দেখে ভয় পাবে, আঁৎকে উঠবে।

মিসেস্ তাহাকে একপ্রকার জোর করিয়াই লইয়া যাইতেছিলেন, আঁৎকে উঠবে কথাটা শুনিয়া জোড়ে ফিরিতে ফিরিতে বলিলেন ;

মুখা। আঁৎকে উঠবে—!

মিসেস। সঙ্গে সোসাইটী গার্লসরা আছে, লালমোহন আছে, ওদের সাম্‌নে তোমায় কি বলে পরিচয় দেবে ?

মুখা। জামা কাপড় ময়লা বলে—বাপ বলতে লজ্জা হয়···বেয়ারা বলে পরিচয় দেবে !

মিসেস। ওরা এসে পড়ল ! (নেপথ্যে কলরব)

খাবারের থালা লুকাইলেন ; মুখাৰ্জ্জিকে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেই—

মুখা। আমি নড়ব না।

মিসেস। (খুব মিনতি করে) লক্ষ্মীটি—এসো। এ হতে পারে না—তোমার মেয়ে আজ societyর একজন, সে এম্ এ পড়ছে—তার সামনে তোমায় নতুন মানুষ সাজতে হবে—নতুন মূর্ত্তি নিয়ে দাঁড়াতে হবে—এসো শিগ্‌গির।

টানিয়া লইয়া বাহিরের দরজা দিয়া প্রস্থান। শিলা—তার পাশে লালমোহন আঢ্য, পশ্চাতে তরুণ তরুণীর দল নামিয়া আসিল। শিলার বয়স ২১।২২, ছিপ্‌ছিপে গড়ন, লালমোহনের আন্দাজ ৪০।৪২

কামাখ্যা। সে তো নিশ্চয়, সে ত করতেই হবে! তা হলে আঢ্যি মশায়, পার্টিটা—

লালমোহন। মিস্ মুখার্জ্জী বলেন তো কালই আমরা বোটানিক্যাল গার্ডেনে পিক্‌নিক করতে যাই; কি বলেন মিস্ মানে শিলা—

শিলা। অত্যন্ত দুঃখিত। কাল আমার সময় হবে না—

লালমোহন। না—না—দুঃখিত হবেন না, আপনি দুঃখিত শুনলে আমার কেমন কান্না পায়। ওহে, বল না তোমরা! কাল না হয় পরশু··· একদিন না নিয়ে গিয়ে ছাড়বো না আপনাকে···

কামাখ্যা। বোটানিক্যাল না হয়—জু গার্ডেন—

লীণা। জু গার্ডেনে তুমি একাই যেয়ো কামাখ্যাবাবু! সেখানে তোমার অনেক বন্ধু বান্ধবী পাবে!

সকলের প্রবল হাস্য।

শিলাদেবী কি বলেন? আপনি এত গম্ভীর যে!

লালমোহন। শিলাদেবী আপনাদের মত ছ্যাবলা মেয়ে নন্। এম, এ. ক্লাসের ছাত্রী। গম্ভীরতাই এম. এ. ক্লাসের ছাত্রীদের শোভা! কি বলেন, শিলা মানে মিস্ মুখার্জ্জী?

শিলা। আপনাদের আজ কোথায় যাবার কথা ছিল—বলছিলেন না?

কামাখ্যা। হ্যাঁ হ্যাঁ, মেট্রোয়—নতুন বই—ফুলস প্যারাডাইস—

লীণা। ফুল্‌স প্যারাডাইস তো তোমার বাড়ীতে। মেট্রোতে··· Only for a kiss ··আপনি যাবেন না শিলাদেবী?

লালমোহন। নিশ্চয় যাবেন—আরে, ওঁর জন্যেই তো এতগুলি টাকা খরচা করে তোমাদের সবাইকে নিয়ে যেতে রাজী হয়েছি।

শিলা। কিন্তু আমি কি করে যাই?

লালমোহন। কেন? আমার নতুন ঝক্‌ঝকে two seater গাড়ী আপনার দরজায় দাঁড়িয়ে! ঐ গাড়ীতে আমার পাশে বসে যাবেন··· শিলা মানে মিস—

শিল। Two seater! এরা যাবেন কি করে?

লালমোহন। ওদের ট্যাক্সি ভাড়া আমিই দিচ্ছি।

কামাখ্যা। পৌনে ৯টা হ'ল যে! ওদিকে Fools Paradise—

লীণা। উহুঁ! Only for a kiss!

লালমোহন। তা হ'লে আর দেরী নয়, চট্ ক'রে তৈরী হয়ে নিন··· শিলা মানে মিস—

শিলা। আজ কিন্তু আমার—

পুরুষগণ। চলুন, চলুন, আর কথা নয়—

মেয়েরা। আপনাকে না পেলে মজাই হবে না—

সকলের অনুরোধে কি ভাবিতে ভাবিতে শিলা দু-এক পা অগ্রসর হইল; এমন সময় কাহিনীর তরুণ নায়ক প্রবীর ঝড়ের মত সেই গৃহে প্রবেশ করিল—বয়স তার অনুমান ২৫।২৬।

প্রবীর। শিলা—শিলা—

শিলা। প্রবীর!

প্রবীর। এই যে শিলা—তুমি এখানে! শোনো শিলা—

লালমোহন। দাঁড়ান মশাই...দাঁড়ান—

প্রবীর। আপনারা এ বাড়ীতে—

লালমোহন। শিলাদেবী, আপনি তৈরী হয়ে নিন্‌গে—আমি ততক্ষণ এর সঙ্গে—দু'চারটে কথা বলি—

প্রবীর। আমি তো আপনাদের—

লাল। ...চিনবেন। আজ না হোক দু'দিন পরেই চিনবেন আমি এ বাড়ীর কে? কি বলেন শিলা মানে মিস্ মুখার্জী—হাঃ হাঃ হাঃ—

কামাখ্যা। (শিলাকে) যান্...আপনি তৈরী হয়ে নিন্‌গে—

প্রবীর। কোথায় যাবে—?

কামা। Fools' Paradiseএ...

লাল। থাম্ কামিখ্যে! মেট্রো সিনেমায়—

প্রবীর। মেট্রোয়! কার সঙ্গে—

লাল। দরজায় নতুন ঝক্‌ঝকে two seater দেখেছেন? ঐ গাড়ীতে আমার সঙ্গে।

প্রবীর। আপনার সঙ্গে! কেন?

কামা। কেন! কারণ fools—

লীণা। না, না, Only for a kiss.

প্রবীর। Shut up! আপনারা যান—শিলা যাবে না—

লাল। আলবৎ যাবেন—

প্রবীর। মানে?

লাল। মানে, ওঁর খুশী এবং লালমোহন আঢ্যের টাকার জোরে—

প্রবীর। হুঁ! চলে এসো শিলা—

লাল। চলে আসবে? আপনার কথায়?

প্রবীর। হ্যাঁ, আমার কথায়—

লাল। চোপরাও বেয়াদপ—জান তুমি...আমি কে? জানো... এ বাড়ীতে আমার কি অধিকার? জানো তুমি...আমার কত টাকা ব্যাঙ্কে মজুদ?

প্রবীর। আমার কিছু জানবার দরকার নেই। আপনারা শুধু জেনে রাখুন…শিলা আপনাদের সঙ্গে যাবে না, যেতে পারে না…ব্যস্

শিলার হাত ধরিয়া উপরে হলঘরে দিকে উঠিয়া গেল।

লাল। আপনি চলে যাচ্ছেন যে? শিলা মানে মিস্ মুখার্জী—শুনছেন?

হলঘরের দরজা বন্ধ হইয়া গেল।

লীণা। শিলা, শিলা, ভাই! No hope।

কামা। তবে আর কি হবে? উনি না যান্ আমরাই তা হ'লে Fools' Paradise এ…

লীণা। উঁহু, Only for a kiss! কি বলেন আঢ্যি মশাই?

কামা। চলুন আঢ্যি মশাই!

লাল। (রাগিয়া) যাও না, কে তোমাদের চৌদ্দ পুরুষের মাথার দিব্বি দিয়ে ধরে রেখেছে! টাকা পয়সা থাকে…ছবি দেখগে—

কামা। Fools' Paradise!—

লীণা। Only for a kiss!

লালমোহন ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

লাল। আমি যাই…একবার মিসেস্ মুখার্জীর সঙ্গে বোঝা পড়া করব; তাকে জানিয়ে দেব যে, লালমোহন আঢ্যের লোহার পয়সা অত সস্তা নয়! (কোথায় গেলেন মিসেস্, মানে মিসেস্ মুখার্জী!)

১|২ দৃশ্য ঘুরিয়া গেল; হলঘরে শিলা ও প্রবীর।

শিলা। লালমোহন আঢ্যি, লোহা লক্করের পয়সা তার সস্তা নয়! সেই পয়সা সে জলের মত ঢেলে দিচ্ছে এই ক'দিন ধরে! Party তে…

পিক্‌নিকে···সিনেমায়! কে জানে···হয়ত একদিন বিয়ে কর্ত্তেই চাইবে···

প্রবীর। ক্ষতি কি? বড় লোক?

শিলা। নিশ্চয়ই···সে বিষয়ে সন্দেহ কি? মস্ত বড়লোক।

প্রবীর। বড় লোক—বড় লোক! অথচ আজ মনে পড়ে সেই—ছ' মাস আগের কথা! ইউনিভার্সিটির রিডিং-রুমে রোজ দেখ্‌তুম টাকার অভাবে বই কিনতে পার্চ্ছ না ব'লে তুমি মোটা মোটা বইগুলো একসারসাইজ-বুকে টুকে নিচ্ছ। একদিন বল্লুম,—শিলাদেবী, আমার সব বই ভুলে দু'সেট ক'রে কেনা হয়েছে,- একসেট তো কোন কাজেই লাগছে না,—আপনি যদি নেন্ ··তুমি অপমান বোধ কল্লে—বই নিলে না!

শিলা। কিন্তু তুমিও তো তার শোধ তুলেছ! সব বইগুলো পুরাণো বইএর দোকানে জমা দিয়ে তাদেরি মারফতে আমার বাড়ীতে পৌছে দিয়েছ।

প্রবীর। আমি! কখ্‌খনো না।

শিলা। তা নইলে দুশো টাকার আনকোরা নতুন বই সাড়ে সতের টাকায় বিক্রী করবে এত বড় বোকারাম কোনো পুরোনো বই ওয়ালা নয়! ওয়েলিংটন স্কোয়ারের মোড়ে যাকে বই বিক্রী করতে দিয়েছিলে পরে এ কথা আমি তারই মুখে শুনেছি। বিনে পয়সায় দিলে ধরে ফেলব, তাই সাড়ে সতের টাকা দাম নিয়েছে।

প্রবীর। তা নইলে তুমি বই নিতে কখনো?

শিলা। একবার ভেবেছিলুম, তোমার বই তোমার কাছেই সাড়ে সতের টাকার V. P. পোষ্টে ফেরৎ পাঠাই—। আবার ভাবলুম ··থাক্—

প্রবীর। থাক্ কেন? ফেরৎ পাঠালেই পারতে! ওতো আর লালমোহন আঢ্যের উপহার নয় যে মাথা পেতে নিতে হবে!

শিলা। হাঃ হাঃ হাঃ Funny thing! তুমি লালমোহনের উপর রাগ কর্চ্ছ প্রবীর?

প্রবীর। কেন, কেন ঐ ইতর লোকটার এত আধিপত্য এখানে! বিষয় নিয়ে একটা জরুরি মামলা ছিল...দেওয়ানের টেলিগ্রাম পেয়ে হঠাৎ দেশে যেতে হল! আমি ছিলুম না এখানে...তাই—! কেন ও এখানে আসবে?

শিলা। আমায় শোনাচ্ছ কেন? আমি অনেক চেষ্টা করেছি। কিন্তু মায়ের একান্ত জিদের জন্যেই—

প্রবীর। তোমার মায়ের জিদ্। তোমার মা, তোমার মা! My God!...তা ব'লে তুমি এ জুলুম সহ্য করবে!

শিলা। Can't help! তিনি আমার মা!

প্রবীর। দেখ শিলা, আজ তোমাকে ক'টি কথা বলব—dont take it otherwise.

শিলা। বল—

প্রবীর। দেখ, তোমার মাকে আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারি না। তোমার সঙ্গে এই ছ'মাস আমার পরিচয়; সেই সূত্রে এ বাড়ীতে আসি। এর মধ্যে এমন কতকগুলো ব্যাপার ঘটেছে—যা আমি তোমাকে বলতে পারব না—শুন্‌লে তুমি আঘাত পাবে!

শিলা। আঘাত পাব না, বল।

প্রবীর। আঘাত নিশ্চয় পাবে, তোমার মায়েরও বারণ আছে তোমায় বলতে ..তা ছাড়া...it is too delicate!

শিলা। প্রবীর!

প্রবীর। সবুজ রঙ দিয়ে বিধাতা পৃথিবীকে শ্যাম-স্নিগ্ধ করে রেখেছেন। গ্রীষ্মের রোদে এই সবুজ রঙের আস্তরণ যখন পুড়ে যায়··· পৃথিবীর নগ্ন বিভৎসতা ধরা পড়ে। তুমি এই বাড়ীর সেই শ্যামলিমা। যে দিন বাড়ীতে এসে তোমার দেখা না পাই · সে দিন আঁৎকে উঠি এ বাড়ীর রূপ দেখে···আঁৎকে উঠি তোমার মায়ের মুখের দিকে তাকাতে!

শিলা। কি বল্‌ছ তুমি? তুমি ভুলে যাচ্ছ···কার সম্বন্ধে কথা বলছ তুমি!

প্রবীর। জানি শিলা, কিন্তু আমি তো কারুকে অপমান করবার জন্যে এ কথা বলিনি! যা নিছক সত্যি—

শিলা। কিন্তু তোমার কাছে যা নিছুক সত্যি, আমার কাছে তার চেয়ে বড় অপমান আর কিছু হতে পারে না···এ টুকুন তুমি কি বুঝতে পার না?

শিলা উঠিয়া বারান্দায় চলিয়া গেল। দৃশ্য ঘুরিয়া গেল। একটু পরে প্রবীর তাহার পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল।

বারান্দায়

প্রবীর। শিলা, আগেই বলেছিলুম, তুমি আঘাত পাবে···শুধু সেই জন্যেই—

শিলা। তুমি জ়ান না, আমার মা তোমাকে কি স্নেহের চক্ষে দেখেন।

প্রবীর। তোমার মায়ের স্নেহ—

শিলা। এতদিন বলিনি তোমায় এ কথা। ছ'মাস আগে যে দিন তুমি এ বাড়ীতে প্রথম এসেছিলে, সেইদিন মা বল্‌লেন, শিলা, প্রবীর আমাদের সৌভাগ্যের অগ্রদূত। ও—ও এল···আর খবর পেলাম তোর

বাবা বোম্বের একটা বড় ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেকটার হয়েছেন। সে দিন থেকে আমরা দর্জ্জিপাড়ার বাড়ী বদ্‌লে বালীগঞ্জের এই বড় বাড়ীতে উঠে এলাম। সেদিন থেকে আমাদের পবিবারে…আমার মায়ের চোখে… সবার চেয়ে কাম্য অতিথি হলে তুমি! সেই তুমি আমার মাকে—

প্রবীর। শিলা, শিলা,—আমায় ক্ষমা করো। না বুঝে হয়তো ভুল করেছি…সে ভুলের জন্যে তোমার কাছেও কি মার্জ্জনা পাব না শিলা?

শিলা চুপ করিয়া রহিল

যার উপর দাবী আছে… জোর জুলুম তো তার উপরই চলে!

শিলা। আমার উপর তোমার দাবী আছে নাকি?

প্রবীর। এর জবাব শিলাদেবীর নিজের মুখ থেকেই শুন্‌তে চাই।

শিলা। তা হ'লে শিলাদেবী বলছেন…না, নেই।

প্রবীর। কিন্তু চাঁদের আলোয় শিলাদেবীর চোখ দুটি স্পষ্ট বলছে… হাঁ—আছে।

শিলা। চাঁদের আলো তো যৌবনের আলেয়া! ওকে বিশ্বাস করলে ঠক্‌বে।

প্রবীর। চাঁদের আলোর অপরাধ?

শিলা। অপরাধ এই যে, ভাদ্রের ভরা গাঙে সাঁতার কাটতে এসে সবার আগে উনি রূপোলী মায়ার জাল বোনেন! অর্থাৎ খুব মিষ্টি করে মিথ্যে কথা বলাকেই কলাবিদ্যে হিসাবে অভ্যাস করে নেন। প্রতারণা, শাঠ্য প্রভৃতি ষোল কলায় উনি তখন পূর্ণ হয়ে উঠেন। এবং অতঃপর

প্রবীর। থামলেন কেন? বলুন মহাশয়া,—অতঃপর?

শিলা। অতঃপর সেই ষোল কলায় পূর্ণ চন্দ্র দেব হঠাৎ একটী শান্ত শিষ্ট মানুষের মূর্ত্তিতে বালীগঞ্জের এক নির্জ্জন বারান্দায় নেমে আসেন।

প্রবীর। এবং বর্ষার সেই উচ্ছল নদীকে একটী নিতান্ত-মুখরা বিংশ-শতকের তরুণীরূপে সামনে পেয়ে…গান শোনাতে মিনতি করেন।

শিলা। উঁহু—উনি মিনতি মানেন না।

প্রবীর। মিনতি না মানেন, তাঁকে জুলুম সইতে হবে!

হাত ধরিল।

শিলা। বীরপুরুষ। তোমার বাহাদুরি দেখে…ঐ দেখ, আকাশের চাঁদ এমনি করে—হাঁ করেছে।

তাহার হাঁ করিবার ভঙ্গীতে প্রবীর হাসিয়া উঠিল। শিলাও হাসিতে যোগ দিল…প্রবীরের কণ্ঠ-লগ্ন হইল।

প্রবীর। কিন্তু ভাদ্রের সেই ভরা নদী চাঁদকে তার বুকে পেয়ে তো নীরব থাকে না? কাণায় কাণায় ভরা নদীর সব উচ্ছাস জলতরঙ্গের কলকণ্ঠে জেগে ওঠে! নদীর উচ্ছসিত গানে…বনস্পতির পাতায় জাগে মর্ম্মর, পাখীর কণ্ঠে জাগে কাকলী! কই সে কাকলী…? কই সে গান?

শিলার গান

মম ফাল্গুণ অটবীতে—
যেন শুনি পদধ্বনি বাজে।
মনে হয় তারি ধ্বনি রিণি ঝিণি
জাগে হিয়া মাঝে।
আকাশেতে আধো চাঁদ, আধো বাঁকা তটিনী
আলো ছায়া ঝিলিমিলি, নাচে মায়া নটিনী;
তারি সনে মোর মন অনুখণ
দোলে ভীরু লাজে।

(মুখার্জ্জীর প্রবেশ)

মুখার্জ্জী। How devine !

সাড়া পাইয়া শিলা চমকিয়া উঠিল ! প্রবীর ঈষৎ অন্ধকারে
বিস্মিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

শিলা। কে ?

প্রবীর। কে তুমি ?

মুখা। কে তুই—?

প্রায় দৌড়াইয়া কাছে গিয়া

উমা ! না শিলা !

শিলা। (শিলা চিনিতে পারিয়া) একি ! বাবা ! তুমি কখন এলে বাবা ?

শিলা মুখার্জ্জীকে জড়াইয়া ধরিল।

মুখা। উমা ! কখন এলি মা ?

শিলা। উমা নই। আমি যে তোমার শিলা !

মুখা। ওঃ ওঃ—

শিলাকে সরাইয়া দিলেন—আপন মনে বলিলেন 'শিলা' !
পরে—শিলার মুখ একদৃষ্টে দেখিতে দেখিতে…

But you are that devine Desdimona whome the grace of heaven encircles !

দুই হাতে শিলার মুখ তুলিয়া ধরিয়া দেখিতে লাগিলেন।
শিলাকে ছাড়িয়া ফিরিতে ফিরিতে

উমা আমার শিলা হয়ে গেল ! পাষাণ শিলা !

শিলা। বাবা, আমার কাছে বসবে এসো—

মুখা। (শিলার দিকে মুখ না ফিরাইয়া) কাছে থেকে ও তোকে ধরে রাখতে পাচ্ছি কৈ শিলা ? উমাকে কাছে রেখেছিলুম… তাকে কেড়ে

নিলে! আজ তোকে কাছে পেয়েছি—তোকেও কেড়ে নেবার জন্যে ওরা হাত বাড়িয়েছে!

টেবিল ধরিয়া মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইলেন।

শিলা। কারা হাত বাড়িয়েছে?

মুখা। ওই—

ইতস্ততঃ তাকাইলেন। একপার্শ্বে প্রবীরকে দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন—

who is that!

শিলা। আমার class mate প্রবীর—

মুখা। প্রবীর! Why in the dark? Come out boy! Come out! Have you got a light with you?

প্রবীর। Light!

মুখা। Yes···light! আমি সব সময় টর্চ্চ ব্যবহার করি; এ বাড়ীতে এসে বেটারি ফুরিয়ে গেছে, তোমার সঙ্গে টর্চ্চ আছে?

প্রবীর। না—

মুখা। Then how could you dare to stand by the side of a helpless girl? You get out!

প্রবীরের দিকে আগাইয়া গেলেন।

শিলা। বাবা—

মুখা। I say, get out!

প্রবীর হতবুদ্ধির ন্যায় প্রস্থান করিতেছিল। মুখার্জীর ডাকে আবার ফিরিল—

No, wait; তোমাকে সহজে ছাড়তে পারি না···। Why do you come here? এ বাড়ীতে তুমি কেন আস?

প্রবীর। আমি শিলার class mate—

মুখা। আরও দশ বিশ ডজন ছেলে শিলার class mate আছে; তারা এ বাড়ীতে আসে?

প্রবীর। না—

মুখা। তবে? Why are you an exception my boy? Have you fallen in love with Shila! তুমি শিলাকে ভালবাস?

প্রবীর। আপনি—আপনি কি বলছেন?

মুখা। Do you love this girl?

শিলাকে টানিয়া লইয়া

প্রবীর। Yes!

মুখা। Why do you love her? কেন একে ভালবাস?

কিছু পরে

একে বিয়ে কর্ত্তে পার?

প্রবীর। Y—e—s—

মুখা। তুমি এর জন্যে সব ত্যাগ কর্ত্তে পার?

প্রবীর। Certainly I can! I prize Shila above the whole world, শিলার জন্য আমি সব পারি।

মুখা। (শিলাকে ছাড়িয়া প্রবীরের দিকে আগাইতে আগাইতে) My boy! Don't be carried away too far by your emotion and sentiment! তোমায় একটা দিন ভাবতে দিলুম, বেশ ভাল করে ভেবে চিন্তে যদি বুঝতে পার if you are thoroughly convinced···যা বল্লে এ তোমার অন্তরের নির্দ্দেশ তা হলে শিলাকে

নিয়ে যেও। আর যদি তা না হয়—এ বাড়ীতে দ্বিতীয়বার এসো না। নিশ্চয় জেনো Shila is dead or She is doomed.

শিলা ইঙ্গিতে প্রবীরকে বলিল, আমি মুখার্জীকে বাহিরে নিয়ে যাচ্ছি,
মুখার্জীকে নিয়া শিলার প্রস্থান। প্রবীর গোঁজ হইয়া
ফিরিয়া যাইতেই মিসেস্ মুখার্জীর প্রবেশ।

মিসেস। একি! প্রবীর! কখন এলে বাবা? চলে যাচ্ছ! তোমার শরীরটা কি ভাল নেই বাবা?

প্রবীর। বেশ ভালই ত আছি।

মিসেস। তবে অমন করে বসেছিলে কেন? শিলা কোথায়?

প্রবীর। ঐ ঘরে…তার বাবার সঙ্গে কথা কইছে।

মিসেস। তাঁর সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছে নাকি?

প্রবীর। বিশেষ কিছু নয়, তবে পরিচয় হয়েছে।

মিসেস। একটা জরুরি ব্যাপারে আট্‌কে পড়েছিলুম…না সেরেও তো আসতে পারি না; তাই—

প্রবীর। কিছু না—আচ্ছা, এবার তা হলে আমি আসি—

মিসেস। শিলার সঙ্গে একবার দেখা করে যাবে না? শিলা—

প্রবীর। না থাক্, সে এখন ব্যস্ত।

মিসেস। না ব্যস্ত কিসের? তুমি এলে তার কি অন্য কাজ কর্ম্ম কিছু মনে থাকে? বোসো।

প্রবীর বসিল

হ্যাঁ, ভালকথা—ভুলেই গিয়েছিলাম! কাল বাড়ী ভাড়ার দিন… মনে আছে তো বাবা?

প্রবীর। হ্যাঁ, এই নিন—

টাকা দিল।

মিসেস। সংসার খরচ যা দিয়েছিলে, সে ও তো প্রায় ফুরিয়ে এল।

প্রবীর। কালকেই পাঠিয়ে দেব।

মিসেস। হ্যাঁ, তাই দিয়ো। তোমায় কি আর বলবো বাবা! যে ভাবে টেনে আসছ—এ দুঃখীদের সকল বোঝা—

প্রবীর। থাক্, থাক্! ওসব কথা থাক্··শিলা শুনতে পাবে।

মিসেস। না, সে তার বাপের কাছে। জানো বাবা, মেয়ে আমার জানে···তার বাবা বোম্বের এক ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেকটার হয়ে এসেছেন।

প্রবীর। কিন্তু তিনি যদি শিলাকে সব কথা বলে দেন?

মিসেস। ওঃ! তাও তো বটে! ভেবেছিলুম ওঁকে বারণ করে দেব···শিলাকে বলতে। ওঁকে বলতে ভুল হয়ে গেল। যাই, ওঁকে তো সাবধান করে দিতে হবে।

যাইতে যাইতে ফিরিয়া।

কাল তা হ'লে এসো বাবা! দেখ হাঁ, আর একটা কথা—

এমন সময় লালমোহন আসিয়া প্রবীরকে দেখিয়া চম্‌কাইয়া দাঁড়াইল।

লালমোহন। মিসেস! একটা কথা ছিল—

মিসেস। একটু দাঁড়ান বাবা—

প্রবীর। থাক, এখন আমি যাই—

মিসেস। না—না, একটু বসো।

লাল। আমার কিন্তু আবার—

মিসেস। একটা মিনিট! একটু অপেক্ষা করুন বাবা! প্রবীর, তুমি বাইরের ঘরে একটু অপেক্ষা কর—

লাল। কিন্তু আমার কথাটা—

মিসেস। এখুনি শুনেছি বাবা। লালমোহন সম্বন্ধে তোমায় কতকগুলি কথা বলব—। শিলার ভবিষ্যৎটাও ত দেখতে হবে!

প্রবীর যাইতেছিল।

নিশ্চয় তোমার কোন কষ্ট হবে না?

প্রবীর। না—

প্রস্থান।

লাল। ও কে বলুন তো মিসেস—

মিসেস। ও শিলার class mate প্রবীর, জমীদার।

লাল। জমিদার! ফুঃ—কত টাকা আছে ওর?

মিসেস। তা মস্ত বড় জমীদার—অনেক টাকা—।

লাল। তাই অত খাতির ওর এখানে—

মিসেস। না—না, শুধু তাই কেন! প্রবীর বড় ভাল ছেলে, আর দিচ্ছেও ও অনেক—

লাল। প্রবীর! প্রবীর! প্রবীর! ওর সাধ্য কি আমার উপর টেক্কা দিয়ে যায়! আমিও দেবো থোবো অনেক; পরশু দিয়েছি পাঁচশো টাকা…এই দিন ফের পাঁচশো টাকা—। আরও দরকার হয়, কাল দেব!

মিসেস। আর সেই নেকলেশ?

লাল। নেকলেশ! কালই সকালে কিনে আনবো।

মিসেস। বেশ, বেশ, তুমি কিছু ভেবোনা বাবা, এদিককার সব আমি ঠিক করে দেব।

লাল। আচ্ছা…

যাইতে যাইতে ফিরিয়া

আর দেখুন মিসেস, ও যে রকম জোড়জাড় করল—দেখলুম শিলার উপর…প্রায় একরকম হুকুম; আর শিলাও চুপ করে সব সরে গেল… তাতে মনে হয় যে শিলা ওকেই ভালবাসে—

মিসেস। ও কিছু নয়—প্রবীর ওকে বেড়াতে টেড়াতে নিয়ে যায়, অনেক present দেয়।

লাল। আমিও তো রাজী আছি, তা সে যেতে চায় না আমার সঙ্গে? আর present? নেকলেশ নিয়ে আসছি এখুনি—

মিসেস। জিনিষটা ভাল হয় যেন—

লাল। নিশ্চয়ই! আমার তেমন পছন্দ নয়। একজোড়া হীরের দুল আনবো কি?

মিসেস। দুল! তা আনবেন, অবিশ্যি যদি ভাল হয়—

লাল। আপনি লজ্জা দেবেন না মা,—মানে মিসেস—

মিসেস। কিন্তু বাবা, শিলা যেন ঘুনাক্ষরে এ সব জানতে না পারে? জানবেই ত সব, দরকার কি এক্ষুনি জেনে?

লাল। ঠিক, দরকার কি এখুনি জেনে?

মিসেস। আর বাবা, বলছিলুম কি, Two seater গাড়ীতে আর চলে না।

লাল। বেশ তো! আমি আপনার জন্যে এতবড় four seater গাড়ী কিনে আনব?

মিসেস্ ও লালমোহন কথা কহিতে লাগিল;

মঞ্চ ঘুরিয়া গেল।

হলঘর

শিলা মিষ্টার মুখার্জীর পাশে বসিয়া চুল আঁচড়াইতে
ও মাথায় হাত বুলাইতেছিল।

শিলা। বাবা, তোমাকে বুঝি খুব খাটতে হয়? একখানি চিঠি দেবার ফুরসুৎও পাওনি?

মুখা। (আরাম করিয়া চেয়ারের back rest-এ মাথা রাখিয়া টেবিলে পা তুলিয়া চক্ষু বুজিয়া বসিয়াছিলেন)

মুখা। চিঠি? কোথায় তোরা—কোথায় আমি···কেউ জানি না—

শিলা। কেন? আমি তোমার ব্যাঙ্কের ঠিকানায় চারখানা চিঠি দিয়েছি···পাওনি?

মুখা! ব্যাঙ্কের ঠিকানা!

মাথা তুলিলেন।

শিলা। এত কাকুতি করে লিখলুম···তবু এক লাইন জবাব দিলে না! শেষে রাগ করে আমি চিঠি দেওয়া বন্ধ করলুম।

মুখা। ব্যাঙ্কের ঠিকানা?

অবাক হইয়া চাহিলেন।

শিলা। কেন? মার মুখে শুনেছি, বোম্বের মুখার্জী জেঠাভাই ব্যাঙ্কিং করপোরেশনের সিনিয়র পার্টনার এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টার তো তুমিই।

মুখা। জেঠাভাই ব্যাঙ্কিং করপোরেশন! সিনিয়র পার্টনার! ইজ ইট এ টেল ফ্রম দি অ্যারেবিয়ান নাইটস্—

বলিতে বলিতে সোজা হইয়া চেয়ারে উঠিয়া বসিলেন।

শিলা। তবে মাসে মাসে এত টাকা পাঠাতে কি করে ?

মুখা। টাকা পাঠাতুম…আমি !

শিলা। পাঠাওনি !

মুখা। What fiction ! Are you dreaming !

শিলা। বাবা! তবে এ সংসারের এত বিলাস সম্ভার, এর এতবড় গুরুভার কে বহন কর্চ্ছে ! কার অর্থে আমি পুষ্ট ! কার দয়ার দান নিত্য আমাকে নিতে হচ্ছে ! মা—মা—

ঝড়ের মত বাহিরে ছুটিয়া গেল।

মুখা। (দাঁড়াইয়া উঠিলেন) শিলা ! My poor child ! It is realy a mystery—a mystery.—

দৃশ্য ঘুরিতে লাগিল।

বারান্দা

শিলা। বেরিয়ে যান—বেরিয়ে যান এ বাড়ী থেকে—

লাল। শিলা মানে মিস্ শুনুন—

মিসেস্। শিলা—শিলা—

মঞ্চ যখন ঘুরিয়া স্থির হইল…দেখা গেল শিলা টেবিলের কাছে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছে—বাহিরে যাইবার দরজার কাছে লালমোহন বিরক্তভাবে দাঁড়াইয়া—মিসেস্ তাহাকে নিম্ন স্বরে কি বুঝাইতেছেন।

শিলা। আমি বুঝেছি একটা হীন ষড়যন্ত্রের ভেতর তোমরা আমায় ফেলেছ ! আমি মলুম না কেন ! মাগো !

মিসেস্ শিলার কাছে আসিলেন ; আটি চলিয়া গেল।

মিসেস্। শিলা ! শিলা !

শিলা। এ আমি সহ্য করতে পারবো না···কিছুতেই না।

বলিতে বলিতে উঠিয়া দাঁড়াইল।

আমি এ বাড়ী থেকে চলে যাব—

মিসেস্ তাহাকে ধরিলেন

মিসেস। শিলা, শিলা, কথা শোন, আমি যা কচ্ছি, তোর ভালর জন্যে,···মা আমার, বোঝ! তোর নিজের কিসে ভাল হয়, তাও তুই দেখবিনি?

শিলা। নিজের কিসে ভাল হয়, সেটুকু বুঝবার বয়স আমার হয়েছে মা,—নিজের ভাল মন্দ বুঝি বলেই, আজ জোর করে বল্‌ছি···এ আমি সহ্য কর্ব্ব না।

মিসেস। তুই আমার মুখ চাইবিনে! তোর আধপাগলা বুড়ো বাপের কিসে মঙ্গল হয়···সেও তুই দেখবিনি বল্!

শিলা। মা—

মিসেস। তোকে এত টাকা খরচ ক'রে এত লেখাপড়া শিখালুম— তার কি এই ফল? এম-এ ক্লাস পর্য্যন্ত রাশী রাশী বই পড়লি, তোর সে সব বই—মা বাপের অবাধ্য হতে হবে, তোকে এই শিক্ষা দিয়েছে হতভাগী?

শিলা। কেন শিখিয়েছিলে লেখাপড়া? না যদি শিখতুম···তাহ'লে বোধহয় ভাল মন্দ বিচারের ক্ষমতা আমার হত না—যা বলতে তোমরা অন্ধের মত (নির্ব্বিচারে তাই) সারা জীবন ভরে করে যেতুম!···আমি এখান থেকে মুক্তি চাই। তোমাদের এ সংসার হতে চিরদিনের মত পালিয়ে যেতে চাই···আমায় মুক্তি দাও মা,—দুটি পায়ে পড়ি··তোমরা আমায় ছুটী দাও—

মিসেস। বেশ তো, এ বাড়ী যদি তোর ভাল না লাগে···না থাকলি তুই এখানে। কাশীপুরে গঙ্গার ওপর মস্ত বাগানবাড়ী···লালমোহন তোকে তো সেখানে আজই নিয়ে যেতে চায়—

শিলা। আবার তোমার ঐ কথা। মা—

মিসেস। লালমোহনের নাম শুন্‌লেই তুই জ্বলে উঠিস্‌ কেন বল্‌তো ?

শিলা। তুমি তার নাম আমার সামনে করবেনা—

মিসেস। তবে কার নাম করব ? প্রবীরের ?

শিলা। মা—

মিসেস। ক্রোড়পতি লালমোহন আজ তোমাব কাছে হেলার পাত্র ! আর কোন এক গণ্ড গ্রামের ক্ষুদে তালুকদার প্রবীর চৌধুরী·· সে মস্তবড সম্মানী ব্যক্তি হল···কেমন ?

শিলা। মা—

মিসেস। হুঁ ! আমার চোখ কান কিছুই বন্ধ নয় ! বুঝি সবই—

শিলা। কি বুঝেছ ?

মিসেস। প্রবীর তোমায় রাতদিন তোষামোদ করে, ক্যাঙলার মত তোমার পেছনে ঘুরে বেড়ায়, লোভ দেখায় যে সে তোমায় বিয়ে করবে, বিয়ে করে রাজরাণী করবে, তাই তুমি লালমোহনের নাম পর্য্যন্ত সহ্য করতে পারনা—

শিলা। তোমার দুটি পায়ে পড়ি মা,—তুমি চুপ কর—

মিসেস। কেন চুপ করব ? অবাধ্য মেয়েকে কি করে শাসন করতে হয়, আমি জানি ! ঐ প্রবীরের এ বাড়ীতে আসা আমি বন্ধ করব।

শিলা। সে তুমি পার না মা—

মিসেস। নিশ্চয় পারি—তাকে দরোয়ান দিয়ে অপমান করে তাড়িয়ে দেব।

শিলা। মা—মা—

মিসেস। বামন হয়ে চাঁদে হাত! চামেলী মুখার্জীর মেয়েকে বিয়ে করবে! বিয়ে করে সে আমার মেয়েকে উদ্ধার করবে।

শিলা। বামন হ'য়ে চাঁদে হাত তিনি বাড়াননি মা,—তোমরাই বাড়িয়েছ। তিনি নিজে যেচে কখনো তোমার মেয়েকে বিয়ে করবেন বলেননি—যদি বলে থাকেন…তোমরাই তাঁকে বলিয়েছ।

মিসেস। আমরা বলিয়েছি—

শিলা। আর উদ্ধার হবার কথা বলছ! যদি এ কখনো সত্যিই সম্ভব হয় যে তোমার মেয়ে বধূরূপে তাঁর পায়ের তলায় ঠাঁই পেয়েছে…তা হলে জেনো মা, শুধু তোমার মেয়ে নয়, তোমাদের এই মিথ্যার গ্লানি ভরা গোটা সংসারটাই সেদিন ধন্য হ'য়ে যাবে।

বেগে প্রস্থান।

মিসেস। শিলা! শিলা!

মুখার্জীর প্রবেশ।

মুখা। Hush।

আগাইয়া গেলেন;

মিসেস। ওগো, শিলা যে চলে গেল?

বলিতে বলিতে প্রায় সিঁড়ির দরজা পর্য্যন্ত চলিয়া গেল

মুখা। যেতে দাও গেল যারা—ওকে ডেক না। She has heard

the trumpet call of her magnificent deity of love! প্রেমের বাঁশী—কথাটার মানে বোঝ?

মিসেস। কি বলছ তুমি? মেয়ে যে রাগ করে চলে গেল?

মুখা। অতীত যুগে একটা গোয়ালার ছেলে নদীর ধারে গাছতলায় বসে বাঁশী বাজাত, আর ছুটে যেত গৃহকাজ ফেলে যত ব্রজবালা—

মিসেস। মানে?

মুখা। মানে তোমার মেয়ের প্রেম হয়েছে—

মিসেস। হ্যাঁ. ঠিক কচ্ছি ওর প্রেম! আঃ সর···মেয়ে যে চলে গেল!

মুখা। সে গেছে তার ঠিক জায়গায়। তুমি কোথায় যাবে?

মিসেস। ঠিক জায়গায় মানে—কোথায়?

মুখা। প্রবীরের কাছে।

মিসেস। ঐ প্রবীর ওর মাথা খাচ্ছে—আজ থেকে ওকে ঢুকতে দেবনা। এ বাড়ীতে ওর ঠাঁই নেই।

মুখা। Exactly so my darling! এ বাড়ীতে ওর ঠাঁই নেই! অর্থ, প্রতিপত্তি, বালীগঞ্জের পাঁচতলা বাড়ী, সমস্ত ভুলে গিয়ে শুধু ভালবাসার জন্যেই যারা ভালবাসতে জানে তাদের এ বাড়ীতে ঠাঁই নেই। ওদের আমরা farewell দেব···কি বল? মালা পরিয়ে শাঁক বাজিয়ে—

মিসেস। দেখ, যখন তখন তোমার ও পাগলামি আমার ভাল লাগে না···আমি স্পষ্ট কথা বলছি, প্রবীরের সঙ্গে আমি আর শিলাকে মিশতে দেব না। প্রবীর এ বাড়ীতে আসতে পাবে না—এ বাড়ীতে আসবে শুধু লালমোহন।

মুখা। লালমোহন! মানে লালু! সে কে?

মিসেস। লোহাওলা—বড় লোক—

মুখো। লোহাওলা—! ওঃ! বড় মজবুদ লোক ত!

লালমোহনের ব্যস্ত হইয়া প্রবেশ।

লাল। মিসেস্—

মিসেস্। শিলা চলে গেল?

লাল। না, যায়নি—!

মিসেস্। তাকে ধরে রেখেছ?

লাল। আমি ধরতে পারিনি—

মিসেস। তবে?

লাল। ধরেছে ঐ ছোকরা—

মিসেস। প্রবীর?

লাল। হ্যাঁ—আমি ধরতুম, কিন্তু আমার আগেই—

মিসেস্। কোথায় তারা?

লাল। নীচে। আমাকে দেখিয়ে···কি বলব মিসেস···আমার সাম্‌নে ঐ ছোকরা খপ্ করে মিসের হাত ধরে ঘরে ঢুকে গেল!

মুখো। তুমি কি করলে?

লাল। আমি দাঁড়িয়ে রইলুম।

মুখো। তাহ'লে সেই গয়লার ছেলেটা, যে বাঁশী বাজায়···সে নীচে বসেছিল।

লাল। গয়লার ছেলে? ঐ ছোকরাটা কি তবে গয়লা? তবে যে মিসেস্ বল্‌লেন—জমীদার! ছিঃ ছিঃ—

মিসেস্। না—না শোন কেন?

মুখো। শোন—এদিকে এসো।

লালমোহনের কাছে আসিল;

সিগারেট আছে ?

লালমোহন সিগারেট দিল

তোমার সঙ্গে একটা জরুরি কথা আছে, অত্যন্ত জরুরি—

লাল। বলুন।

মুখা। হাল্‌কা ভাবে নিয়ো না, খুব মনোযোগের সঙ্গে শুনবে··কারণ বিষয়টা অত্যন্ত গুরুতর।

লাল। বলুন, আমি সমস্ত মন প্রাণ ঢেলে শুনছি···বলুন কি কথা ?

মুখা। সে কথাটা হচ্ছে এই যে, তুমি একটী আস্ত Idiot—

লাল। তার মানে—

মুখা। সহজ কথার মানে বুঝতে কষ্ট হয় বলেই তুমি মস্ত Idiot.

লাল। মানে ?

মুখার্জী লালমোহনের মুখে ধোঁয়া ছাড়িয়া প্রস্থান করিল।

মিসেস্। আঃ কি কর ? ভদ্রলোককে এমন ক'রে বিব্রত—

লাল। আমি চল্লুম—

মিসেস্। কিছু মনে কর্ব্বেন না আঢ্যি মশাই—। উনি হচ্ছেন শিলার বাবা—।

লাল। মিষ্টার ? Father ?

মিসেস্। হ্যাঁ, আধ-পাগলা লোক ; কোথায় চলে গিয়েছিলেন, কোন খোঁজই ছিল না। আজ আবার এলেন পাঁচ বছর পর। তাইত বল্‌ছি···কি কষ্টের ভেতর দিয়েই না ঐ মেয়েটীকে মানুষ করেছি···সেই মেয়ে আমার পর হয়ে যাচ্ছে ! কি হবে বাবা ?

লাল। তাইত ! কি করি মিসেস্ ? আপন করবার কোন উপায়ই দেখছি না। যতক্ষণ ঐ ছোঁড়াটা—

মিসেস। ঐ প্রবীরকে তাড়াতে হবে।

লাল। সে আমি এখুনি পারি; সে প্যাচ আমার জানা আছে, বুদ্ধিতে আপনার এই ছেলের কাছে আর ঐ হোঁতকা ছোঁড়াটার পারতে হয় না! এক ঢিলে দুই পাখী মারবো মা—

মিসেস। সে কি রকম?

লাল। শিলা মানে মিস্ মুখার্জ্জীকে সরাসর একেবারে কাশীপুরের বাগানে নিয়ে তুলব—মুখে কাপড় বেঁধে।

মিসেস্ আঁৎকে উঠিলেন।

সে আপনি কিছু ভাববেন না। ছোঁড়াটা ওর পাত্তাই পাবে না।

প্রবীরের প্রবেশ।

প্রবীরকে দেখিয়াই দুজন চুপ করিয়া গেল। প্রবীর মিসেসের কাছে আগাইয়া আসিয়া বলিল—

প্রবীর। দেখুন, শিলা অন্যায় করেছে! আপনার সঙ্গে তার ব্যবহার অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে, সে অনুতপ্ত…সে লজ্জায় আপনার কাছে আসতে পারছে না। শিলা—

শিলার প্রবেশ।

প্রবীর তাহার হাত ধরিয়া মিসেসের সামনে টানিয়া আনিল; পরে বলিল—

প্রবীর। ক্ষমা চাও শিলা।

শিলা ইতস্ততঃ করিল, পরে মার কাছে গিয়া

শিলা। আমায় ক্ষমা কর মা, আমি অন্যায় করেছি—

মিসেস্ মুখ ফিরাইয়া লইলেন ; উত্তর দিলেন না। শিলা প্রবীরের দিকে চাহিল, আস্তে আস্তে প্রবীরের কাছে আসিল—প্রবীর তাহাকে লইয়া হলঘরের দরজার দিকে চলিয়া গেল।

লাল। দেখলেন !

মিসেস। দেখলাম।

লাল। যত নষ্টের মূল ঐ—

মিসেস। জানি !

লাল। কিছু ভাববেন না। এখ্খুনি সব সায়েস্তা ক'রে দিচ্ছি···

চলিয়া যাইতে উদ্যত ;

মিসেস। কোথায় যাচ্ছেন ?

লালমোহন ফিরিয়া আসিয়া মিসেসের কানে কানে কি যেন বলিল ; পরে প্রকাশ্যে···

লাল। পনেরো মিনিট, পনেরো মিনিটের মধ্যে সব সাফ্—

মিসেস। (ভয় পাইয়া) কিন্তু !

লাল। ভয় পাবেন না—, আপনি শুধু দাঁড়িয়ে দেখুন আমি কি কাণ্ডটা করি। একটা টেলিফোনের ওয়াস্তা শুধু—একটা টেলিফোন—

প্রস্থান।

মিসেস। (যাইতে যাইতে) কোন বিপদ হবে না তো বাবা,—না হয় থাক্ এখন, পরে যা হয়—

অনুসরণ।

দৃশ্য ঘুরিয়া গেল। হলঘরে শিলা ও প্রবীর।

প্রবীর। শিলা—শিলা—

শিলা। আমি আর পারছি না প্রবীর, আমায় এখান থেকে যেতেই হবে···যেখানে হোক্···এই নরককুণ্ডে আমি আর থাকৃতে পার্চ্ছি না।

প্রবীর। ভয় কি···আমি তোমায় নিয়ে যাবো।

শিলা। তুমি?

প্রবীর। অনুমতি দাও, তোমায় নিয়ে যাই আমার ঘরে···ঘরের লক্ষ্মী করে—

শিলা। প্রবীর!

প্রবীর। তোমাকে ছাড়া আমার চলতে পারে না, তোমাকে আমি চলার পথে সঙ্গীরূপে চাই।

শিলা। প্রবীর, এ যে আমি ভাবতে পারি না! তুমি আমায় নিয়ে যাবে তোমার ঘরে বধূরূপে? এত সুখ, এত আনন্দ, এ যে আমি কল্পনাও করতে পারি না! ওগো বলো, তুমি পারবে এখান থেকে আমায় মুক্ত করে নিয়ে যেতে?

প্রবীর। নিশ্চয়। ভালবাসার পথ ফুল বিছানো নয়···তা আমার জানা আছে। বাধা আমি মানিনা—আমি চাই···এই চাওয়াই আমার অধিকার।

শিলা। কিন্তু বিপদ আপদ তুচ্ছ করে পাঁক থেকে যাকে তুলে আনবে, সেও যে পঙ্কিল হবে না, তারও গায়ে যে পঙ্ক চিহ্ন লাগবে না··· তাই বা কি করে জানো? (রাতের আঁধারে যাকে বাইরে নিয়ে এলে, দিনের আলোয় চোখ মেলে চেয়ে হয়তো তাকে দূরে ছুঁড়ে ফেলতে হবে!)

প্রবীর। (না···কিছুতেই না) আমি জানি, পাঁক তুলব ব'লে আমি পাঁকের ভেতর হাত ডোবাইনি, পাঁকের ভেতর থেকে আমি তুলে আনছি অম্লান পঙ্কজ। মিছামিছি কথার জাল বুনে লাভ নেই শিলা। আমার

শুধু ঐ এক কথা, আমি তোমায় চাই—তোমার অনুমতি পেলে…তোমার বাবাকে বলে আজই—

শিলা। আজই কি ?

প্রবীর। বলেছি তো, আমি প্রস্তুত।

শিলা। প্রবীর, my chivalrous knight !

প্রবীরের মুখের দিকে অবনত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

প্রবীর ! প্রবীর ! তুমি যেন এসেছ রূপকথার রাজপুত্রের মত দৈত্যপুরী থেকে আমাকে উদ্ধার করতে। তোমায় কি দিয়ে বরণ করি ! এখানে যখন কিছু নেই…তখন—তখন—

প্রবীর। …তখন রয়েছে ঐ অজস্র রজনীগন্ধা—

হাতে দেখাইয়া দিল।

শিলা। রজনীগন্ধা—রজনীগন্ধা—নিশীথ চাঁদের বধূ ঐ রজনীগন্ধা—

গান

চলো রজনী গন্ধার বনে
অতি নিভৃতে নিরজনে।
প্রিয়তমে লয়ে পাশে, মধু মাধবিকা হাসে—
মৃদু সৌরভ ভাসে, উতল দখিন সমীরণে।

গানের শেষ দিকে দৃশ্য ঘুরিল। উভয়ে ছাদে আসিল। ছাদে চাঁদের আলোয় ভেজা অজস্র রজনীগন্ধা ; একধারে টবে একটি বুনো ফুলের গাছ।

শিলা। উঁহু, রজনীগন্ধা নয়—

বুনো গাছের কাছে গিয়ে

দেখেছ ?

প্রবীর। কি ফুল ?

শিলা। নাম জানি না—শিলং থেকে আমার এক বান্ধবী এই বুনো গাছের চারা এনেছিল—এতে শুধু একবার ফুল ধরে···আর ধরে না। ফুল দিয়েই গাছ মরে যায়। এর নাম দিয়েছি আমি বনমল্লিকা।

ফুল তুলিল ;

প্রবীর। তুললে !

শিলা। আমার বনমল্লিকা বৃন্তের এই প্রথম ফুল, এই এর শেষ ফুল। এই ফুলটী তোমায় দিলুম।

বোতামে পরাইয়া দিল

প্রবীর। আর তোমায় আজকের দিনে কি দেব শিলা ?

শিলা। তোমার মন যা চায়—

প্রবীর। তোমার জন্যে রয়েছে সতী কঙ্কাবতীর এই কণ্ঠমালা। নেবে ?

শিলা। সতী কঙ্কাবতীর কণ্ঠমালা !

প্রবীর। আমাদের অতসী গাঁয়ের সতী-লক্ষ্মী ছিলেন কঙ্কাবতী। মুমূর্ষু স্বামীকে যমের হাত থেকে ফিরিয়ে আনতে তিনি দেবী প্রতিমার মত গঙ্গার জলে মিশে গিয়েছিলেন। আজও সেই সতী কঙ্কাবতীর ঘাটে দশ বিশ গাঁয়ের এঁয়োরা প্রণাম করতে আসেন।

শিলা। আশ্চর্য্য কাহিনী—

প্রবীর। একদিন সতী কঙ্কাবতীর সব কথা তোমায় বলব শিলা। আজ আমাদের জীবনের এই পরম লগ্নটাকে অক্ষয় করে রাখতে চাই, সতী কঙ্কাবতীর এই কণ্ঠমালাটি তোমায় পরিয়ে দিয়ে।

শিলার প্রণাম।

এই মালা অক্ষয় কবচের মত আমার মা একদিন আমায় পরিয়ে

দিয়েছিলেন ; এই অক্ষয় কবচে বেঁধে রাখলুম আমার জীবন-সঙ্গিনীকে।

মাল্যদান ;

আমার গৃহে রয়েছে সতী কঙ্কাবতীর হাতের বালা। সিঁদুর কৌটায় রয়েছে সেই সতী সীমন্তিনীর সিঁথির সিঁদুর। মায়ের সাধ ছিল, তাঁর পুত্রবধূকে সেই বালা আর সিঁদুর দিয়ে বরণ কর্ব্বেন। মা নেই ; আমার গৃহে যখন যাবে তুমি—সেই কাঁকণ আমি তোমায় পরিয়ে দেব শিলা।

শিলা। প্রবীর !

প্রবীর। বাইরের অনুষ্ঠান নেই, পুঁথীর মন্ত্রপাঠ নেই—তোমার ফুল …আমার মালা—আজ এই আমাদের বিবাহ শিলা !

শিলা। হ্যাঁ—আকাশে শুক্লাদশমীর চাঁদ পৌরহিত্য করল… আমাদের দুটি হৃদয় প্রেমের মন্ত্র উচ্চারণ করল—এই আমাদের বিবাহ প্রবীর !

গান

ওগো সুন্দর প্রিয়তম
জীবন দেবতা মম,
আমি হব অনুগামী
তব পিছে ছায়া সম।
মোর বাঁশী বাজে যবে
তুমি হয়ো তার সুর—
মোর পুষ্পিত উপবনে
হয়ো গন্ধ মধুর—

পরস্পর বাহুবন্ধনে আবদ্ধ হইল—শিলা গান ধরিতে দৃশ্য ঘুরিতে আরম্ভ করিল। পাশের ঘরে লালমোহন, গুণ্ডার দল ও মিসেস্ মুখার্জীকে দেখা গেল। তাদের কথা কাটাকাটি···নেপথ্যে শিলার পূর্ব্বোক্ত সঙ্গীত সুস্পষ্ট ভাসিয়া আসিতে লাগিল।

লালমোহন। এরা শিলাকে হঠাৎ আক্রমণ করে চোখে মুখে কাপড় বেঁধে ট্যাক্সিতে তুলে নিয়ে যাবে—সোজা কাশীপুর আমার বাগান বাড়ীর সামনে! আমি তার আগেই আমার ঝক্‌ঝকে Two seater গাড়ীতে চেপে কাশীপুর গিয়ে থাকব—আর যাঁহাতক ওদের ট্যাক্সি সেখানে পৌঁছুবে···অমনি আমার লোকজন নিয়ে শিলাকে উদ্ধার করে সোজা বাগানবাড়ীতে তুলব।

মিসেস্। এইসব গুণ্ডারা আমার শিলাকে আক্রমণ করবে! আপনি বলছেন কি আট্যিবাবু—!

লাল। আপনি ঘাবড়াবেন না মিসেস্। অনেক নাটক নভেলে পড়েছি—রমণী উদ্ধারকারী বীরপুরুষকে ভজনা করে থাকে। এ ক্ষেত্রে আমিই স্বয়ং হব, সেই উদ্ধার কর্ত্তা বীরপুরুষ। ওহে, তোমরা চল না হে! বলি, নন্দুয়াটা গেল কোথায়?

মিসেস্। নন্দুয়াও এসেছে!

লাল। হ্যাঁ—এসব কাজে কি ওর জোড়া আছে কলকাতায়? ও নন্দুয়া, কোথায় গেলি? ওই শুনুন—গান হচ্ছে! শিলা ঐ বখাটে ছোঁড়াকে কেমন দিব্যি গান গেয়ে শোনাচ্ছে! ওঃ, এও আমায় বরদাস্ত করতে হবে! না, খুনি ওকে···ঐই নন্দুয়া—

নন্দুয়ার প্রবেশ।

নন্দুয়া। কি আট্যিবাবু! চিল্লাচ্ছ কেন?

লাল। তুই এত দেরী কর্‌লি—

নন্দু। আরে, ঘাবড়াচ্ছ কেন? চল না আঢ্যিবাবু, আমি এক মিনিটে কাজ সাবাড় ক'রে দিচ্ছি, চল—

মিসেস্। না—না, শিলা আমার কথা শোনেনি সত্য; কিন্তু আপনি একবার তাকে নিজে অনুরোধ করে দেখুন বাবা, এ সব ঝামেলার আগে নিজে একবার চেষ্টা—

নন্দু। আঃ, কি বকছ চামেলী বিবি! নিজে জান না, ও চেষ্টা ফেষ্টায় কিছু হয় না; বুনো পাখীকে জোর করে ধরে বুলি বোলাতে হয়। অমন আমি ঢের দেখেছি!·· চল আঢ্যিবাবু।

মিসেস্। নন্দুয়া! তুই ঐ মেয়েটার উপর জুলুম করবি?

নন্দু। আরে, ভাবছ কেন? আমি আছি, কিছু হবে না, আমি ওকে মানুষ করিনি? ফুলের মত তুলে নিয়ে যাব, গায়ে আঁচড়টি লাগবে না।

লাল। চল,···হ্যাঁ, সদরে ট্যাক্সি রেখেছ?

নন্দু। সে আর তোমায় বলতে হবে না—ট্যাক্সি দু'খানা তৈরী, বাড়ীও ঘিরে ফেলেছি। এই কেষ্টা, তুই বাঁয়ের ফটকে যা। হারান, মনুকে নিয়ে তুই থাক্ ওই বারান্দার কোনটাতে। কোন রকমে শিকার পালায় তো সব শালাদের মাথা নেব...হ্যাঁ।

(মুখার্জীর প্রবেশ)

মুখা। তোমরা কারা? ওঃ, এখানে এ সব কি কর্চ্ছ বাবা লোহারাম?

লাল। আপনি—

মুখা। আমি খুঁজছি—উমাকে।

নন্দুয়াকে দেখিয়া

ও···তুমি—তুমি—

মন্দুয়াকে একদৃষ্টে দেখিলেন—পরে চারিদিকে চাহিয়া সকলকে দেখিলেন—
বলিতে বলিতে চলিয়া গেলেন—ওঃ ওঃ।

লাল। যাক্, সরেছেন; ওঁকে মানে Father-কে দেখলে কেমন যেন ভয় লাগে।

নন্দু। আরে, ভয় কি, মুখুজ্যি পাগলা আছে।

লাল। আমি যাই, কাশীপুরের বাগানে একটা টেলিফোন করে দিয়ে আসি।

প্রস্থান।

বংশীর প্রবেশ।

নন্দু। এই যে, এসেছিস বেটা! আয়…আয়…আমি রইলুম সিঁড়িতে তুই থাকবি এই বারান্দায়…বুঝসি বংশী!

প্রস্থান।

বংশীর নাম শুনিয়া বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টার ন্যায় মিসেস্ চমকিয়া উঠিলেন।
তাহার কাছে ছুটিয়া আসিলেন।

মিসেস্। বংশী! তুই বংশী!—

বংশীর মুখের কাছে মুখ আনিল

বংশী। আজ্ঞে, হ্যাঁ—হ্যাঁ—।

মিসেসের আনন্দোৎফুল্ল মুখ সহসা শাদা হইয়া গেল। সভয়ে পিছাইয়া গেলেন।

মিসেস্। কেন এসেছিস এখানে! চলে যা—চলে যা—চলে যা—

দৃশ্য ঘুরিয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত ছাদে প্রবীর ও শিলা।

মুখার্জীর প্রবেশ।

মুখ। উমা—উমা—

শিলা। বাবা—

মুখা। এই যে প্রবীর, তুমি আছ ! বাঁচলুম ! যাও, শিগ্‌গির শিলাকে নিয়ে—হ্যাঁ ভাল কথা—ওঃ তুমি ভালবাস ওকে তাই নয় ? পাশে দাঁড়িয়েছিলে…ঠিক যেন আমার হর পার্ব্বতী—

শিলা। বাবা, আমাদের তুমি আশীর্ব্বাদ কর…আমাদের বিয়ে হয়ে গেছে—

মুখা। অ্যাঁ ! বিয়ে হয়ে গেছে ! আমার হর পার্ব্বতীকে সামনে রেখে আজ নিজে আমি আশীর্ব্বাদ করব !…ভাবতে পারি না—ওঃ আমার মাথা ঘুরছে,…আমার মাথায় রক্ত উঠ্‌ছে,…উমা—উমা—পালা—পালা—শিগ্‌গির—

শিলা। আশীর্ব্বাদ কর বাবা,—আশীর্ব্বাদ কর—

মুখা। ওরে, দুঃখকে তোর' ভয় করিসনে। এর চেয়ে বড় আশীর্ব্বাদ আমি জানিনা—পালা—পালা—

নেপথ্যে কোলাহল।

প্রবীর। কেন ? কি হয়েছে !

মুখা। ওরা গুণ্ডা দিয়ে বাড়ী ঘিরে ফেলেছে। আমার মাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে—

প্রবীর। সে কি ! পুলিশকে—

মুখা। না, ওই এসে পড়ল, পালাও তোমরা…পালাও—

শিলা প্রবীর অগ্রসর হইতেছিল—মুখার্জী সেদিককার দরজা বন্ধ করিয়া টর্চ্চ দিয়া অন্য দরজা দেখাইলেন…

মুখা। No ! No ! This way—Buck up Babies ! This way—this way—

শিলা প্রবীর বাহির হইয়া গেল ; পশ্চাতে দরজায় করাঘাত ও বহুকণ্ঠের কোলাহল, মুখার্জ্জী প্রাণপণে দরজা পিঠ দিয়া চাপিয়া ধরিয়া উদ্‌ভ্রান্তভাবে বলিতে লাগিলেন :

মুখা। চলে গেল—গিরিপুরী শ্মশান ক'রে উমা আমার চলে গেল ! উমা ! উমা !…

চারমাস পরে

মিসেস্ মুখার্জ্জীর বাড়ীর সেই হলঘর। মিসেস্ টেলিফোন করিতেছিলেন।

মিসেস্। Yes, Speaking. গ্লোব নার্শারী ?…ফুলের অর্ডার… আমার এখান থেকে ! জানিনে তো !…ফুল পাঠিয়ে দিয়েছেন ?… আচ্ছা দেখছি!

(ফোন ছাড়িয়া দিলেন)

নাঃ, নীচের টেলিফোনটা তুলে দিতে হবে দেখছি ! আমায় না জানিয়ে—যখন তখন ফুলের অর্ডার্।

(বালক ভৃত্য বিব্বুর ফুল লইয়া প্রবেশ)

মিসেস্। এত ফুল কোত্থেকে আন্‌লি—

বিব্বু। সা'ব পাঠিয়ে দিলে—

মিসেস্। কেন ?

বিব্বু। বল্‌লে…দিদিমণি কত দিন পরে আসছে, ঘর সাজাতে হবে।

মিসেস্। আর সাজাতে হবে না, রেখে দিয়ে চলে যা—যত সব জঞ্জাল !

মুখার্জ্জীর প্রবেশ।

ফুল দিয়ে নাকি ঘর সাজাতে বলেছ ?

মুখা। বলব না—আজ চার মাস পরে আমার শিলা প্রবীর—আমার —হর পার্ব্বতী ফিরে আসছে, গিরিপুরীর পাথরে পাথরে আজ ফুল ফুটে ওঠে না কেন ? উমা আসছে—আমার উমা ! দেখ, সে যখন এখানে— এই বাড়ীতে তার রাঙা পা দু'খানি ছুঁইয়ে যাবে…তখন এখানে ফুল ফুটবে না—!

মিসেস্। ফুটবে বৈকি! পায়ের ছোঁয়ায় ফুল ফুটবে না!—হতভাগী! কত দুঃখ কষ্ট সইছে…কে জানে?

মুখা। না, না, দুঃখ পাবে কেন! ওরা সুখে আছে। হ্যাঁ—কি বললে শিলা তোমায় টেলিফোনে?

মিসেস্। বললে…মা, কলকাতা ছেড়ে আজ আমি প্রথম যাচ্ছি আমার শ্বশুরের ভিটেয়, দেশে। যাবার আগে তোমাদের দুজনকে প্রণাম জানিয়ে যাব।—ভারি অনুগ্রহ!

মুখা। আমরা—আমরা কি আশীর্ব্বাদ করব চামেলী? মেয়ে জামাইকে কি বলে আশীর্ব্বাদ করব?

চামেলী। তুমিই জানো।

মুখা। আমি বলব, তোমাদের লক্ষ্মীর সংসারে কখনো যেন বিষাদের ছায়া না পড়ে,…যেন একটী অনাগত শিশুর কল-কাকলীতে তোদের সংসার মুখরিত হয়ে ওঠে! আর বলব…কত কি কথা বল্‌তে চাই ওদের…অথচ সময়কালে কিছুই গুছিয়ে বলতে পারব না হয়ত!

নীচে হর্ণের আওয়াজ।

ওই—ওই বুঝি ওরা এল! এস, আমরা ওদের অভ্যর্থনা করি—

হঠাৎ ফিরিয়া;

ঐ যাঃ, তোমার সঙ্গে কথায় কথায় বেলা বয়ে যায়; এদিকে আমার কাজ বাকী আছে যে—কাজ বাকী আছে।

প্রস্থান।

চামেলী। কোথায় যাচ্ছ, কি কাজ পড়ল তোমার এখন?…

বারান্দা

শিলা। চলতো বিব্বুলাল, ও গুলো ঘরে রেখে এসো—

শিলার হাত হইতে দু'টা প্যাকেট পড়িয়া গেল;

শিলা কুড়াইতে গেল…প্রবীর বাধা দিল।

প্রবীর। থাক্—খুব হয়েছে কর্ম্মবীর!

প্যাকেট তুলিয়া লইল।

শিলা। ওই যা! মায়ের নমস্কারী শাড়ীখানা দোকানে ফেলে এলেছ ত?

প্রবীর। না গো না, ফেলে আসিনি—আমি নিয়ে এসেছি—

শিলা। তবু ভাল, তোমার যে ভুলো মন···আমি ভাবলুম দোকানে ফেলে এসেছ বুঝি!

দৃশ্য ঘুরিয়া গেল। হলঘর। একরাশ জিনিষ পত্র লইয়া
প্রবীর, শিলা ও বিব্বুর প্রবেশ।

শিলা। রাখ বিব্বু, জিনিষগুলো এইখানেই রাখ।

চামেলীর প্রবেশ।

চামেলী। শিলা!

শিলা। মা। মাগো—

প্রণাম।

দেখ মা তোমার জন্যে এই শাড়ী—

চামেলী। দেখব'খন···পাগলী মেয়ে,বোস্। একটু জিরো···আমি আস্‌ছি ···বোসো বাবা, এথ্‌খুনি তোমাদের চায়ের জলটা চাপিয়ে দিয়েআসছি।

প্রস্থান।

প্রবীর। (দেওয়ালে ছবি দেখিয়া) বাঃ···চমৎকার!

শিলা। কি! ও তো আমি আর বাবা!

প্রবীর। তুমি আর তোমার বাবা!

শিলা। হ্যাঁ, বাবার অনেক আগের চেহারা; বাবার কোলে শুয়ে রয়েছি আমি। মনে পড়ে, বাবার মুখে কতদিন শুনেছি, ছেলে বেলায়

বাবার কাছে না শুলে আমার নাকি ঘুম হোতো না; তিনি আমায় কোলে নিয়ে 'ঘুমো' 'ঘুমো' বলে গায়ে মাথায় হাত বুলাতেন···তবে আমি ঘুমুতুম। ওই তো সেই ছবি। এই চার মাস আমরা এখানে ছিলুম না, বাবা এই ছবি এঁকেছেন।

প্রবীর। তোমার বাবা এঁকেছেন?

শিলা। জানো না, আমার বাবা যে মস্ত বড় শিল্পী—Art Exhibition-এ বাবা এককালে কত প্রাইজ পেয়েছেন। আজকাল আঁকেন না··· তাই—

প্রবীর। কেন আঁকেন না?

শিলা। ডাক্তারের বারণ, চোখের অসুখ আছে কিনা! বাবার জন্যে মাঝে মাঝে এমন ভয় হয়···সে আর তোমায় কি বলব! ডাক্তারে কি বলেছে জানো?

প্রবীর। কি?

শিলা। বাবা হঠাৎ অন্ধ হ'য়ে যেতে পারেন—

প্রবীর। তাই নাকি?

শিলা। অনেক কাল আগে টাইফয়েড হয়···সেই থেকে Brain, চোখ দুই-ই affected হয়। হঠাৎ কোন shock পেলে—দৃষ্টিশক্তি চিরদিনের মত নষ্ট হ'য়ে যেতে পারে, একেবারে পাগলও হ'য়ে যেতে পারেন। যদি—যদি কথনো তেমন কিছু ঘটে···

প্রবীর। যাতে তেমন কিছু না ঘটে আমাদের তাই করতে হবে শিলা। ওঁকে আমরা দুটীতে মিলে বাইরের সমস্ত সঙ্ঘাত থেকে আড়াল করে রাখব।

শিলা। পারবে?

প্রবীর। নিশ্চয় পারবো; দুটী নর নারীর সুস্থ সবল ভালবাসা দিয়ে…। আমি বিশ্বাস করি, তোমার আমার ভালবাসা…তোমার বাবাকে বাঁচিয়ে রাখবার পক্ষে যথেষ্ট।

শিলা। দেখ, দেশে গিয়ে বাবাকেও আমি খুব শীগ্‌গির আমাদের কাছে নিয়ে যাবো। ওঁকে দূরে রাখতে আমার মোটেই ভরসা হয় না।

প্রবীর। বেশ তো! আজ রাত্রের গাড়ীতেই আমাদের সঙ্গে—

শিলা। না, আজ কি ক'রে বাবার যাওয়া হবে! আমরা ওখানে গিয়ে একটু গোছ গাছ ক'রে নেব; নিজের হাতে আমাদের ভবিষ্যৎ-জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষার নীড়টী রচনা করব…তারপর বাবাকে চিঠি দেব।

প্রবীর। শিলা, তোমার কথা শুনে মনে আমার কত যে আনন্দ দিনের ছবি একে একে জেগে উঠছে! আমার সংসারে কল্যাণী বধূরূপে যখন তুমি বিরাজ করবে…অসীম মমতা দিয়ে তোমার কোলের ছোট্ট সন্তানটিকে—

শিলা। যাও—

প্রবীর। কেন শিলা! এতে তো লজ্জার কিছু নেই! নারীকে মহিমময়ী ক'রে তোলে তার মাতৃত্ব! তোমার বুকে যে সন্তান আসছে…

শিলা। আমি যাই—

দরজা পর্য্যন্ত যাইয়া হঠাৎ

বাঃ, কি চমৎকার! ওগো এসো, দেখবে এসো, বাবা কি কাণ্ড করেছেন!

প্রবীর। কি!

কাছে আগাইয়া যাইতে শিলা দরজা চাপিয়া দাঁড়াইল।

শিলা। উঁহুঁ, আগে দেখতে দেব না। চোথ বোজ, নইলে কিছুতে দেখতে দেব না। শিগ্‌গির চোথ বোজ—

প্রবীর চোখ বুজিল…শিলা তাহার চোখে রুমাল
চাপিতে লাগিল। দৃশ্য ঘুরিয়া গেল।

ছাদ। সেখানে ফুল সাজান প্রবীরের প্রস্তর মূর্ত্তি। শিলা তাহাকে মূর্ত্তির
সামনে লইয়া গিয়া চোখের রুমাল খুলিয়া দিল।

শিলা। এইবার দেখ—

প্রবীর। আশ্চর্য্য!

শিলা। বাবা তৈরী করেছেন তোমার এই মূর্ত্তি—

মুখার্জীর প্রবেশ।

মুখা। উমা—উমা—

শিলা। বাবা—

মুখা। দাঁড়া মা, আগে তোদের আশীর্ব্বাদ করে নেই, এই যে এনেছি ধান দুর্ব্বো—

শিলা। ধান দুর্ব্বো—

মুখা। হ্যাঁ, সে বেঁচে থাক্‌লে—ধান দুর্ব্বো দিয়ে তোদের বরণ করত! সে সতী লক্ষ্মী আজ স্বর্গে, তার অভাবে তাই আজ আমি—

শিলা। কার কথা বলছ বাবা!

মুখা। না, কেউ নয়। এ আনন্দের দিনে চোখে জল আসে কেন! চোখে জল আসতে নেই—! কেবল হাসি, কেবল আনন্দ! হাঃ হাঃ হাঃ—আজ আমরা বড় সুখী…না মা?

শিলা। হ্যাঁ বাবা—

মুখা। কিন্তু কই, এই নতুন প্রভাতটীকে অভ্যর্থনা করলি নে মা!

পুরোনো দিন ঝরা পাতার মত উড়ে গেছে…জীবনের ঘাটে নতুন দিন নতুন বছর…নতুন যুগ এসেছে! এ দিনে তোরা উৎসব কর—জীবনের কল্যাণ লক্ষ্মীকে গান গেয়ে বরণ কর মা!

শিলার গান

কুহেলি-গুণ্ঠন খানি
ফেলে দাও অঞ্চল টানি—
দেখি লো চঞ্চলা মুখখানি।
আজ গগনের দূর সীমানায়
অতীত দিনের রঙ্ মুছে যায়
তারই পট-ছায় কে এসে দাঁড়ায়—
কুণ্ঠিত অধরে নাহি বাণী॥

বাদল ফুলদল পরিমল গন্ধ
এনেছ অঞ্চলে ভরিয়া,
মঞ্জীর ঝঙ্কারে তন্দ্রালু ছন্দ
পড়িছে বনতলে ঝরিয়া—
ওগো স্বপ্ন-পশারিণী কল্পরাণী॥

মুখা। উমা, মা আমার—

শিলা। বাবা—

মুখা। কতকাল তোদের দেখিনি! হ্যাঁ মা, এ বুড়ো ছেলের কথা মনে পড়ত না একবারও?

শিলা। তা কি পড়ত না বাবা!

মুখা। তবে আসিস্‌নি কেন মা!

প্রবীর। দেখুন, আমি অনেকবার বলেছি—আর কেন, এইবার চল, বাবার সঙ্গে দেখা করিগে। কিন্তু ওই আসতে চাইত না!

মুখা। আসতে চাইত না! আসবে কেন? উমা শিলা হয়ে গেল যে…পাষাণ শিলা।

প্রবীর। সেদিনও ওকে বলেছি—

শিলা। তুমি বড্ড যা তা বলতে সুরু করেছ! আমার বাবার সঙ্গে আমার কথা হচ্ছে—তার ভেতর তুমি কথা কইবে কেন? যাও বল্‌ছি এখান থেকে।

প্রবীর। আমি যাবো…তুমি যেতে বলছো!

শিলা। হ্যাঁ, বল্‌ছি যাও—

মুখা। আহা থাক্ না—মিছে ঝগড়া ঝাটি—

শিলা। না বাবা, ও ভারি নিন্দুক; এমন সব যা তা বলে…দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছ কি! যাও…এখান থেকে—

প্রবীর। আচ্ছা, যাচ্ছি। কিন্তু দেখুন, এক তরফা শুনে রায় দেবেন না যেন! এর পর ওকে এখান থেকে সরিয়ে দিয়ে...আমার যা বক্তব্য তাও সব শুনতে হবে!

মুখা। আচ্ছা, তাই হবে…তাই হবে…হাঃ হাঃ হাঃ

প্রবীরের প্রস্থান ; দৃশ্য ঘুরিল

হলঘর

হলঘরে আসিয়া প্রবীর দেখিল লালমোহন বসিয়া আছে। তাচ্ছিল্যের সঙ্গে টেবিলে রক্ষিত জিনিষ পত্র নাড়া চাড়া করিতেছে।

লাল। এই যে! নমস্কার—

প্রবীর। তুমি আবার এ বাড়ীতে! সেদিনকার সেই গুণ্ডামীর পর পুলিশ ডাকিয়ে ধরিয়ে দিইনি…এই যথেষ্ট! কোন মুখে আবার এখানে এসেছ?

লাল। (সহাস্যে) আমি তো প্রায়ই এসে থাকি এখানে। বরং শুনেছিলাম, সেই যে চার মাস আগে শিলাদেবীকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন …সেই থেকে আপনারাই নাকি এ বাড়ীতে আর আসেন না! সত্যি নাকি?

প্রবীর। হ্যাঁ, আমরা কিছুক্ষণ আগে এসেছি।

লাল। শিলাদেবী তা হলে বর্ত্তমানে আপনার বাগানবাড়ীতেই থাকেন?

প্রবীর। বাগান বাড়ী নয়, কলকাতায় আমাদের ভাড়া বাড়ী।

লাল। ওঃ…তা বেশ। কত টাকা দিচ্ছেন আজকাল জানতে পারি?

প্রবীর। কিসের টাকা?

লাল। শিলাদেবীকে এবং চামেলীদেবীকে?

প্রবীর। তাতে তোমার প্রয়োজন?

লাল। আছে বৈকি? আপনার দৌড়টা জানতে পারলে আমিও না হয় একবার চেষ্টা করে দেখতুম—

প্রবীর। কি চেষ্টা করবে?

লাল। মানে…বলছিলাম…শিলাদেবীর তো কোন এগ্রিমেন্ট নেই আপনার সঙ্গে! আমরা আর দ্বারিরঞ্জন যদি—

প্রবীর। ফের যদি ইতরের মত ইঙ্গিত কর—এক ঘুঁসীতে দাঁত কটা ভেঙে দেব! যাও…ভাল চাওতো…বেরোও এখান থেকে—

মঞ্চ ঘুরিতে লাগিল।

লাল। আহা, চটছেন কেন? কথাই শুনুন না!

প্রবীর। তোমার মত ইতরের কাছে আমি কোনো কথা শুনতে চাইনা। যাও, বেরোও—

লাল। আচ্ছা, তা হলে শিলাদেবীর সঙ্গে একবার দেখা করেযাচ্ছি।

বারান্দা

প্রবীর। শিলার দেখা তুমি পাবে না।

লাল। তবে যে বললেন, শিলাদেবী এই বাড়ীতেই এসেছেন!

প্রবীর। সে তোমার সঙ্গে দেখা করবে না।

লাল। ওঃ, এই কথা! বেশ তো, দেখা করেন…না করেন. তাঁর মুখ থেকেই শুনব'খন…

প্রবীর। না, সে হবে না, আমার কথাই তার কথা।

লাল। তাঁর মত তো অন্য রকমও হতে পারে—

প্রবীর। না, হতে পারে না—

লাল। বটে! কারণ?

প্রবীর। কারণ শিলা আমার স্ত্রী—

লাল। স্ত্রী! আপনি তাকে বিয়ে করেছেন নাকি?

প্রবীর। হ্যাঁ।

লাল। ওঃ—হোঃ হোঃ হোঃ! শিলাকে বিয়ে করেছেন! হোঃ হোঃ হোঃ

প্রবীর। ওকি! অমন ক'রে হাসছ যে?

লাল। হাসছি! আপনার কাণ্ড দেখে না হেসে থাকা যায়? শিলাকে বিয়ে—হোঃ হোঃ হোঃ—

প্রবীর। আবার!

লাল। (না, আর হাসব না।)…দেখুন, শুনেছি আপনি সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলে। বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, তা ছাড়া দেশেও নাকি ভাল বিষয় আশয় আছে! বিয়েই যদি করেন, তাহ'লে আপনার মত সুপাত্রের জন্যে দেশে কি ভদ্রঘরের সুন্দরী মেয়ের অভাব হত নাকি? কেন এসবের মধ্যে এলেন বলুন তো?

প্রবীর। তোমার কথার অর্থ কি? কি বলতে চাও তুমি?

লাল। বল্‌তে যা চাই সে কি আপনি জানেন না? এতদিন এ বাড়ীতে যাতায়াত…কিছুই শোনেন নি?

প্রবীর। না। কি বলবে তুমি বল—

লাল। চামেলী মুখার্জী কে? কি তার অতীত ইতিহাস…তা জানেন?

প্রবীর। না—

লাল। না জেনেই হুট্ করে শিলাকে বিয়ে ক'রে বসলেন?

প্রবীর। হ্যাঁ, করেছি, তাতে কি হ'য়েছে?

লাল। না…কি আর হবে! তবে লোকে বল্‌বে যে, প্রবীর চৌধুরী ভদ্দর লোকের ছেলে হয়ে বিয়ে করল একটা—

প্রবীর। একটা—?

লাল। বেশ্যার মেয়েকে—

প্রবীর। (জামার গলা ধরিয়া) ইতর…শয়তান, তোমার মুখ আমি ভেঙে দেব! তোমাকে আমি খুন করব!

লাল। (ছাড়াইয়া) আঃ, গেলুম যে! নিজে কেলেঙ্কারী করতে পারেন আর আমরা সত্যি কথা বল্‌লেই দোষ হয়!

প্রবীর। আবার…আবার বলছ ঐ কথা!

লাল। হ্যাঁ, আবারই বলছি! একশবার বলব...আমার যে প্রমাণ আছে।

প্রবীর। কি প্রমাণ আছে বল ; নইলে তোমায় খুন করে ফেলব! বল—

লাল। শুনুন, বলছি। আমার ইয়ার বন্ধুদের কাছে শুনেছিলাম, যাদের জন্মে দোষ আছে···তেমন কোন কোন মেয়েকে তথা কথিত বাপ মা ভাল শিকার জোটাবার আশায় ভদ্র ঘরের মেয়ে বলে চালাতে চেষ্টা করে এবং আর পাঁচজন সত্যিকারের ভদ্র মেয়ের সঙ্গে লেখাপড়াও শিখিয়ে থাকে। সেই কথা শুনে আমি অনেক তরুণ তরুণীর মজলিসে যাতায়াত সুরু করি। নন্দুযা বলে কোন দালালের চেষ্টায় চামেলী মুখার্জীর সঙ্গে ঐ রকম কোন মজলিসে আমার আলাপ হয়। আর তারই চেষ্টায়···মানে Thiough:ত এ বাড়ীতে আমি প্রথম আসি···

প্রবীর। আঃ! তোমার আসল বক্তব্য কি···তাই বল।

লাল। বলছি, একদিন মশায়, আমার কারবারের অর্দ্ধেক অংশীদার গোবর্দ্ধন চামেরিয়া কথায় কথায় কি বললে জানেন?

প্রবীর। কি?

লাল। সেও আমার সঙ্গে এসেছে, বিশ্বাস না হয়···তার মুখেই—

প্রবীর। কি বলবে—আমি তোমার মুখেই শুনতে চাই।

লাল। দেখুন, এ সব তাড়া হুড়োর কাজ নয় ; ঠাণ্ডা মাথায় শুনতে হয়। গোপন কথা···নিরিবিলি বলতে হয়—

প্রবীর। তোমার শয়তানি রাখ, বল!

লাল। আঃ ছাড়ুন মশায়, এভাবে আমি বলতে পারব না। উঃ! আমায় জল তেষ্টা পেয়েছে। দাঁড়ান, মুখে চোখে জল দিয়ে আসি।

প্রবীর। কিন্তু প্রমাণ—

লাল। বলছি মশায়, থামুন না—পালাচ্ছি নাকি ?

প্রবীর। হ্যাঁ, যদি প্রমাণ দিতে না পারবে…এ বাড়ী থেকে জ্যান্ত ফিরতে পারবে না।

লালমোহনের সঙ্গে প্রবীরের প্রস্থান।

দৃশ্য ঘুরিয়া পূর্ব্বোক্ত হলঘর।—শিলা ও মিসেস্ মুখার্জ্জী।

শিলা। এই তোমার নমস্কারী শাড়ী মা! তুমি কালপেড়ে শাড়ী পছন্দ কর; কিন্তু নমস্কারী শাড়ী লালপাড় দিতে হয়। তাই এখানা লাল পাড়…এই তোমার আর একখানা কালপাড়—

মিসেস্। বাঃ, চমৎকার জিনিষ হয়েছে—,

শিলা। আর তোমার জন্য মোরাদাবাদী ফুলদানি এনেছি মা। দেখাচ্ছি—

মিসেস্। মাগো! কত জিনিষ এনেছে আমার পাগলি মেয়ে!

এই বলিয়া পিছনে যাইয়া একটী ছোট জামা তুলিয়া…

এগুলো ফিরে—এসব ছোট্ট জামা—?

শিলা লজ্জিত হইল; মিসেস্ কাছে যাইয়া শিলাকে চুম্বন করিলেন।

শিলা। (লজ্জিত হইয়া) বাবার অ্যালবাম বইখানা কোথায় রাখলুম যেন—

খুঁজিতে লাগিলেন। এমন সময় দরজায় একটা পাগড়ীওয়ালা লোককে দেখা গেল। মিসেস্ চমকিয়া উঠিলেন। সেই পাগড়ীওয়ালাকে সরিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিলেন। পাগড়ীওয়ালা সরিয়া গেল—মিসেস্ শিলার অলক্ষ্যে চলিয়া গেলেন। শিলা ফুলদানি লইয়া মা বলিয়া ডাকিল। মুখ তুলিয়া দেখিল কেহ নাই। মঞ্চ ঘুরিল।

বারান্দা

মিসেস্ মুখার্জী ও বিপুলকায় গোবর্দ্ধন চামেরিয়া।

চামেলী। তুমি এখানে কেন এলে? তোমায় এ বাড়ীতে কে নিয়ে এল।

গোবর্দ্ধন। কেন, লালমণিবাবু নিয়ে এল—

চামেলী। লালমণি?

গোবর্দ্ধন। হাম্‌রা এক কারবারে পার্টনার—হামি আউর লালমণি বাবু। দেখিয়ে চামেলীবিবি, তোমার লেড়কীকে লালমণিবাবুর হাতে দাও—সুখে থাকবে—

চামেলী। আমার মেয়ে রাজী নয়—সে প্রবীরকে ভালবাসে—

গোবর্দ্ধন। ভালোবাসে! ভালবাসার ব্যামোতে কি হয় নিজে জান না? পঁচিশ সাল আগের কথা ভাবো, আমি তোমায় কত টাকা…কত জড়োয়া গয়না দিলাম—আর তুমি আর্টিষ্ট মুখার্জীকে ভালবাসে হামাকে সরিয়ে দিলে!…

চামেলী। তুমি চুপ কর গোবর্দ্ধনবাবু! আমার অতীত জীবনের কথা তুলো না!

গোবর্দ্ধন। কেন তুলবো না। আরে, ভদ্দর পাড়ায় এসে ভদ্দর ইস্ত্রীলোক সাজ…আর লেড়কীকে ইস্কুলে কালেজে পড়াও—যাই করোনা কেন—আসলে তো তোমরা সেই গিয়ে রামবাগান—

শিলার প্রবেশ; তাদের আলোচনার শেষ অংশ শিলার কানে যাইতে শিলার হাতের ফুলদানি পড়িয়া গেল।

দৃশ্য ঘুরিয়া গেল।

হলঘর

মঞ্চ যখন বারান্দা থেকে হলের দিকে ঘুরিতে লাগিল, দেখা গেল—শিলা
টলিতে টলিতে ছাদের দরজার দিকে চলিয়াছে, মিঃ মুখার্জী
দরজা খুলিয়া বাহিরে দাঁড়াইলেন। শিলার অবস্থা
দেখিয়া ডাকিলেন, শিলা—

শিলা। বাবা!

মুখা। শিলা—

মুখার্জী শিলাকে কাছে গিয়া ধরিলেন।

শিলা। শিলা নয়—

মুখা। শিলা।—

মঞ্চ এক মুহূর্ত থামিল না—ঘুরিয়া চলিল। শিলা ও মুখার্জি দরজায় দাঁড়াইয়া
কথা কহিতে লাগিলেন, যখন ছাদের পূর্ব্ব দৃশ্য উদ্ভাসিত হইল, তখন
তাঁহারা আগাইয়া আসিলেন—মঞ্চ ঘুরিয়া চলিল।

শিলা। না, শিলা শুধু নাম, শিলা কারো পরিচয় নয়। আমার... আমার বাবা কে? আমার মায়ের পরিচয় কি?

মুখা। Why! I am your father...and your mother—

শিলা। কে আমার মা—কে আমার মা? স্পষ্ট সহজ কথায় বল, আমার মায়ের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কি? আমি তোমায় চুপ করে থাকতে দেব না...বল তুমি—তোমরা স্বামী স্ত্রী নও? তোমরা বিবাহিত নও?

মুখা। না—

শিলা। তবে আমার জন্ম শুধু লালসায়! আমি তোমাদের উচ্ছৃঙ্খল স্বৈরাচারের বিষফল!

মুখা। শিলা! My poor child!

মঞ্চ ঘুরিতে লাগিল।

বারান্দা

মঞ্চ ঘুরিতেছিল। উত্তেজিত হইয়া প্রবীর প্রবেশ করিল।

প্রবীর। তোমার কথা আমি বিশ্বাস করি না, আর আমায় বিরক্ত করতে এসো না...যাও—নইলে, খুন করে ফেলব!

লাল। রাগ কর্ব্বেন না—কথাগুলো খাঁটি সত্যি, বিশ্বাস করুন আর নাই করুন।

মঞ্চ ঘুরিতেছিল, ঘুরিতে লাগিল—

চামেলীর বাড়ী রামবাগান ছিল, তা প্রমাণ করতে পারি, নন্দুয়া তার সাক্ষী! আর সেই পুরোণো বাড়ীউলী আজও বেঁচে আছে! সকলেই জানে চামেলী মুখার্জ্জীর স্ত্রী নয়, তার রক্ষিতা!

প্রবীর টেবিলে মাথা রাখিল...

পূর্ব্বোক্ত হল

শিলা। আমায় যেতে দাও। কেন, কেন তোমরা আমায় এমন পাপের পথ ধ'রে পৃথিবীতে টেনে আনলে? কি অধিকার ছিল তোমাদের কলঙ্কের টিকা পরিয়ে আমায় পৃথিবীতে আনবার?

কাঁদিয়া ফেলিল।

মুখা। শিলা—

হাত ধরিলেন।

শিলা। হাত ছাড়...আমায় যেতে দাও—

মুখা। No, No, you must not...কোথায় যাবি পাগলি মেয়ে?

শিলা। আমার স্বামীর কাছে...তাঁকে আমার জন্ম-ইতিহাস বলতে—

মুখা। বলবি তাকে ?

শিলা। আমার বলতে হবে…আদ্যোপান্ত সব বলতে হবে।

মুখা। No, you can't…অতীতের সব পাপ আঁধারে ঘুমিয়ে আছে, আঁধারেই থাক্…তাকে জাগিয়ে তুলিস্ নে—

শিলা। আমায় বলতে হবে।

মুখা। কেন বলতে হবে ?

শিলা। কেন ? কেন স্বামীকে আমার জীবনের কথা বলব—সে তুমি বুঝবে না, কারণ তুমি কারো স্বামী নও…আমার যিনি গর্ভে ধরেছেন তিনিও বুঝবেন না, কারণ তিনি তোমার বিবাহিতা স্ত্রী নন্। জীবনে যত পাপ, যত অপরাধ সঞ্চিত থাক্…তার একটি কথাও যেঁাকে লুকানো চলে না, তোমাদের মেয়ে হ'য়েও এ কথা বুঝেছি আমি ; কারণ আমি তাঁর স্বৈরাচারের সঙ্গিনী নই, আমি তাঁর বিবাহিতা স্ত্রী।

প্রবীরের প্রবেশ, মুখার্জীর প্রবীরকে দেখিয়া সভয়ে প্রস্থান।

প্রবীর। ভাবতে পারলুম এ কথা। হাঃ হাঃ হাঃ—Am I going mad ? হাঃ হাঃ হাঃ—

শিলা। ও কি !

প্রবীর। শিলা, কি মজা হ'য়েছে জানো ?

শিলা। কি হ'য়েছে—

প্রবীর। বলছি—বলছি—হাঃ হাঃ

শিলা। অমন পাগলের মত হাসছ কেন ?

প্রবীর। (অপ্রস্তুত হইয়া) ওঃ। But…but it is a day of joy ! আমরা আজ জীবনের স্বপ্ন-কুঞ্জ রচনা করতে যাচ্ছি…আনন্দ তাই উপচে পড়ছে। Let us enjoy, let us sing, let us do something.

শিলা। কি হয়েছে তোমার বলতো? বল?

প্রবীর। কি?

শিলা। কি বলছিলে—

প্রবীর। বলছিলুম! ওঃ! হাঃ হাঃ That's a funny thing! Come dear, let us sing. এস, আমরা একটা গান গাই—

শিলা। কৈ, বললে না ত?

প্রবীর। ঐ scoundrel লালমোহন আঢ্য···ও বলে—

শিলা। কি?

প্রবীর ঘুরিয়া বসিল। শিলার দুই হাত হাতের উপর লইয়া—

প্রবীর। তুমি রাগ করোনা, লক্ষ্মীটি, শুনে নিজেকে এতটুকু অপমানিত বোধ করো না—

শিলা। করব না—বল।

প্রবীর। দেখ, বাইরে ভদ্রতার মুখোস থাকলেও মনে মনে মানুষ যে কতখানি নীচ পশু হ'তে পারে তারই পরিচয় দিল ওই লালমোহন।

শিলা। কিন্তু কি পরিচয় দিল?

প্রবীর। ওই জানোয়ারটা বলে কি শুনেছ? ও বলে তোমার··· মানে···মানে···Please···কিছু মনে করোনা—আমি বিশ্বাস করিনি··· তবে প্রথমটা একটু shocked হয়েছিলাম। Excuse me—আশ্চর্য্য··· তাইত ভাবছিলাম, আমি এ কথা মনে কর্ত্তে পার্ল্লুম কি ক'রে! তুমি রাগ কর্ব্বে না নিশ্চয়—

শিলা। না, তুমি বল—

প্রবীর। ও বলে—তোমার বাবা মায়ের নাকি কোনকালে বিয়ে হয়নি। তুমি নাকি তাঁদের—এ কি! মুখ ফ্যাকাসে হ'ল কেন! তুমি

কাঁপছ কেন? Don't get nervous dearie—he is a brute! Come, let us sing! One, two, three···

শিলা। (একটু বাদে) শোনো—

প্রবীর। উঁহু—you must sing—

শিলা। (তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া) শোন তুমি...লালমোহন মিছে বলেনি···তার কথা সত্যি—

প্রবীর। কি সত্যি?

শিলা। আমার মা বাবার কথা সে যা বলেছে—

প্রবীর। কি বলেছে জান তুমি?

শিলা। হ্যাঁ জানি, কি বলেছে শুনিনি···কিন্তু এইটুকু জানি, সে সত্যি কথা বলেছে। আমার বাবা মায়ের প্রকৃত সম্পর্ককে অতিরঞ্জিত কিম্বা বিকৃত করে বলা চলে না!

প্রবীর। তবে—তবে তুমিও এ সব জানো!

শিলা। হ্যাঁ—

প্রবীর। সব জেনেও আমায় এতকাল এ কথা লুকিয়েছ কেন?

শিলা। না, আগে জান্‌লে কখনো তোমায় এ পাপ-পঙ্কে আমি টেনে আনতুম না।

প্রবীর। আনতে না! এইবারে বুঝতে পেরেছি, কেন তুমি Societyতে মিশেছিলে··(বুঝতে পেরেছি,) কেন তুমি Refined attitude নিয়েছিলে! বুঝতে পেরেছি—আমি বুঝতে পেরেছি—তোমার University Carreer-এর মূলে ছিল কি উদ্দেশ্য!

শিলা। কি?

প্রবীর। University তোমার Education-এর Platform নয়, সে হ'ল তোমার শিকার ধরার Platform.

শিলা। আমি তো শিকার ধরতে যাইনি, আমি যে তোমার বিবাহিতা স্ত্রী—!

প্রবীর। You shut up! বিবাহিতা স্ত্রী! বিবাহ তোমার সঙ্গে আমার হয়নি, হতে পারে না।

শিলা। কি বলছ তুমি? আমাদের বিবাহ অস্বীকার করবে?

প্রবীর। হ্যাঁ করব। প্রতারণাকে ভিত্তি করে বিবাহ হয়েছিল; বালুর স্তূপ ধ্বসে গেছে—প্রাসাদ ধূলোয় মিশিয়ে গেছে! You are no more my wife. তুমি আমার কেউ নও...আমার স্ত্রী মরে গেছে...

প্রস্থানোদ্যত।

শিলা। দাঁড়াও! আমায় তুমি ত্যাগ করে যাচ্ছ...আমাদের বিবাহকে তুমি অস্বীকার করছ, কিন্তু মনে আছে...আমার গর্ভে সন্তান!

প্রবীর। সন্তান—(দুই হাতে মুখ ঢাকিল)

শিলা। আমাদের ভালবাসার কথা তুলব না! ভালবাসার দোহাই দিয়ে তোমায় ধরে রাখতে চাইব না। কিন্তু তুমি আমায় ত্যাগ করে গেলে...কি পরিচয় নিয়ে সে সমাজের সামনে দাঁড়াবে? সেই ফুলের মত নিষ্পাপ শিশু...জগতে কোন অপরাধ সে কর্লে না, কোন প্রাণে তার কপালে এত বড় অভিশাপের চিহ্ন এঁকে দেবে বলত?

প্রবীর। I am helpless, quite helpless, তার মাতৃকুলের পাপের প্রায়শ্চিত্ত তাকে করতে হবে। সন্তান হলে কোন Refuge-এ পাঠিয়ে দিও।

শিলা। না, Refuge-এ পাঠাব না, কিছুতেই না!

প্রবীর। বেশ, তবে নিজে পালন কোরো; টাকার দরকার হয়, খবর দিও!

শিলা। ধন্যবাদ! তোমার দয়ার দুয়ারে হাত পাতবার আগে ভগবান যেন সেই সন্তানকে হত্যা করবার সাহস আমায় দান করেন! আমি যেন তাকে মেরে ফেলতে পারি!

প্রবীর। তোমার পক্ষে তা খুবই স্বাভাবিক!

শিলা। স্বাভাবিক···

প্রবীর। নিশ্চয়!

শিলা। তুমি কি বলছ! মা হ'য়ে আমি আমার সন্তানকে হত্যা করতে পারবো!

প্রবীর। কেন পারবে না! What's motherhood to you? মাতৃত্ব—তোমাদের আবার মাতৃত্ব। You are the venomous offspring of a scoundrel and a vile woman.

দরজা খুলিয়া বাহির হইতে মুখার্জী আসিয়া তাহাকে ধরিলেন।

মুখা। প্রবীর! কোথায় যাচ্ছ তুমি! প্রবীর—প্রবীর—

প্রবীর। আঃ হাত ছাড়ুন!

মুখা। না, আমি তোমায় যেতে দেবনা, কিছুতেই না—কিছুতেই না—

প্রবীর। না, আপনারা আমায় ধরে রাখতে পারবেন না—

মিঃ মুখার্জীর হাত ছাড়াইয়া ঝড়ের মত বাহির হইয়া গেল; মুখার্জী মাটিতে পড়িয়া গেলেন, শিলা আসিয়া তাঁহাকে ধরিল।

শিলা: বাবা—বাবা—

মুখা। উমা!

শিলা। আমি শিলা—

মুখা। ওঃ শিলা—পাষাণ শিলা কথা কইছে ?

শিলা। বাবা—

মুখা। (অন্ধকারে প্রবীরের প্রতিমূর্ত্তির দিকে চাহিয়া) But you my boy! Why you hide yourself in darkness? শিলা এসেছে···তাকে তুমি নাও—

শিলা। কার সঙ্গে কথা কইছ বাবা! সে যে চলে গেছে—

মুখা। No! He is there! (মূর্ত্তি দেখাইলেন)

শিলা। ও যে তোমার তৈরী পাষাণ মূর্ত্তি—

মুখা। Still the stone must speak! রক্ত মাংসের মানুষ পাষাণ হতে পারে, কিন্তু শিল্পীর কল্পনার সৃষ্টি কখনো পাষাণ হ'তে পারে না। You Probir! You my boy, you must say that you will not hate my girl. বল যে তুমি আমার মাকে ঘৃণা কর না। You must not throw this innocent flower on the dust. Probir! Probir!

মূর্ত্তিকে ঝাঁকুনি দিয়া বারবার কাকুতি মিনতি করিতে লাগিলেন।

শিলা। বাবা—বাবা—তুমি কি পাগল হয়ে গেলে! পাষাণ কথা কয়না···এসো...চলে এসো—

মুখা। No,No,...He must speak! You must! You must.···

ঝাঁকুনিতে মূর্ত্তিটি পড়িয়া গিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল, শিলা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। ভাঙ্গা প্রতিমূর্ত্তির একটি টুকরা মুখার্জির হাতে তুলিয়া দিয়া তাহার কোলের উপর কুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

শিলা। বাবা—

মুখা। ঘুমোও মা, ঘুমোও—ঘুমোও—

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

জাপানী চোলাই মদের দোকান

রেকর্ড বাজছে। খদ্দেররা মদ খাচ্ছে। বংশী তাদের এটেণ্ড কর্চ্ছে। ওহার সেতুর উপরে দাঁড়িয়ে আছে…নেপথ্যে কলরব। রেকর্ড থামিবার পর—

জনৈক খদ্দের। Boy—

বংশী। Here sir!

খদ্দের। Cigarette—

। Bringing sir.

সিগারেট আনিতে উদ্যত।

ওহার। বংশী! তুমি কেনো?

জনৈক বয়কে

এই, সাহাবকো Cigarette দাও শোন বংশী—

বংশী সেতুর নিকট গেল

ইলোক কাজ কোরে কিনা টুমি কেবল টাহা ডেখিবে। You are head-waiter…নিজে হাতে জিনিষ আনিবে না।

বংশী। O.k.

নেপথ্যে কলরব।

নন্দুয়া খদ্দের লইয়া আসিল। ওহার নামিয়া আসিয়া রেকর্ড বদলাইয়া দিয়া বংশীকে এক মাতাল খদ্দেরের কাছে যাইয়া তাহার পকেট কাটিতে ইঙ্গিত করিল। বংশী পকেট কাটিয়া ওহারের কাছে আগাইয়া আসিল। ব্যাগ খুলিয়া দেখিল সব অচল টাকা।

বংশী। মাত্র এক টাকা সাড়ে সাত আনা—One Rupee half seven annas! তাও অচল!

ওহারু ব্যাগটি ফেরত দিতে ইঙ্গিত করিল। বংশী ব্যাগটি লইয়া পূর্ব্বোক্ত খদ্দেরের পাশে টাক ওয়ালা খদ্দেরের পকেটে রাখিল। একটু বাদে ব্যাগের খোঁজ পড়িল এবং টাক ওয়ালার পকেট হইতে তাহা বাহির হইতেই তুমুল কোলাহল…

খদ্দের। My big! pick pocket! Police—police!

বংশী। (ওহারুকে) চোলাই মদের কারখানায় পুলিশ ডাকবে? হাঙ্গামা হবে যে?

ওহারু। No! No! Kick him out!

বংশী। তাই ভাল। বেরোও—father টাকু, বেরোও—

সকলে। Get out, get out.

টাককে বাহির করিয়া দিয়া বংশী দরজার পাশে দাঁড়াইয়া রহিল—
নন্দুয়া ও লালমোহনের প্রবেশ।

নন্দুয়া। বসুন আঢ্যিবাবু, একটু ঠাণ্ডা হ'য়ে নিন্। বয়!

বয়ের প্রবেশ, মদ্য দান ও আঢ্যির পান।

আর কিছু ফরমাজ করুন।

লাল। কি ফরমাজ করব—? তুই একটা নেহাৎ 'ভেলুলেস'।

নন্দুয়া। কেন আঢ্যি মশাই, কত ত জুটিয়ে দিলুম।

লাল। তা দিয়েছিস। কিন্তু নন্দুয়া, এক জায়গায় বড় দাগা পেয়েছি—। আমার এই লোহা লক্করের পয়সা সব বৃথাই গেল।

নন্দুয়া। (হাসিয়া) সেকথা আজও ভুলতে পারনি আঢ্যিবাবু?

লাল। হাসছিস্ কিরে? আজ পর্য্যন্ত আঢ্যিবাবু যেখানে লোহার পয়সা ছড়িয়েছে সেখানে সোনা ফলিয়েছে, কেস্ করলুম কেবল ঐ

শিলার কাছে! বুকে খোঁচার মত লাগছে নন্দুয়া, যে আমি ফেল করলুম; যে always মেয়ে মানুষ champion.

নন্দুয়া। তা দুঃখ ক'রে কি করবে—

লাল। কি করব তাই ভাবছি! কি করব···সাত সাতটা বছর হয়ে গেল···তবু ভুলতে পাচ্ছি না···মরমে মরে আছি! চামেলীবিবি পর্য্যন্ত নাকি ওর ঠিকানা জানে না! যদি পেতুম একবার, যত টাকা লাগে···একবার শেষ চেষ্টা—·

নন্দু। আঢ্যি মশাই—

লাল। পারবি নন্দুয়া? তুই তাকে খুঁজে বার করতে পারবি?

নন্দু। ছেড়ে দাও না আঢ্যিমশাই। টাকা যখন আছে নতুন মেয়ের ভাবনা কি? চাও তো অন্য দশ বিশ ডজন এনে দেব। তার আশা ছেড়ে দাও—অনেক ভাল ভাল জিনিষ আনিয়ে দিচ্ছি।

লাল। ভাল জিনিষ···মানে better goods? কিন্তু সে যে আমায় বড় দাগা দিয়ে গেল—

কাঁদিয়া ফেলিল

নন্দু। আঃ কি কচ্ছ আঢ্যি মশাই। এসো, প্রাইভেট ঘরে এসো, পাঁচজনে হাসবে যে! এ বয়! বাবুকে প্রাইভেট ঘরে নিয়ে যাও—

বয়সহ লালমোহনের প্রস্থান। ইতিমধ্যে ওহার ও বংশী
প্রবেশ করিয়া কথা কহিতেছিল।

নন্দু। হ্যাঁরে বংশী—

ওহার চমকিয়া প্রস্থান।

বংশী। Yes, father!

বংশী কাছে আসিল।

নন্দু। তোর ব্যাপারখানা কি ?

বংশী। What ব্যাপার ?

নন্দু। আখের ভাল হবে বলে গুণ্ডার দল থেকে ছাড়িয়ে এনে তোকে ওহারু বিবির দোকানে চাকুরী করিয়ে দিলুম...এখানে এসেও স্বভাব ছাড়লিনে ? পকেট মারছিস...আর ঐ মাগীটার সঙ্গে জুটছিস ?

বংশী। Salary 25 Rupees, পোষায় না...গাঁট কাটলে madam বখরা দেয়।

নন্দু। তোর এত টাকার দরকার কিসের ? চামেলীর কাছ থেকে তো টাকা পাচ্ছিস্ !

বংশী। উঁহু, she not giving.. দেয়না এখন।

নন্দু। দেয়না !

বংশী। না তোমার শেখান মত যখনি গিয়ে বলতুম, আমি সব কথা জানি, ফাঁস করে দেব, অমনি টাকা দিত। কিন্তু একদিন আমায় একা ঘরের ভেতর আট্‌কে—দরজা বন্ধ করে জিজ্ঞাসা করল, বল তুই কি জানিস ! আর বলতে পারিনা। সেই থেকে টাকা দেওয়া full stop...

নন্দু। হুঁ !

বংশী। হ্যাঁ বাবা, ব্যাপারটা কি বল দিকিনি ! আসল কথাটা জানতে পারলে আবার অনেক টাকা বার কর্ত্তে পার্ত্তুম, বলনা বাবা ?

নন্দু। শুন্‌বি—শুন্‌বি—দাঁড়া। হ্যাঁরে, মেয়েটা এখন কোথায় রে ?

বংশী। সে তো ওখানে থাকে না...তার খোঁজ কেউ রাখেই না ! তবে হ্যাঁ—ভাল কথা, দিন দশ পনেরো আগে সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটে একটা ভাঙ্গা বাড়ীতে সেই মেয়েটাকে ঢুকতে দেখেছি মনে হয়—

নন্দু। দেখেছিস ! চামেলীকে বলছিস নাকি !

বংশী। না, আমি একা জানি—

(নেপথ্যে বেল। বংশী Yes Sir বলিয়া প্রস্থান করিতে করিতে ফিরিয়া)

একটা মালদার খদ্দের জোটাতে পার না বাবা! সব বেটার পকেটে কেবল অচল সিকি দুয়ানি। Not moving! ওগুলোর পকেট কেটেও সুখ পাইনে। Yes sir—

(প্রস্থান। নন্দুয়া প্রস্থানোদ্যত, মিসেস্ মুখার্জীর প্রবেশ—চোখে Sunglass)

নন্দু। আরে! চামেলীবিবি! তুমি এখানে?

চামেলী। সাধ করে আসিনি—এসেছি তোর খোঁজে—

নন্দু। বসো—বসো—কি খাবে?

মিসেস্। থাক্, তোর খাতির করতে হবে না। এমনি বেইমান তুই—একবারও দেখিস্নে, আছি না গেছি! খোঁজ নিয়েছিস, দু'বেলা খেতে পাচ্ছি কিনা!

নন্দু। তোমার তো অনেক পয়সা—

মিসেস। সব ফুরিয়ে এসেছে। ভাব দিকিনি কতদিন বসে খাচ্ছি—

নন্দু। মুখুজ্জে কি বলে?

মিসেস্। সে ত পাগল হ'য়ে গেছে। কখন কখন আসে, চাকর বাকর যার কাছ থেকে পায় cigarette চেয়ে নিয়ে চলে যায়। শিলার কথা জিজ্ঞাসা করলে বলে, মরে গেছে—

নন্দু। মরে গেছে!

মিসেস। মিছে কথা! ও আমায় শিলার খবর লুকোতে চায়, শিলাকে ও আর কিছুতে আমার কাছে আসতে দেবে না! শিলাও হয়তো আর আমার কাছে আসতে চায় না; নইলে এই সাত বছর একবার দেখাটি পর্য্যন্ত করলে না!

নন্দু। যাক্‌…যে গেছে যাক্ না!

মিসেস্। কিন্তু বলতে পারিস্, আমার দিন চলবে কি করে? একটা লোক আমায় দেখবার নেই, তুই বুঝবি নে, এ কত বড় অশান্তি। একটা অবলম্বন নেই! তাই এসেছি তোর কাছে—

নন্দু। তার আমি আর কি করব?

মিসেস্। বংশীকে আমায় দে নন্দুয়া—

নন্দু। আরে! কি বলছ বিবি!

মিসেস। আমি মিথ্যে বলিনি—

নন্দু। তা…নাও না! ও তো আর তোমার ফেলবার নয়? কিন্তু ওকে রাখতে পারবে কি?

মিসেস্। বলেই ছাথ না—

নন্দু। হাঁরে…বংশী…

বংশী। Yes father—

বংশীর প্রবেশ।

সেলাম মেম সাব—

নন্দু। শোন্, তোর সাথে কথা আছে—

তিনজনের প্রস্থান;

গাহিতে গাহিতে জাপানী বালিকাগণের প্রবেশ, ওহারু কুর্নিশ করিয়া চেয়ারে বসিল; নাচের শেষে তারা চলিয়া গেল।

মুখার্জী ধীরে ধীরে প্রবেশ করিলেন।

মুখা। এটা কোথায়? এটা মদের দোকান ত? ভাল মদ আছে?

ওহারু। টুমি কি ভাল মদ খাবে?

মুখা। হ্যাঁ—হ্যাঁ, ছেঁড়া জামা কাপড় দেখে ভয় পেয়োনা! টাকা আছে, এই দেখ…নগদ দশ টাকা! খুব ভাল মদ দাও—

ওহারু। উধার চলিয়ে সাব—বহুত আচ্ছা মদ দিবে।

মুখা। তাড়াতাড়ি দাও, গলা শুকিয়ে যাচ্ছে—

ওহারু। চলিয়ে…

মুখা। কতকাল মদ খাইনি! চলো—চলো—

ওহারুসহ প্রস্থান।

বংশীর স্যুট পরিয়া প্রবেশ।

বংশী। মাদাম—মাদাম—

ওহারুর পুনঃ প্রবেশ।

ওহারু। বংশী—

বংশী। Not more বংশী। Now বাঁশরী মুখার্জী! চামেলী মুখার্জী আমায় son করেছে…Belly son নয়…Domestic son! অনেক টাকা পাব—খুব বড় মানুষ হবো! এই ভাখ—এই ভাখ! বাট্‌লার, ভাল হুইস্কি দাও—

ওহারু। Is it! Oh dear, oh dear! হামি আর টুমি এক সাথ থাকিবে।

বংশী। উহুঁ, এক সাথে থাকা হবে না। মাদার আমায় আজই নিয়ে যাবে যে—

ওহারু। What! তুমি হামাকে ছাড়িয়ে যাবে!

বংশী। কি করব ওহারু…what I do? Domestic মা শুনছে না। নইলে তোমায় কি ছাড়তে পারি? তুমি যে আমার প্রেমের দেবী? Oh my heart's she-god!

ওহারু। What! You call me she-goat!

বংশী। Not she goat…goddess…she goddess…come we dance! tra-la tra-la tra-la—

চামেলির প্রবেশ।

ছোড় মাদাম...মাদার কলিং—

দূরে সরিয়া গেল।

। ও বয়ের প্রবেশ।

বয়। সাব—

মুখা। না, আর খাব না—সারা হপ্তা খেটে দশ টাকা রোজগার করেছি, মাত্র পাঁচটী টাকা রইল। এতে পথ্য চলবে! থাক্, মদ চাইনে, আমি যাই—

চামেলী। একি! তুমি এখানে?

মুখা। থাক্, পাঁচটী টাকা···ওরা খেয়ে বাঁচবে!

চামেলী। কারা খেয়ে বাঁচবে?

মুখা। আমার উমা—

চামেলী। শিলা! কোথায় সে?

মুখা। শিলা! তুমি কে?

চামেলী। আমি চামেলী! বল, শিলা কোথায়?

মুখা। রোগের যন্ত্রণায় কাতড়াচ্ছে। মাকে আমার অষুধটুকুন দিতে পারি না—তার জন্তে ঐ দুধের ছেলে খোকা···কি করে জানো? রাস্তায় রাস্তায় পান বিক্রি করে বেড়ায়।

চামেলী। কে খোকা?

মুখা। আমার উমার খোকা···আমার উমার কোলের সোনার চাঁদ খোকা···পথের লোককে হ্যারিসন রোডের মোড়ে···কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ে···লোকের হাতে পায়ে ধরে বলে···"বাবু, পান নেবেন? নিন্ না ···নইলে খেতে পাব না!" আমার উমার কাছে যাই, খোকার কাছে যাই—

চামেলী। তারা কোথায়? ওগো, বলো তারা কোথায়?

মুখা। তারা ভুগছে—রোগে ভুগছে।…না মরে গেছে, তারা মরে গেছে—

মিসেস্। না, মরেনি। তুমি বল তাদের ঠিকানা—

হাত ধরিলেন।

মুখা। (হাত ছিনাইয়া) অঁ্যা—হঁ্যা, হঁ্যা, মরেছে! মাথায় আগুন জ্বলছে, আমি মদ খাবো ..মদ ঢেলে আগুণ নিবিয়ে দেব—ছাড়ো—বয়—বয়—

প্রস্থান।

চামেলী। হুঁ—বলবে না ওদের ঠিকানা! বাঁশরী—

সাহেবী পোষাক পরা বংশীর প্রবেশ।

বংশী। Yes mother! Son present.

চামেলী। শোন্—তোর সেই গুণ্ডার দলকে একবার খবর দিতে পারিস?

বংশী। হুঁ—এখুনি!

চামেলী। হঁ্যা—ওদের নিয়ে আয়—

নন্দুয়ার প্রবেশ।

নন্দু। গুণ্ডার দল দিয়ে কি হবে চামেলী বিবি?

মিসেস্। না, কিছু না—

নন্দু। আমায় লুকোবার চেষ্টা কর না—ভাল হবে না। এখনো বল্‌ছি, ওসব মতলব ছাড়ো!

চামেলী। কি মতলব—

নন্দু। শিলাকে ছিনিয়ে আন্‌বার মতলব করেছ!

চামেলী। তা যদি করে থাকি—বেশ করেছি। ওরা যখন আমার কাছে ধরা দেবে না, আমি জোর করে ওদের ধরবো—

নন্দু। জোর করে!

চামেলী। হ্যাঁ, জোর ক'রে। শিলাকে না পাই, তার ছেলেকে আমি নিয়ে আসব—

নন্দু। বুঝেছি, এরই জন্যে তুমি বংশীকে চাও! তোমার হ'য়ে ও গুণ্ডামি করবে। না, তা হোবে না।

চামেলী। করি তো কর্ব্ব—তাতে তোর কি নন্দুয়া! আয় বংশী!

নন্দু। দাঁড়া। ও যাবে না। দেখি বংশী, তোর ঘাড়ে কতখানি রক্ত, আমার হুকুম এড়িয়ে তুই চামেলী বিবির সঙ্গে যাস্! চ'লে আয়, আয় বলছি—

বংশী। বাবা—

চামেলী। বাঁশরী—

বংশী। মাদার call…যাবো father?

নন্দু। না, তুই আমার সঙ্গে আয়—

চামেলী। কিন্তু ভাল হ'ল না নন্দুয়া, বংশীকে টেনে নিয়ে তুই আমায় বাধা দিতে পারবিনে, কিছুতে পারবি নে—

প্রস্থান।

নন্দু। আচ্ছা, আমিও দেখে নেব! হাঁরে বংশী, সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটে সেই বাড়ীটা তুই জানিস তো?

বংশী। তা আব্ছা আব্ছা মনে আছে বৈকি!

নন্দু। খুঁজে নিতে পারবি তো?

বংশী। তা বোধ হয় পারবো—

নন্দু। ব্যস্। চলে আয় তা হ'লে আমার সঙ্গে···দেখি চামেলী বিবি কতবড় খেলোয়াড় মেয়ে মানুষ !

উভয়ের প্রস্থান।

মুখার্জী ও ওহারুর প্রবেশ।

মুখা। না, আর খাব না, আর খাব না···টাকা তো নেই—

ওহারু। সে কি সাব ?

মুখা। মাত্র দু'টো টাকা আছে—

ওহারু। উস্‌মে এক পেগ্ আচ্ছা হুইস্কি দিবে।

মুখা। না-না এ টাকায় তার ওষুধ হবে, পথ্য হবে ! খোকা হয় তো পান বিক্রী করতে গেছে ! না, না, দু'টাকা আছে···খোকা পান বেচতে হবে না।···ঐ টুকুন দুধের ছেলে, রাস্তায় রাস্তায় হেঁকে বেড়ায়··· পান নেবেন বাবু ! পান নেবেন ?

প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কলেজ ষ্ট্রীট ও হ্যারিসন রোডের মোড়। মুষল মুদ্গর অফিস—পত্রিকা সম্পাদক যদুপতি বটব্যাল ও তরুণ কবি সতীশ বসু।

(নেপথ্যে—পান নেবেন বাবু···পান নেবেন ?)

যদু। ও সব কবিতা টবিতা চলবে না মশাই, ভাল গল্প লিখুন—

সতীশ। একটা ছেপেই দেখুন না স্যার,—আপনার কাগজ কি পরিমাণ কাটবে—

যদু। কাগজ কাটবে বটে; কিন্তু সে খদ্দেরে নয়···পোকায় ! বুঝেছেন ?

সতীশ। আপনি বুঝছেন না—এ কবিতা সে ধরণের বাজে কবিতা

নয়—। বলেন তো কবিতাটী একবার সুর তাল সমন্বয়ে আপনাকে শুনিয়ে দিই—

যদু। আপনি মশাই কাঁটালের আঁটা দেখছি! আচ্ছা, চট্‌পট্‌ ক'রে শুনিয়ে দিন—

সতীশ। ঢাকুরিয়ার লেকে যেতে—
দেখেছিলুম তায়—
দয়ারামের সাড়ী পরা
লাল লপেটা পায়।
(সুরে) ঈষৎ রাঙা রুজের আভা
ঝুরছে দুগাল বেয়ে।
একটুখানি হাসির লহর—
(গেল) আমার মাথা খেয়ে—
সেই দুষ্টু চপল মেয়ে॥

যদু। (টেবিলে মুষ্টাঘাত করিয়া) থামুন মশাই, থামুন—

সতীশ। আরও আছে যে?

যদু। মাথা তো খাওয়া হয়ে গেল, তারপর আবার কি খাবে?

সতীশ। আজ্ঞে, তারপর খাবে—

জানালায় খোকা।

পান নেবেন বাবু? পান?

যদু। —তারপর পান।

জানালায় খোকা।

নেবেন বাবু? পান নেবেন?

যদু। এই ভাগ্‌—ছোড়া—ভাগ্‌ বলছি—

খোকা জানালা হইতে সরিয়া গেল।

সতীশ। দেখুন, এ কবিতা ছাপালে—

যদু। এ সব কবিতা মুষল মুদ্গরে ছাপা হয় না—ও কবিতার জন্যে মুষল মুদ্গরের ব্যবস্থা দিয়ে থাকি! কোথা থেকে এ সব লেখা আমদানী করেন মশাই?

সতীশ। আজ্ঞে স্যার—এ একেবারে খাঁটি বৈষ্ণব কবিতার অনুকরণে রচিত।

যদু। অ্যাঁ—বলেন কি? বৈষ্ণব কবিতা···

সতীশ। আজ্ঞে হ্যাঁ···জীবনের ছোট্ট একটী বেদনাময় অভিজ্ঞতার সঙ্গে বৈষ্ণব কবিতা মিশিয়ে

যদু। অভিজ্ঞতা নিশ্চয়···লাল লপেটা পর্য্যন্ত!

সতীশ। আশ্চর্য্য। কি ক'রে বুঝলেন স্যার?

যদু। দুষ্ট মেয়ের লাল লপেটার অভিজ্ঞতা না থাকলে, বেদনাময় কথাটি দেবেন কেন? সে যাক্, কিন্তু বৈষ্ণব কবিতার অনুসরণে কোনটুকু?

সতীশ। আজ্ঞে ঐ যে

ঈষৎ রাঙা রুক্তের আভা
ঝুরছে দুগাল বেয়ে—

মানে—ঢলঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি
অবনি বহিয়া যায়।

যদু। হুঁ—

সতীশ। আর···একটুখানি হাসির লহর—
(গেল) আমার মাথা খেয়ে।

মানে—গোবিন্দ দাসের···ঈষৎ হাসির তরঙ্গ হিল্লোলে—মদন মুরছা পায়।

যদু। চমৎকার! বৈষ্ণব সাহিত্যের দ্বিতীয় মল্লীনাথ আপনি।

সতীশ। তা হ'লে কবিতাটী রেখে যাই?

যদু। টেবিলে নয়—ঐ ওখানে—

ওয়েষ্ট পেপার বাক্স দেখাইল

সতীশ। মানে!

যদু। মানে—মুষল মুদ্গর—

খোকার প্রবেশ।

খোকা। দু'খিলি পান নিন না বাবু—

যদু। এই ডেঁপো ছোকরা, আবার জ্বালাতন করতে এসেছিস্!

খোকা। পান না নিলে যে আমরা খেতে পাবনা বাবু।

যদু। খেতে পাবে না! মুষল মুদ্গর আফিস এই সব ওঁচা কবিতা আর পানওয়ালার জন্যে। বেরোও বল্‌ছি···বেরোও···তবু দাঁড়িয়ে! তবেরে পাজি ছোকরা—

খোকার ছুটিয়া প্রস্থান।

আচ্ছা জ্বালাতনে পড়েছি এদের নিয়ে—

নেপথ্যে মোটরের হর্ণ, আর্ত্তনাদ ও বহু কণ্ঠে "গেল গেল" চাপা পড়ল।

১। গাড়ী ধরো···গাড়ী ধরো—

১। গাড়ীর নম্বরটা নাও হে—

১। ওহে, বেঁচে গেছে—ওহে, বেঁচে গেছে—

১। ধর···ধর—

১। চল...চল—এই মুষল মুদ্গর আফিসে নিয়ে চল।—ইত্যাদি—

খোকাকে ধরিয়া একজন ড্রাইভার ও দুইজন পথিক প্রবেশ করিয়া তাহাকে একধারে শোয়াইয়া দিল।

প্রবীর ও মৃণালের প্রবেশ

প্রবীর। মাল সিং!

মাল সিং। জি—

প্রবীর। জলদি যাও—বরফ—

ড্রাইভারের প্রস্থান।

সতীশ। কে! প্রবীর না?

প্রবীর। এই যে…সতীশ!

সতীশ। কি হ'ল?

প্রবীর। আর বল কেন ভাই, এই ছেলেটা পান বিক্রী কচ্ছিল; রাস্তা ক্রস করতে গিয়ে হঠাৎ আমার গাড়ীর সামনে—তবু expert ড্রাইভার…খুব সাম্‌লে গেছে, চোট লাগেনি!

যদু। চোট একটু লাগাই ভাল ছিল! মা বাপের যেমন আক্কেল! ঐটুকু দুধের ছেলেকে পান বিক্রী করতে কেউ পাঠায় কখন?

মৃণাল। হয়তো মা বাপ নেই! আর থাক্‌লেও সখ করে নিশ্চয়ই পাঠায়নি—না খেতে পেয়েই—

সতীশ। তা…তা বটে…(প্রবীরকে) ইনি!

প্রবীর। আমার স্ত্রী মৃণাল—আমার বি, এ, ক্লাসের বন্ধু সতীশ!

উভয়ের নমস্কার বিনিময়।

সতীশ। আজ্ঞে হাঁ—Four times B. A. plucked. Now মুষল মুদগরের Sub Editor· ·আর ইনি যদুপতি—Sir···Editor.

ড্রাইভারের প্রবেশ

প্রবীর। এই যে বরফ এনেছে!

মৃণাল। আর দরকার হবে না হয়তো, চোখ চাইছে! খোকা—খোকা—।

খোকা। মা···মাগো!—

দুই হাতে মা মনে করিয়া মৃণালের গলা জড়াইয়া ধরিয়া
সহসা অপরিচিতা দেখিয়া হাত সরাইয়া নিল।

মৃণাল। হাত সরিয়ে নিলে কেন বাবা? এসো, আমার কোলে এসো—

খোকা। না। আমার মা কোথায়, আমি কোথায়?

প্রবীর। পান বিক্রী করতে গিয়ে তুমি রাস্তায় পড়ে গিয়েছিলে—

খোকা। ওঃ! আমার পান—আমার পান!

প্রবীর। সেগুলো কুড়িয়ে আর কি হবে, নষ্ট হয়ে গেছে।

খোকা। তবু কুড়িয়ে আনি···হয়তো বিক্রী হবে—

মৃণাল। ছিঃ, এখন উঠোনা! তোমার শরীর কাঁপছে!

খোকা। কিন্তু মার জন্যে যে সাবু কিনতে হবে, ঘরে একটা পয়সা নেই যে! কি হবে তবে?

মৃণাল। তার জন্যে ভাবনা কি? আমাদের সঙ্গে এসো, আমরা কিনে দিচ্ছি—

খোকা। দেবেন! সত্যি!

মৃণাল। হ্যাঁ, সব কিনে দেব···আমাদের গাড়ীতে এসো—

মৃণাল, ড্রাইভার ও খোকার প্রস্থান।

প্রবীর। আচ্ছা, চলি ভাই!

সতীশ। তোমার স্ত্রীর কিন্তু ভাই, দয়ার শরীর! কি নাম বললে ওঁর—

প্রবীর। মৃণাল—

সতীশ। মৃণাল! তবে যে শুনেছিলাম, তুমি এম্ এ, ক্লাসের কোন শিলা দেবীকে নাকি বিয়ে—

প্রবীর। হয়েছিল—সে নেই—

সতীশ। নেই—

প্রবীর। সাত বছর আগে মারা গেছে—

ছুটিয়া প্রস্থান।

সতীশ। ওঃ, তা—তা…শিলা—শিলা—মৃণাল—মৃণাল! শিলা গেছে …এসেছে মৃণাল! কারো স্থান অপূরণ থাকে না! Sir, এবার আমি ভাল কবিতা লিখব! শিলা‥মৃণাল, বড় চমৎকার নাম—দিন তো একটু কাগজ…শিলা গেছে…মৃণাল এসেছে—শিলা—মৃণাল—

তৃতীয় দৃশ্য

শিলার গৃহ। অপ্রশস্ত পুরানো ঘর, দেওয়ালে বহুকাল চূর্ণকাম হয় নাই; রুগ্ন লোকের পাঁজরের মত আধখাওয়া ইঁটগুলি বাহির হইয়া আছে। এক পার্শ্বে একখানি ছোট তক্তপোষে রুগ্না শিলা শায়িতা, শিয়রের কাছে ভাঙা চেয়ারে দু' একটি ঔষধের শিশি। বাহিরে পায়ের আওয়াজ শুনিয়া উঠিয়া বসিল; হ্যারিকেনের আলো উস্‌কাইয়া দিল।

শিলা। খোকা এলি কি! খোকা—খোকা—

খোকা ও পশ্চাতে মৃণালের প্রবেশ।

খোকা। মা মণি—মা মণি—

শিলা। এত রাত ক'রতে হয় পাগল ছেলে! আবার বুঝি তারিণীর মাকে দিয়ে লুকিয়ে পান সাজাতে গিয়েছিলি। আমি এদিকে ভেবে মরি—

হঠাৎ মৃণালের দিকে চোখ পড়িল;

আপনি!

খোকা। মা মণি—ইনি আমাকে মোটর গাড়ী করে বাড়ী নিয়ে এসেছেন।

শিলা। আপনি—

মৃণাল। আমি মৃণাল—তোমার খোকা আমায় মা বলে ডেকেছে—তুমি আমাকে মৃণাল বলেই ডেকো ভাই!

শিলা। বোসো ভাই, এই চেয়ারটাতে!

মৃণাল। থাক্, ব্যস্ত হয়োনা! আমি তোমার পাশেই বস্‌ছি—

বিছানায় বসিয়া;

আমি—আমাদের এক ভয়ানক অপরাধের জন্যে তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে এলুম! খোকা আজ কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ে রাস্তা ক্রস করতে গিয়ে আমাদের গাড়ীর সামনে পা পিছ্‌লে—পড়ে যায়—

শিলা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিয়া সভয়ে খোকাকে বুকে জড়াইয়া তাহার গায়ে মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল।

শিলা। দেখি···দেখি···কোথায় লাগল!

খোকা। ধ্যেৎ কোথাও লাগেনি। উল্টে বরং মজাসে নতুন মটর গাড়ী চাপলুম, লজেঞ্জ, চক্‌লেট কত কি খেলুম! জানো মা মণি,···উনি তোমার জন্যে বেদানা, আঙ্গুর, আপেল নিয়ে এসেছেন!

শিলা। ছি ছি, এসব কেন ভাই···!

মৃণাল। তোমার অসুখ!

শিলা! না, না, অসুখ আমার সেরে গেছে, কাল পরশুই কাজে বেরুবো হয়তো! তোমাদের একি অত্যাচার!

মৃণাল। একে অত্যাচার বলো না ভাই! মূর্চ্ছা ভেঙে উঠে খোকা

যখন মা বলে আমার গলা জড়িয়ে ধরেছিল, সে মুহূর্ত্তে আমি যে বস্তু পেয়েছি, দুটো আঙ্গুর বেদানা তো তুচ্ছ···আমার যা কিছু আছে, সব নিঃশেষে বিলিয়ে দিলেও তার জোড়া হবে না। খোকার মুখ চেয়ে যা দিয়েছি সে তুমি ফিরিয়ে দিতে পারবে না—

শিলা। তোমার স্বামী কি করেন ভাই ?

মৃণাল। বিশেষ কিছু নয়, দেশে বিষয় সম্পত্তি আছে। সেখানে থেকে তাই দেখাশুনা করেন। পূজোর ছুটীতে কোলকাতা এসেছি আমরা ; আবার দু'একদিনের মধ্যেই চলে যাব ।

শিলা। ক বছর তোমাদের বিয়ে হয়েছে ?

মৃণাল। সাত বছর—

শিলা। ছেলে মেয়ে ?

মৃণাল। (মৃদু হাসিয়া খোকাকে কোলে লইয়া) মেয়ে নেই ; ছেলে··· ছেলে আমার এই একটী ! কেমন খোকন, যাবে আমার সঙ্গে ?

খোকা। হুঁ, আর মা মণি ?

মৃণাল। মা মণিও যাবে !

খোকা। তা হ'লে বেশ মজা হবে ! মা মণিকে আর পড়াতে যেতে হবে না, মা মণির অসুখ হ'লে আমাকেও রাস্তায় পান বিক্রী করতে হবে না ; রাতদিন মোটরে চেপে ভোঁস্ ভোঁস্ ভোঁ···যাই, বাবুজীকে বলে আসি···কেমন ?

শিলা। কে বাবুজী ?

মৃণাল। উনি ! নীচে দাঁড়িয়ে আছেন !

শিলা। তোমার স্বামী ! ছি-ছি-ছি এতক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে !(যা খোকা, শিগ্‌গির এখানে ডেকে নিয়ে আয় !)

খোকা চলিয়া গেল।

একি অন্যায় কাজ ভাই! আমায় একটুও বলনি! কি ভাবছেন বলতো?

মৃণাল। কিছু ভাববেন না। আমার স্বামীকে জানো না ভাই, তিনি আর সবার চেয়ে আলাদা মানুষ! পরিচয় হলেই দেখতে পাবে এমন লোক দুটি হয় না—

শিলা। স্বামী সম্বন্ধে বাংলা দেশের সব মেয়েরই ওই এক ধারণা ভাই! কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ, অনেক সময় কল্পনার রঙ্ বদলায়।

মৃণাল। হতে পারে। তবু জোর করে বলছি—আমার যে ধারণা, তাতে এতটুকুও মিথ্যার ছায়া নেই। দয়ায় দাক্ষিণ্যে তিনি আকাশের দেবতা, মমতায় তিনি মাটির মানুষ! (তাঁর চোখের পানে অসঙ্কোচে তাকিয়ে দেখো ভাই,—দেখবে…সেখানে কি অসীম আত্মপ্রত্যয়—দুনিয়ার মানুষের উপরে কি সীমাহীন সহানুভূতি!)

শিলা। তোমার কথা শুনে তোমার স্বামীকে দেখতে সত্যিই বড় কৌতূহল—

নেপথ্যে প্রবীর। মৃণাল…মৃণাল…

শিলা। (চমকিয়া উঠিল) কে! কে ডাকল?

মৃণাল। যাকে দেখতে চাইছিলে—তিনি।

খোকার সঙ্গে প্রবীর আসিল; শিলা প্রবীরকে দেখিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল; পর মুহূর্ত্তে বিছানায় বসিয়া দুই হাতে মুখ গুঁজিয়া হঠাৎ ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

মৃণাল। কি হল—কি হল তোমার ভাই?

শিলা। আমায় ক্ষমা করো—তোমার স্বামীকে না দেখে আমি অন্যায় ধারণা করেছিলাম ভাই। তোমার স্বামী দেবতা, তোমার স্বামীর দয়ার তুলনা নেই—মমতার পরিসীমা নেই! আমি অন্যায় কথা বলেছি… আমায় ক্ষমা কর—ক্ষমা কর—

মৃণাল। ছিঃ ছিঃ, সেজন্য কাঁদছ কেন তুমি! তুমি তো কিছু বলনি? একি! ওগো দেখতো faint হয়ে পড়ল নাকি?

খোকা। মা মণি—মা মণি—

মৃণাল। ওগো, দেখনা—কি হ'ল, অমন দাঁড়িয়ে রইলে কেন! দেখ—

লণ্ঠন আনিয়া মুখের কাছে ধরিল।

পয়সা নেই, খেতে পায় না, শরীরের রক্ত তাই শুকিয়ে গেছে, মুখ কাগজের মত সাদা।

প্রবীর। হ্যাঁ—হ্যাঁ—খেতে পায়না—খেতে পায়না! (খোকাকে) এই টাকা নাও…মায়ের চিকিৎসা করিয়ো।

মৃণালের হাত খপ্ করিয়া ধরিয়া;

চলো, আমরা যাই—

মৃণাল। এই অবস্থায় রেখে!

প্রবীর। হ্যাঁ—জেগে ওঠবার আগে আমাদের পালাতে হবে।

মৃণাল। একি, তুমি কাঁপছ কেন!

প্রবীর। এই রুগীর ঘরে আমার নিঃশ্বাস আটকে আসছে…দম নিতে পাচ্ছিনা মোটে!

মৃণাল। ঐ—ঐ—বুঝি জেগে উঠলো—

প্রবীর। চল—চল—এখানে নয়—

উভয়ের প্রস্থান।

শিলা। (জাগিয়া) খোকা—খোকা—

খোকা। মা মণি—

শিলা। স্বপ্ন দেখছিলাম…কে যেন এসেছিল খোকন!

খোকা। স্বপ্ন কেন, সত্যিই ওঁরা এসেছিলেন—

শিলা। সত্যিই!

খোকা। দেখ মা মণি, এই টাকা দিয়ে গেছেন।

শিলা। টাকা! ও টাকা নয়, ও আগুন—আগুন···ফিরিয়ে দিয়ে আয়—

খোকা। কি বলব?

শিলা। বলবি, আমরা গরীব, তা বলে বড় লোকের দয়ার দান আমরা নিইনা···যা, ছুটে যা···

খোকার প্রস্থান।

দৃশ্য ঘুরিয়া গেল—বাড়ীর বাহির হইবার সিঁড়ি—প্রবীর ও মৃণাল।

মৃণাল। অমন কর্চ্ছ কেন, হঠাৎ তুমি অমন কর্চ্ছ কেন?

প্রবীর। বলতে পারি না! বদ্ধ ··Damp ঘর, রোগীর নিঃশ্বাস, সব মিলে কি রকম suffocation বোধ কচ্ছিলাম—

মৃণাল। চল রেড রোড্ দিয়ে খানিকটা খোলা হাওয়ায় বেড়াই··· ভাল লাগবে—

প্রবীর। চল। হ্যাঁ দেখ, খোকা...ঐ খোকাটাকে আসবার সময় আমার একবার কোলে নেওয়া উচিৎ ছিল···না? তুমিও তো নিলেনা!

মৃণাল। তোমার অবস্থা দেখে যা ভয় পেয়ে গেলুম—

প্রবীর। তা বলে ঐ টুকুন ছেলে···একা বাড়ীতে রুগী নিয়ে···ওকে একবার শুধু কোলে নিয়ে একটু আদর কোরবে···একটু সান্ত্বনার কথা বলবে...এমন কেউ নেই! একবার যদি···

নেপথ্যে খোকা—বাবুজি—বাবুজি—বাবুজি—

প্রবীর। খোকা! খোকা! আয় আয়···আমার বুকে আয়···বুকে আয়—

খোকার প্রবেশ।

খোকা। না—

প্রবীর। না কেন বাবা! একবার আমার কোলে আয়।

খোকা। না! আপনার টাকা নিন, আমরা গরীব···তা বলে বড় লোকের দয়ার দান আমরা নিই না।

প্রবীর। ওঃ! আমার কোলে একবার আসবিনি—

খোকা। (হাত ছাড়াইয়া) উহুঁ, আমরা গরীব···তোমরা বড়লোক! গরীবের ছেলে বড় লোকের কোলে উঠতে পারে কিনা...মাকে আগে জিজ্ঞেস করে আসি।

প্রস্থান।

এক মুহূর্ত্ত সেদিকে চাহিয়া প্রবীর পুনরায় ডাকিল।

প্রবীর। খোকা—

মৃণাল। আসবে না! ও আমাদের কোলে আসবে না! ডাকছ কেন ওকে?

প্রবীর। ডাকছিলাম কোলে নিতে নয়। গরীবের ছেলে সত্যিই বড় লোকের কোলে উঠতে পায় না···গরীবের ছেলের অধিকার, বড় লোকের চাবুক খাওয়া। আবার যদি কখনো ওকে পাই চাবুক দিয়ে ওর পিঠ লাল করে দিই। হাণ্টার দিয়ে সারা দেহে ওর জন্মগত অধিকারের ছাপ এঁকে দিই—

মৃণাল। তুমি কি পাগল হ'লে নাকি! এসো চলে—

সভয়ে প্রবীরকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান।

দৃশ্য ঘুরিয়া গেল—পূর্ব্বোক্ত রোগীর কক্ষ।

খোকা ও শিলা

খোকা। বাবুজি আমায় কোলে নিতে চাইলেন, আমি বললুম— আমি গরীবের ছেলে, বড় মানুষের কোলে উঠতে পারি কিনা আমার মা মণিকে জিজ্ঞেস করে আসি। হ্যাঁ, মা মণি, পারি ওঁর কোলে উঠতে?

শিলা। খোকা—খোকা—

খোকা। বল মা মণি, পারি?

(শিলা। ওরে, আমার কোলের কাছে আজ তুই যেমন ক'রে ব'সে আছিস্‌···ঠিক এম্‌নি ক'রে আর এক জনের কাছে ব'সে···এমনি ক'রে দু'খানা ছোট্ট হাত বাড়িয়ে দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরার দাবী নিয়ে তুই পৃথিবীতে এসেছিলি···

খোকা। মা মণি!)

শিলা। খোকন, আমার কোলে এসেছিস্‌ বলে বাবুজীর কোলে উঠবার দাবী আজ আর তোর নেই। আর, আর ঐ বাবুজী যদি তোকে কখনো কোলে তুলে নেয়, তা হলে জানবি, সে মুহূর্ত্তে তোর মা মণিকে অনেক দূরে সরে যেতে হবে। যাবি···যাবি খোকন, আমায় ফেলে ঐ বাবুজীর কোলে উঠতে?

খোকা। না—না—মা মণি, আমি তোমায় ফেলে কোথাও যাব না।

শিলা। খোকন, খোকন! আমার খোকন সোনা···

খোকা। তুমি কাঁদছ মা মণি!

শিলা। না, ও ঘরে খাবার ঢাকা আছে, রাত হ'ল খেয়ে নাওগে—

খোকা। আমার খিদে পায়নি মা।

শিলা। যাও লক্ষ্মীটি, খেয়ে এসো; নইলে আমি রাগ করব।

খোকা। আচ্ছা, যাচ্ছি মা।

প্রস্থান।

মিঃ মুখার্জীর প্রবেশ।

মুখা। শিলা! দূর থেকে দেখলাম এ বাড়ীর দরজায় একখানা মোটর গাড়ী! কে এসেছিল? ডাক্তার?

শিলা। হ্যাঁ।

মুখা। ডাক্তার দেখাচ্ছিস্ তবে? কিন্তু ডাক্তারের ফি—

শিলা। তাই জন্যেই তো ব্রেসলেট জোড়া বিক্রী করতে দিলুম। বিক্রী করেছ বাবা?

মুখা। বিক্রী! হাঁ্যা…আজ মাত্র দু'টাকা দিলে।

শিলা। দু'টাকা!

মুখা। বাকী টাকা অবিশ্যি দেবে…ধীরে ধীরে, বাজার বড্ড খারাপ কিনা! এখন ঐ দু'টাকা…

শিলা। বাবা, এ টাকা তুমি কোথায় পেলে?

মুখা। কেন…ব্রেসলেট বিক্রী করলুম!

শিলা। না, তুমি ব্রেসলেট বিক্রী করনি—

মুখা। কে বললে?

শিলা। আমি বলছি। খবর পেলাম, তুমি ক'দিন হ'ল কলেজ ষ্ট্রীটে এক ফটোগ্রাফারের দোকানে কাজ কর্চ্ছ?

মুখা। দোষ কি? আমি তো আর্টিষ্ট!

শিলা। তিনটে বছর তোমাকে নিয়ে আমায় যমের সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছে। একেবারে বদ্ধ পাগল হ'য়ে গিয়েছিলে…অনেক ভাগ্যে আবার তোমায় ফিরে পেয়েছি। চোখ বা brain এতটুকু affected যাতে না হয় ডাক্তার হুঁসিয়ার ক'রে দিয়ে গেছে। আর তুমি এই অকর্ম্মণ্য শরীর নিয়ে—

মুখা। ডাক্তারেরা অমন ব'লেই থাকে—সেটা ওদের ব্যবসা। তা নইলে আমাকে বলে…পাগল! ওরা বলে কি? প্রবীর যেদিন তোকে বিনা দোষে ত্যাগ ক'রে চলে গেল—সেই দিনই আমি পাগল হলুম, কেমন না?

শিলা। হাঁ্যা—

মুখা। কিন্তু প্রবীর মোটেই চলে যায়নি। Lo···the hero comes back from my waist-coat pocket!

পকেটের ভিতর হইতে ছোট্ট পুতুল বাহির করিলেন ;

Yes, he wants to marry you! Will you still say that I am a madman?

শিলা। বাবা!

মুখা। যাচ্ছি, যাচ্ছি! প্রবীর, ভেবোনা ও তোমাকে বিয়ে করবেই··· না ক'রে···ওর clay model তৈরী করব, তবু বিয়ে আমি দেবই···

শিলা। কোথায় যাচ্ছ তুমি বাবা?

মুখা। টাকা! টাকা! টাকার জন্যে হতভাগী! তুই আমার চোখের সামনে বিনে চিকিৎসায় মরবি নাকি?

শিলা। আমি তো ভাল হয়ে গেছি। আজ জ্বর নেই।

মুখা। জ্বর না থাকলেই হ'ল! পথ্য কিনতে হবেনা?

শিলা। তবে ব্রেসলেট বিক্রী করলে না কেন?

মুখা। হুঁ—ব্রেসলেট বিক্রী করব! বাপ হ'য়ে মেয়েকে জন্মের মধ্যে দিয়েছি ঐ একজোড়া ব্রেসলেট, তা আজ নিজের হাতে বেচে ফেলব! বলাটা বড় সহজ, কেমন?

শিলা। বাবা—

মুখা। আমি পাগল হ'তে পারি—লোকে বলে আমি পাগল, কিন্তু পাগলামী আমায় ভোলাতে পারেনি যে আমি বাপ—A poor helpless father!

একটু থামিয়া।

এক কাজ করবি মা?

শিলা। কি?

মুখা। টাকা যখন চাইই, তোর হাতের ঐ বালা জোড়া দে—

শিলা। এই বালা! না—না—

মুখা। কেন?

শিলা। এ যে আমার শ্বাশুড়ীর আশীর্ব্বাদ।

মুখা। তবে ঐ হারছড়া দে…

শিলা। এ যে তাঁর দান! আমাদের যে দিন প্রথম মিলন হয়, তিনি যে এই হার আমায় পরিয়ে দিয়েছিলেন! বলেছিলেন…আমাদের বিবাহের সাক্ষী, সতী সিমন্তিনী কঙ্কাবতীর এই মালা আর এই বালা!

মুখা। What! কি বলছিস্ তুই! কার বালা? কার হার?

শিলা। সতী কঙ্কাবতীর।

মুখা। কঙ্কাবতীর বালা! দেখি—দেখি—শিলা!

শিলা। বাবা

মুখা। প্রবীর এ কোথায় পেলে?

শিলা। ওঁর মা ভাবী পুত্রবধূর জন্যে এই বালা তুলে রেখেছিলেন।

মুখা। প্রবীরের মা! তিনি কোথায় পেলেন!

শিলা। সতী সিমন্তিনী কঙ্কাবতীর সিঁদুর কৌটা, কঙ্কাবতীর লাল সাড়ী, কঙ্কাবতীর হাতের বালা…গাঁয়ের লোকে পরম আগ্রহে কুড়িয়ে রাখে। যে দেশে কঙ্কাবতীর স্মৃতি জড়িয়ে আছে, আমার শাশুড়ী সেই অতসী গাঁয়েরই বউ ছিলেন। কঙ্কাবতীর স্মৃতি চিহ্ন, গাঁয়ের লোকে যখন কুড়িয়ে নেয়—আমার শাশুড়ী এই বালা, আর এই হার সংগ্রহ করেন।

মুখা। অতসী-গাঁ! কঙ্কাবতী! কঙ্কাবতী! অতসী-গাঁ! Is it an apparition! No, No. methinks a dream…mere dream! স্বপ্ন! স্বপ্ন!

শিলা। অমন কচ্ছ কেন বাবা?

মুখা। প্রবীর কে তবে? অতসী গাঁয়ে তার কি?

শিলা। তিনি অতসী-গাঁয়ের চৌধুরী বাড়ীর ছেলে।

মুখা। And so it came to happen যে—প্রবীরের মাতা আর সব গ্রামবাসীদের সঙ্গে সতীর স্মৃতিচিহ্ন সংগ্রহ ক'রে রাখবার উদ্দেশ্যে সতী কঙ্কাবতীর হাতের বালাজোড়া আর হার সংগ্রহ করেন! Am I correct?

শিলা। হ্যাঁ।

মুখা। দেখি...আর একবার।

শিলা। কি হল?

মুখা। Electricity! Shocked!

শিলা। কোথায় Electricity!

মুখা। There!

বালা দেখাইয়া।

Take that back, take that...

শিলা বালা লইল।

শিলা। বাবা—

মুখা। কঙ্কাবতী কে জানিস্? জানিস্...কার হাতের বালা পরেছিস্!

শিলা। তাঁর পরিচয় ওঁর মুখে শুনেছি বাবা—

মুখা। What does he know! কতটুকু সে জানে? কি শুনেছিস কঙ্কাবতীর কথা?

শিলা। অতসী-গাঁয়ে গঙ্গার ধারে ছিল তাঁর বাড়ী। স্বামী তাঁর এক সময়ে নিরুদ্দেশ হন। বছর যায়...দেশে আসেন না। সতী কঙ্কাবতী

মা গঙ্গার কূলে দাঁড়িয়ে কেঁদে বলেন, 'মা, আমার স্বামীকে ফিরিয়ে দাও, ফিরিয়ে দাও—।'

মুখা। Hush ! Who's there ?

শিলা। কোথায় ?

মুখা। No, go on !···আমার স্বামীকে ফিরিয়ে দাও, তারপর ?

শিলা। মা গঙ্গা সে ডাক শুনলেন। পরদিনই সতীর নিরুদ্দিষ্ট স্বামী গৃহে ফিরে এলেন—

মুখা। Yes—go on—go on—

শিলা। দেশে ফিরে সতী কঙ্কাবতীর স্বামীর খুব শক্ত অসুখ হল ; টাইফয়েড···ডাক্তার বদ্যি রোগীর জীবনের আশা ছেড়ে দিয়ে গেল।

মুখা। তার চেয়ে বলনা কেন···মরেই গেল—

শিলা। শেষরাত্রে রোগীর যখন নাভিশ্বাস উঠেছে, পাগলের মত সতী কঙ্কাবতী আবার গঙ্গার কূলে গিয়ে মানত করে বললেন, 'মাগো, আমি তোমায় বলে স্বামীকে জোর ক'রে দেশ আনিয়েছিলুম। আজ স্বামীর প্রাণান্ত রোগের জন্য আমিই দায়ী। জীবন যদি নিতেই হয় মা, —আমার স্বামীর পরিবর্ত্তে আমায় নাও সুরধনী !'

মুখা। গল্প হয়ে গেল ? কঙ্কাবতীর ডাক মা গঙ্গা শুনলেন ?

শিলা। আশ্চর্য্য ব্যাপার ! সতী কঙ্কাবতী গঙ্গার জলে দেহ-ত্যাগ কর্লেন···আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুমূর্ষু স্বামীও বেঁচে উঠলেন ! জানো বাবা, যে ঘাটে সতী কঙ্কাবতী দেহ-ত্যাগ করেন, আজও সেই ঘাট নাকি সতী কঙ্কাবতীর ঘাট নামে পরিচিত···যত গাঁয়ের বৌ সেই ঘাটে সন্ধ্যা দীপ জ্বালাতে আসেন ! স্থির গঙ্গার জলে সেই রক্ত আলোর শিখা অরুন্ধতীর ললাটে আঁকা সিঁদুর রেখার মত জ্বল্ জ্বল্ করে !

মুখো। সত্যি! কি ক'রে জানলি?

শিলা। তিনি বলেছেন।

মুখো। কে? প্রবীর?

শিলা। হ্যাঁ—

মুখো। আর কি বলেছে? কঙ্কাবতীর সেই হতভাগা স্বামীর কথা কি বলেছে?

শিলা। সে তো জানিনে বাবা!

মুখো। তোকে বলেনি? ও সে জানেনা···কিন্তু আমি জানি।···

শিলা। সে হতভাগা ছিল শিল্পী। কলকাতায় মডেল খুঁজতে খুঁজতে এক সুন্দরী তরুণীর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা হয়। সেই তরুণীর ভালবাসার নেশা তাকে এমন মাতাল ক'রে তোলে যে—Cigarette, Cigarette···

শিলা। বাবা—

মুখো। Oh! আচ্ছা, জল পাওয়া যায়···জল?

—না থাক···শোন, তরুণীর ভালবাসার মোহে সে বিশ্ব সংসার ভুলে কলকাতায় তারই আশ্রয়ে পড়ে থাকে। তারপর হঠাৎ একদিন যেন তার মনে হল, কোথা হতে কে তাকে আকর্ষণ কর্চ্ছে! হ্যাঁ, মন্ত্রমুগ্ধ সাপের মত সে মাথা নুইয়ে সেই আকর্ষণী শক্তিকে প্রণাম করতে অতসী গাঁয়ে চলে এল! তারপর টাইফয়েড, কঙ্কাবতীর আত্মত্যাগ, তাব স্বামীর রোগ মুক্তি!

শিলা। কিন্তু এ সব কথা তুমি কি করে—

মুখো। Ah! Don't Interrupt me! কঙ্কাবতী ম'ল আর তার স্বামী বুঝি পাগল হ'য়ে গেল! কঙ্কাবতীর শিশু কন্যাকে বুকে নিয়ে তার

পাগলা।স্বামী রাতের অন্ধকারে অতসী গাঁ ছেড়ে পালাল···কোথায় ? এখানে—এখানে নিশ্চয়—নিশ্চয় এই কলকাতায় !

শিলা। তারপর ?

মুখা। কলকাতায় সেই সুন্দরী মডেল, কঙ্কার মেয়েকে হাত বাড়িয়ে ছিনিয়ে নিতে এল···

শিলা। বাবা, তুমি সতী কঙ্কাবতীর মেয়ের কথা বল, মডেলের কোলে অমনি তাকে তুলে দিলে ?

মুখা। ইস্—দিল না আর কিছু ! মেয়ে বুকে নিয়ে সে ঘুমুল—

হঠাৎ কাঁদিয়া ;

কাল ঘুম ঘুমোলো, কাল ঘুম ঘুমোলো !

শিলা। কি হ'ল, কি হ'ল বাবা ?

মুখা। সকাল বেলা দেখে মেয়ে নেই ! ডুকরে কেঁদে উঠ্‌তে মডেল ঠিক তেমনি আর একটী মেয়েকে তার কোলে তুলে দিয়ে বললে, 'কঙ্কাবতীর সে মেয়ে রাত্রে চুরী হয়ে গেছে···এই মেয়েটিকে তার বদলে নাও।'

শিলা। মডেল আর একটী মেয়ে কোথা থেকে আন্‌লে ?

মুখা। কেন ? সেই শিল্পী যখন দেশে যায়···তখন এই মডেলের গর্ভে ছিল ! হ্যাঁ, সে কঙ্কার মেয়েকে হারাল—কিন্তু মডেলের মেয়েকে বুকে পেল।

শিলার কাছে গিয়া ;

আশ্চর্য্য ব্যাপার। মেয়েটী ঠিক কঙ্কার মেয়ের মত দেখতে··· অথচ কঙ্কার মেয়ে নয়—মডেলের মেয়ে ! কোথায় গেল তবে উমা—কোথায় গেল তবে উমা !

শিলা। উমা !

মুখো। উমা, কঙ্কার মেয়ে উমা! সারা ভারতবর্ষে সে নেই, কোথায় গেল সেই পলাতকা? উমা—উমা—

নেপথ্যে নন্দুয়ার কণ্ঠস্বর শুনা গেল;...

নন্দু। খোকা—খোকা—

নন্দুয়া ও বংশীর প্রবেশ।

নন্দু। খোকা আছে মুখুজ্জে মশাই! তোমাদের খোকা আছে ত?

মুখো। খোকা! তুমি...তুমি—ও চিন্‌তে পেরেছি...হ্যাঁ মনে পড়েছে, তুমিই উমাকে সেদিন চুরি ক'রে নিয়ে গিয়েছিলে...না! আজ আবার খোকাকে চুরী করতে এসেছ!

নন্দু। খোকাকে আমি চুরী করতে আসিনি—তাকে বাঁচাতে এসেছি—

মুখো। বাঁচাতে এসেছ...

নন্দু। হ্যাঁ, চামেলী বিবি তাকে গুণ্ডা দিয়ে ধরে নিতে চায়...

শিলা। সে কি?

নন্দু। নিজের কাণে সব কথা শুনেছি...তাই ছুটে এসেছি, দেখতে তাকে! খোকা কোথায়—

শিলা। খোকা—খোকা—

খোকার প্রবেশ।

খোকা। মা মণি, ডাকছ!

শিলা। এই যে, খেয়েছ খোকন?

খোকা। হ্যাঁ, মা মণি!

নন্দু। এদিকে এসো খোকা, এস না খোকন, ভয় কি? এই নাও খেলনা এনেছি তোমার জন্যে—

খোকা। আমার জন্যে? নেব মা মণি?

শিলা। আচ্ছা…নাও।

খেলনা হাতে দিয়া নন্দুয়া তাহাকে বুকে টানিয়া লইল।

নন্দু। বাঃ, সোনার টুকরা ছেলে! খুব সাবধানে রেখো, কখনও কোথাও একা বেরুতে দিয়ো না। সব সময় এমনি করে আগলে রেখো—

খোকা। ধ্যেৎ, আমি নামব—নামিয়ে দাও! এত বড় ছেলে বুঝি কোলে চড়ে…আমি চড়ব মোটর গাড়ীতে—আঃ ছাড়োনা—

নন্দুয়ার কোল হইতে নামিয়া গেল।

নন্দু। আচ্ছা, যাও, ঘুমোও গে—

খোকার প্রস্থান।

মুখা। যা মা, খোকা একা গেল! ওদের কথায় ভুলিসনে, খোকাকে দেখবার ছল ক'রে...ওকে চুরী করতে এসেছে ওরা! হ্যাঁ, ওরা সব পারে! আমার উমাকে একদিন চুরী করেছিল ওরা!

নন্দু। উমাকে আমি চুরী করিনি মুখুজ্জে মশাই!

মুখা। করনি!

নন্দু। না, তবে তার খোঁজ আমি জানি…

মুখা। কোথায়? কোথায় উমা?

নন্দু। উমা! কিন্তু তার আগে দেখতো…একে চেন?

বংশীকে দেখাইল।

বংশী। আমায় চেনেন না? আমি বংশীবদন…Now বাঁশরী মুখার্জী এস্কোয়ার!

মুখা। এ তোমার…ছেলে…না?

নন্দু। আমার ছেলে! বাইরের লোকে তাই জানে বটে; কিন্তু বাপ হ'য়ে তুমিও কি নিজের ছেলেকে চিনতে পার্লে না!

ও বাবা, জামা জুতোর মত আমায় বিলিয়ে দিচ্ছ যে! আমি যাবো না…

নন্দু। আরে না…যা, যা উল্লুক,…বাইরে গিয়ে দাঁড়া।

বংশীর প্রস্থান।

মুখো। No…No! You lie gentleman! মিছে কথা!

নন্দু। মিছে নয়, চামেলীর ছেলে ও!

মুখো। চামেলীর গর্ভে আমার মাত্র একটী মেয়ে জন্মেছিল, Look here! সে তোমার সামনে দাঁড়িয়ে এই…শিলা!

নন্দু। না, চামেলী তোমায় ধাপ্পা দিয়েছে, তার পেটে হয়েছিল তোমার ছেলে বংশী!

মুখো। তবে শিলা কে?

নন্দু। শিলা তো চামেলীর মেয়ে নয়!

শিলা। তবে…তবে আমি কে? কে আমার মা, কে আমার বাবা, বল—বল!

নন্দু। সব বলতে পারব না। যেটুকু জানি…বলছি! ঐ মুখুজ্জে মশাই কোথা থেকে একটী মেয়েকে কুড়িয়ে আনে। যে রাতে মুখুজ্জে মেয়েটাকে নিয়ে আসে…তখন চামেলীর হয়েছে ওই ছেলে বংশী!

মুখো। Is it!

নন্দু। রূপের ব্যবসা করা চামেলী বিবির কারবার; ছেলে তার কাছে বোঝার সামিল। তাই রাতারাতি বাচ্চা বংশীকে আমার হাতে তুলে দিয়ে ঘুমন্ত মুখুজ্জের বুক থেকে চামেলী সেই মেয়েটাকে সরিয়ে নিলে! মানে এই মেয়ে দিয়ে পরে তার রোজগার চলবে! ভোর বেলা মুখুজ্জে যখন মেয়েটাকে উমা-উমা বলে খুঁজতে লাগল, তখন চামেলী

তারই বুক থেকে চুরী করা মেয়েটাকে আবার তার বুকে তুলে দিয়ে বললে, এই আমার মেয়ে শিলা; তোমার মেয়ে উমা কাল রাত্রে চুরী হয়ে গেছে।

শিলা। সে কি বাবা?

নন্দু। মুখার্জীর মাথা খারাপ। তাই এ যে ধাপ্পাবাজী...বিশ্বাস কর্ত্তে পারেনি! সে যা হোক খোকাকে কিন্তু সাবধানে রেখো। আর যদি তেমন কিছু হয়, আমায় খবর দিও! মুখুজ্জে আমার আড্ডা জানে।

প্রস্থান।

শিলা। বাবা, এরা সব কি বলে! তোমার কি কিছু মনে পড়ে না? সত্যিই কি তোমার বুক থেকে কুড়োনো মেয়ে চুরী গিয়েছিল? মা কি সেই ভোর বেলাতেই আমায় তোমার হাতে দিয়েছিল?

মুখা। কাল রাত্রি ভোর হ'ল; কাঁদতে কাঁদতে দু চোখ আমার অন্ধ হয়ে যাচ্ছিল! আলোর শিখার মত একটা ছোট্ট মেয়েকে আমার সামনে ধরে চামেলী বলেছিল...ভয় কি, কুড়োনো মেয়ে গেছে—এই নাও আমার গর্ভজাত তোমার মেয়ে; কুড়োনো মেয়ে হারিয়ে গেছে—

শিলা। বাবা—বাবা, আমি যে কিছু বুঝতে পাচ্ছি না...আমি তা হ'লে কে? আমি শিলা—না আমি তোমার কুড়োনো মেয়ে উমা—

মুখা। ওরে, তুই উমা—চামেলী করেছিল তোকে পাষাণ শিলা—

শিলা। আমি উমা!

মুখা। কঙ্কাবতী দিয়েছিল আমার বুকে তুলে—

শিলা। আমাকে?

মুখা। হ্যাঁ, তুই যে উমা। কঙ্কাবতীর মেয়ে উমা—

শিলা। বাবা, কি বলছ! আমি সতী কঙ্কাবতীর মেয়ে! আর একবার বল বাবা, আর একবার বল!...

মুখা। হ্যাঁ—তুই উমা—

শিলা। আমি সতী কঙ্কাবতীর মেয়ে উমা! আর—আর তুমি?

মুখা। It is the saddest conclusion of the glorious story my darling! দুশ্চরিত্র—লম্পট—এই আর্টিষ্ট মুখার্জ্জী—সেই সতী কঙ্কাবতীর স্বামী!

চতুর্থ দৃশ্য

অতসী গাঁয়ে প্রবীরের গৃহ প্রকোষ্ঠ।

রুগ্ন প্রবীর শায়িত; ডাক্তার ও প্রবীরের দেওয়ান। ডাক্তার ইনজেকশান দিয়া প্রবীরের অবস্থা লক্ষ্য করিতেছিলেন। একটুবাদে প্রবীর চোখ চাহিয়া ডাক্তারের দিকে উদ্‌ভ্রান্ত চোখে চাহিল।...

ডাক্তার। তাকান। হাঁ, ভাল করে তাকান, আমায় চিন্‌তে পাচ্ছেন প্রবীরবাবু?

প্রবীর। খোকা—

ডাক্তার। আমায় চিন্‌তে পাচ্ছেন না! আমি ডাক্তার।

প্রবীর। আঃ যাও—যাও বল্‌ছি, ডাক্তার আমায় মেরে ফেলতে এসেছ? যাও...বেরোও...নইলে খুন করব—

ডাক্তার। আচ্ছা, আমি যাচ্ছি—

দেওয়ানকে একটু দূরে লইয়া নিম্ন স্বরে

যা বলেন—যতদূর সম্ভব ওর কথা মেনে চলবেন, এতটুকু বিগড়ে না যায়...ঘুমের ওষুধ দিয়েছি, ও ঘরে রইলুম।

প্রস্থান।

মৃণালের প্রবেশ।

প্রবীর। কে যায়? কে পা টিপে পালিয়ে যায়?

মৃণাল। ডাক্তারবাবুকে যেতে বললে যে!

প্রবীর। তাড়িয়ে দিইনি, আমি তাড়িয়ে দিইনি!

মৃণাল। (অস্বাভাবিক কণ্ঠে ভয় পাইয়া) না, দাওনি—

প্রবীর। যাচ্ছি···আমি যাচ্ছি···দাঁড়াও—

মৃণাল। কোথায়!

প্রবীর। খোকা ডাকছে...বাবুজি, বাবুজি, বলে ডাকছে! খোকা এলি? খোকা—খোকা—

মৃণাল। ওগো, চুপ করো—সে আসবে; আমি সরকার মশাইকে পাঠিয়েছি—সঙ্গে মালসিং গেছে, ষ্টেশনে লোক দিয়ে গাড়ী পাঠিয়েছি। এখ্খুনি খোকা আসবে তোমার কাছে—

প্রবীর। মুখখানি কেমন শুকিয়ে গেছে! আহা, কিছু খেতে পায়নি সারাদিন! একটু দুধ আনো···আমি নিজে খাইয়ে দিই—

মৃণাল। দিও—সে এলে নিজেই খাইয়ে দিও। এখন ঘুমোও—চুপ করে একটুখানি ঘুমোও—

প্রবীর। কিসেব আওয়াজ! কারা এল!

মৃণাল। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে—

প্রবীর। হোঃ হাঃ হাঃ, ঝর্ ঝর্ করে রক্ত ঝরছে। আমি হান্টার দিয়ে ওকে মেরেছি···ওর কচি চামড়া কেটে গেছে, পিঠ বেয়ে রক্ত ঝরছে ···পিঠে মুখে সারা গায়ে রক্ত! আঃ, ডাক্তার কোথায় গেল! ডাক্তার পালায় কেন! ও···গরীব বলে ওর চিকিৎসা করলে না! টাকা চাই কিনা···দুবেলা দুমুঠো খেতেই পায় না ওরা···ডাক্তার দেখাবে কেমন করে!

মৃণাল। আমি দেখাব—যত টাকা লাগে আমি দেব।

প্রবীর। দেবে—সত্যি! টাকা দেবে!

মৃণাল। হ্যাঁ, দেব। তুমি ঘুমোও—ঘুমুলেই আমি টাকা দেব।

প্রবীর। তুমি দেবী—তুমি দেবী—

অস্ফুট কথা বলিতে বলিতে চোখ বুজিল।

দেওয়ানের প্রবেশ।

দেওয়ান। ঘুমিয়ে পড়েছেন বোধ হয়—

মৃণাল। অমন ঘুম ঘুমোন। আবার হঠাৎ জেগে 'খোকা খোকা' বলে চীৎকার করে ওঠেন! ডাক্তারবাবু কি বলছেন দেওয়ানজী?

দেওয়ান। ভয় পেয়োনা মা—

মৃণাল। না পাবোনা—আপনারা আমায় লুকোবেন না—সব রকমে তৈরী হয়ে থাকতে দিন।

দেওয়ান। মা—

অধোমুখে বসিল।

মৃণাল। খুবই খারাপ? কোন আশাই নেই?

দেওয়ান। আজকের রাতটা যদি কোনো রকমে কেটে যায় তবেই—

মৃণাল। হুঁ—

উঠিয়া খাটের ধারে দাঁড়াইয়া রহিল।

দেওয়ান। মা, তুমি অমন কর্চ্ছ কেন মা। হঠাৎ কি হ'ল তোমার?

মৃণাল। না! ঐ! সদরে গাড়ীর আওয়াজ না! দেখুন তো—

দেওয়ান দরজায় গিয়া দেখিয়া;

দেওয়ান। হ্যাঁ মা, ওঁরা এলেন। ওঁদের কি ভেতরে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করব মা?

মৃণাল। আপনি থাকুন, আমি যাচ্ছি নিজে—

প্রস্থান।

একটু পরেই শিলা ও খোকাকে লইয়া মৃণালের প্রবেশ।

শিলা। কলকাতা থেকে ফিরে এসেই অসুখ?

মৃণাল। হ্যাঁ। আশ্চর্য্য ব্যাপার! ডিলিরিয়ামের মধ্যে কেন জানিনা, কেবল তোমার খোকাকে দেখতে চান। বড্ড সময়ে এসে পড়েছ ভাই! তোমরা যে এত কষ্ট ক'রে আমার জন্যে··খোকা, তোমার মুখ শুকিয়ে গেছে কেন বাবা? ক্ষিদে পেয়েছে? কি আশ্চর্য্য! জানো, ডিলিরিয়ামের মধ্যে একটু আগে উনিও বলছিলেন...খোকার ক্ষিদে পেয়েছে, মুখ শুকিয়ে গেছে! এসো খোকা, আমি বাটি ভরে দুধ খাইয়ে দিচ্ছি তোমায়। বোসো ভাই, আসছি—

খোকাকে লইয়া মৃণালের প্রস্থান।

দেওয়ান। একি! আপনি কাঁপছেন!

চেয়ার আগাইয়া দিল।

শিলা। থাক্—আমি বেশ আছি। দেখুন, আমার বাবা এসেছেন ···অসুস্থ আধ-পাগলা মানুষ···চোখে ভাল দেখতে পান না—কারুকে পাঠিয়ে যদি—

দেওয়ান। আচ্ছা মা, আমি তাঁর খোঁজে লোক পাঠাচ্ছি। একটু বসুন তবে, আমি আসছি—বৌরাণীও এখ্‌খুনি এসে পড়বেন। একটু কষ্ট করে একা—

শিলা। আপনি ব্যস্ত হবেন না; রোগীর ভার আমার।

দেওয়ানের প্রস্থান। শিলা এবার প্রবীরের পায়ের কাছে বসিল; তাহার পায়ে মাথা রাখিয়া ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল···প্রবীর জাগিয়া উঠিল।

প্রবীর। কে···কে ওখানে! খোকা—

শিলা। চুপ কর—আমি শিলা—তোমার শিলা—

প্রবীর। শিলা! আমার শিলা—

তাহার হাত বড় আগ্রহে হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া সহসা দেয়ালে তৈল চিত্রের দিকে চাহিয়া চমকিয়া উঠিল।

শিলা। কি দেখছ?

প্রবীর। ছবি। ঐ আমার বাবা, ঐ আমার মা, কট্‌মট্‌ করে চাইছেন! বাবা! মা! কি বলছ? যে ঘরে তোমাদের ছবি...সে ঘরে শিলার আসবার অধিকার নেই? এ মন্দির অপবিত্র হবে?

শিলা। না না। ওগো, বিশ্বাস করো, শিলাকে ঠাঁই দিলে এ মন্দিরের এতটুকু অমর্য্যাদা হবে না। এখানে আমি নিষ্কলঙ্ক পূজারিণীর মত আসতে পারি...সে অধিকার আমার আছে...তাই জেনেই এসেছি এ ঘরে...

প্রবীর। শিলাকে ভালবাসার অধিকার নেই, তবু তার ভালবাসা আমায় আগুনের মত পুড়িয়ে খাক্ ক'রে দেয়। আমি ভালবাসতে চাই না...তবু ভালবাসায় জ্বলে যাই, হ্যাঁ ..শিলাকে গলা টিপে মেরে ভালবাসব...

শিলা। ওগো, কি করছ—কি করছ—

প্রবীর উত্তেজনায় উঠিতে গিয়া পড়িয়া গেল। দেওয়ান, মৃণাল প্রভৃতি ছুটিয়া আসিল।

মৃণাল। কি হল? কি হল?

দেওয়ান। আপনারা ব্যস্ত হবেন না—আমি এখুনি ডাক্তারবাবুকে ডাকছি। ডাক্তারবাবু—ডাক্তারবাবু, একবার এদিকে আসুন না।

ডাক্তার আসিয়া পরীক্ষা করিয়া মুখ বিকৃত করিল।

ডাক্তার। আপনারা এখন এ ঘরে থাকবেন না...একটু বাইরে যান।

মৃণাল। না, আমি যাবো না। ডাক্তারবাবু, কি হল আপনি বলুন শিগ্‌গির—

ডাক্তার। থেকে কিছু লাভ হবে না মা, শুধু আমার শেষ চেষ্টায় বাধা দেবেন…

শিলা। এসো মৃণাল, আমরাও আমাদের শেষ চেষ্টা করব। ভয় কি? এসো শিগগির—

মৃণালকে নিয়া প্রস্থান।

ডাক্তার। উনি?

দেওয়ান। কলকাতায় হঠাৎ পরিচয়…বাবু, বৌরাণীর সঙ্গে। ওঁর ছেলে খোকার কথাই ডিলিরিয়ামের মধ্যে বলেন।

ডাক্তার। ওঃ—

ইন্‌জেক্‌শনের যন্ত্রপাতি ঠিক করিতে লাগিলেন।

দেওয়ান। কি বুঝলেন ডাক্তারবাবু?

ডাক্তার। ইন্‌জেক্‌শান আমি দিচ্ছি—তবে আপনাকে বলতে বাধা নেই। এ অবস্থায় রোগীর জ্ঞান ফিরে এলে সে এক নতুন record তৈরী হবে।

দেওয়ান। ডাক্তারবাবু! কি হবে ডাক্তারবাবু? অমন সতী-লক্ষ্মী বৌরাণীর কি দশা হবে?

ডাক্তার। অধীর হবেন না—আপনি অধীর হবেন না…

দৃশ্য ঘুরিয়া গেল। অন্য কক্ষে মৃণাল ও শিলা।

শিলা। অধীর হয়ো না বোন্, অধীর হয়ো না। আমি বলছি, তোমার স্বামী মরতে পারেন না—তাঁকে আমাদের বাঁচিয়ে তুলতে হবে। আমরা তাঁকে নিশ্চয় বাঁচিয়ে তুলব—

মৃণাল। কি ক'রে স্বামীকে বাঁচিয়ে তুলব! আমায় বুঝিয়ে দাও—আমায় বলে দাও!

শিলা। হ্যাঁ বল্‌ছি—বল্‌ছি…'খোকা, খোকন', খোকা কোথায় ভাই?

মৃণাল। তাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে এসেছি…সে ঘুমুচ্ছে—

শিলা। ঘুমুচ্ছে! ঘুমুক—ঘুমুক…তাকে একটু দেখো—

মৃণাল। কিন্তু আমায় কি বলবে বল্‌ছিলে?

শিলা। হ্যাঁ, বল্‌ছি। তার আগে…আমায় দুটি কথার জবাব দাও তো—

মৃণাল। কি! বল—

শিলা। তোমার স্বামী এর আগে বিয়ে করেছিলেন?

মৃণাল। হ্যাঁ—

শিলা। তোমায় বলেছেন?

মৃণাল। হ্যাঁ—

শিলা। তার নাম জানো?

মৃণাল। শিলা—

শিলা। শিলা—শিলা! শিলা এখন কোথায়?

মৃণাল। সে তো সাত বছর আগে মারা গেছে—

শিলা। মারা গেছে! কে বললে?

মৃণাল। কেন? আমার স্বামী বলেছেন—

শিলা। কিন্তু আমি যদি বলি, শিলা আজও বেঁচে আছে!

মৃণাল। বেঁচে আছে?

উঠিয়া দাঁড়াইল।

শিলা। ভয় নেই, শিলা সত্যই মরেছে। আর বেঁচেও যদি থাকতো, এ কথা নিশ্চয় জেনো, সে কখনো তোমাদের সুখের সংসারে ব্যবধান

ঘটাবার জন্যে এ বাড়ীতে ঢুকত না। আমি তাকে খুব ভাল ক'রে জানতুম!

মৃণাল। ওঃ তুমি তাকে জানতে! কিন্তু তুমি কে ভাই? সে দিন কলকাতায় এত আকস্মিক ভাবে তোমাব কাছ থেকে চলে আসতে হ'ল যে তোমার নাম পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করতে পারিনি! তোমার নামটা কি ভাই?

শিলা। আমার নাম উমা—শিলার বন্ধু!

মৃণাল। উমা! তুমি শিলার বন্ধু?

শিলা। হাঁ, বিশেষ বন্ধু, মরবার সময় শিলা ঐ খোকাকে আমার হাতে তুলে দিয়েছিল, এত বন্ধুত্ব ছিল!

মৃণাল। ও তবে তোমার খোকা নয়!

শিলা। না—ও শিলার খোকা।

মৃণাল। শিলার খোকা! উনি তো কোনোদিন একথা আমায় বলেননি!

শিলা। তাই কি সঙ্কোচ হচ্ছে খোকার ভার গ্রহণ করতে?

মৃণাল। সে আমার স্বামীর ঔরসজাত পুত্র···একথা না জেনেও তাকে সেদিন বুকে তুলে নিয়েছিলাম! আজ কি তোমার বিশ্বাস, সব জেনেও আমি তাকে দূরে সরিয়ে রাখব? আর সব কথা ছেড়ে দিলুম, কিন্তু ঐ খোকা যে আমায় মা ব'লে ডেকেছে! সন্তানহীনা আমি, ও আমায় মাতৃত্বের আস্বাদ দিয়েছে···এ আমি কেমন ক'রে ভুলব ভাই? খোকা আমার, তাকে আমি আমায় ছেড়ে আর কোথাও যেতে দেব না!

শিলা। যাক্, খোকার বিষয় আমি নিশ্চিন্ত! এইবার তোমার স্বামীকে বাঁচিয়ে তুলতে হবে—

মৃণাল। কি ক'রে বাঁচিয়ে তুলব ভাই ?

শিলা। ওঁকে বাঁচাতে ঘর ছেড়ে বাইরে যেতে হবে,...পারবে ?

মৃণাল। কোথায় যেতে হবে বল !

শিলা। যেতে হবে দূরে...অনেক দূরে...কিন্তু সে তো তুমি পারবে না ! তার চেয়ে, তুমি তোমার স্বামীর পা কোলে নিয়ে...এখানে বসে মা গঙ্গাকে মানত করো।

মৃণাল। মা গঙ্গার মানত !

শিলা। শোননি—মা গঙ্গার কাছে মানত করে এই গাঁয়েরই সতী কঙ্কাবতী একদিন মৃত্যুজয়ী সাবিত্রীর মত স্বামীকে মৃত্যুর হাত থেকে কেড়ে এনেছিলেন ! এই অতসী গাঁয়ে সতী কঙ্কাবতীর ঘাট রয়েছে !

মৃণাল। ওঃ সতী কঙ্কাবতী ? এতো জানি ; শুনেছি, আমার শাশুড়ীর সিঁদুর কৌটোয় সতী কঙ্কাবতীর সিঁথের সিঁদুর চিহ্ন এখনো তোলা রয়েছে—

শিলা। সতী কঙ্কাবতীর সিঁথের সিঁদুর ! সে যে তপস্যার হোমাগ্নি-শিখা ! নিয়ে এসো বোন্, তাই নিয়ে এসো !

মৃণাল সিঁদুরের কৌটা আনিয়া দিল, শিলা তাহা
মৃণালের কপালে পরাইয়া দিল।

শিলা। সতী কঙ্কাবতীর সীমন্তের সিঁদুর তোমার কপালে পরিয়ে দিলুম, এই সিঁদুর অক্ষয় হোক্ !

মৃণাল শিলাকে সিঁদুর পরাইতে লাগিল।

দৃশ্য ঘুরিয়া গেল।

প্রবীরের ঘর।—দেওয়ান ও মুখার্জীর প্রবেশ।

দেওয়ান। এই দেখুন...বাবু অঘোর অচেতন হ'য়ে রয়েছেন !

মুখো। প্রবীর! একলা রয়েছে! উমা কোথায়—

দেওয়ান। আপনার মেয়ে? এইখানেই তো ছিলেন, বোধ হয় বৌরাণীর কাছে গেছেন! ডেকে দোব কি?

মুখো। হ্যাঁ—হ্যাঁ—ডাকো···ডাকো, আমাদের যাবার সময় হয়ে এলো যে—

দেওয়ানের প্রস্থান।

প্রবীর! My boy—

প্রবীর। কে! কে! আপনি—আপনি এখানে!

মুখো। উমাকে খুঁজছি—

প্রবীর। উমা! কে উমা!

মুখো। উমা—উমা! আমার মেয়ে উমা!

প্রবীর। শিলা!

মুখো। না, শিলা নয়, উমা! পাষাণ শিলা হয়ে গিয়েছিল, আবার সে মমতাময়ী উমা হয়ে ফিরে এসেছে! হর পার্ব্বতী মিলন হবে কিনা, তাই এসেছে!

প্রবীর। সে এখানে এসেছে! এসব কি বলছেন আপনি! এ বাড়ীতে তার ঠাঁই নেই!

মুখো। না ঠাঁই নেই! সতী কঙ্কাবতীর মেয়ে উমা! সে কি পাপের সংসারে থাকতে পারে!

প্রবীর। সতী কঙ্কাবতীর মেয়ে উমা! আপনার মেয়ে উমা! এ কথার অর্থ কি? আমি যে কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না—বলুন···শিগ্‌গির বলুন—তবে কি শিলা—আমার শিলা উমা! সতী কঙ্কাবতীর মেয়ে উমা! ওঃ আমি পার্চ্ছি না—কিছু যে ভাবতে পাচ্ছি না—

শুইয়া পড়িল।

মুখা। ওঃ…অসুখ হয়েছে বুঝি! তা হবে না! সতী কঙ্কাবতীর স্বামীরও হয়েছিল…ঐ উমার স্বামীরও হয়েছে। উমা—উমা—কোথায় গেলি উমা—

প্রস্থান।

ধীরে ধীরে শিলার প্রবেশ। নববধূর মত এক কপাল সিঁদুর!
দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত! শিলা প্রবীরকে প্রণাম করিল।

শিলা। ওগো,—তোমার খোকা রইল—

নেপথ্যে মুখার্জী…

উমা—উমা—

শিলা। ডাকছ! মা—মা—মা—আমি যাচ্ছি—তোমার কাছে যাচ্ছি—কঙ্কাবতীর ঘাটে যাচ্ছি।

প্রস্থান।

প্রবীর। (উঠিয়া বসিয়া) কে যায়। কে যায়।

মৃণালের প্রবেশ।

মৃণাল। কি হল, কি হল, ওগো অমন কর্চ্ছ কেন?

প্রবীর। না, ভয় নেই, আমি সুস্থ বোধ কর্চ্ছি। হ্যাঁ, বিশ্বাস কর মৃণাল, আমি যেন সব বুঝতে পার্চ্ছি! জানো, ঘুমের ঘোরে অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলুম…যেন কঙ্কাবতীর স্বামীর অসুখ হল, ভারী অসুখ! কঙ্কাবতী গঙ্গার কূলে দাঁড়িয়ে এক কপাল সিঁদুর মেখে মা গঙ্গাকে পূজা দিতে এসেছে, অমনি জলের ঢেউ না মকরবাহিনী গঙ্গা এল…বুঝতে পার্লুম না! আকাশে দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করলেন, ফুলে ফুলে নদী মাঠ সব ছেয়ে গেল—কঙ্কাবতী ঢেকে গেল…জলের তলায় না ফুলের পাহাড়ের নীচে…কেউ খুঁজে পেলে না—আমি যেন খুঁজতে লাগলুম…আমি খুঁজে পেলুম…দেখলুম, সে কঙ্কাবতী নয়…সে যেন উমার…

প্রবীর। খোকা—খোকা—আমার বুকে আয়; আমার বুকে আয়—

খোকা। না, না, আমার মায়ের কাছে যাবো, আমার মা—আমার মা—

দৃশ্য ঘুরিয়া গেল।

পঞ্চম দৃশ্য

কঙ্কাবতীর ঘাট। অন্ধকার রাত; গাঁয়ের এঁয়োদের জ্বালানো
সন্ধ্যা-দীপগুলি ঘাটে স্তিমিত আলো দিতেছে।
সোপানের ওপর একা মিঃ মুখার্জী…

মুখা। উমা—উমা—এলি মা! উমা!

শিলার প্রবেশ।

শিলা। বাবা! তুমি একা…এই অন্ধকারে!

মুখা। অন্ধকার কোথায়? কঙ্কাবতী আলো জ্বেলেছে—ঐ যে ঐখানে!

শিলা। তোমার চোখের দৃষ্টি অমন কেন বাবা!

মুখা। জলের দিকে চেয়ে চেয়ে চোখ জলে ভরে এল—আর কিছু দেখতে পাচ্ছিনা…Ah Light! Heavenly Light!

শিলা। বাবা! আজকের দিনটিতে তুমি আমায় চোখে দেখবে না!

মুখা। কি দেখবো রে হতভাগী! তুই আমার চোখের সামনে দিয়ে চলে যাবি, সে আমি কেমন ক'রে দেখবো! কঙ্কাবতী দেবী…তাই সে আমার চোখের আলো সরিয়ে নিয়ে ঐ জলের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে!

শিলা। না দেখ···শুধু আমায় তুমি আশীর্ব্বাদ করো বাবা,—

মুখা। আশীর্ব্বাদ! কঙ্কাবতীর মেয়ে কঙ্কাবতীর কোলে যাচ্ছিস্··· তোর ভয় কি? তুই যে মায়ের মেয়ে! কঙ্কাবতী তার স্বামীকে বাঁচাতে ঐখানে নেমে গেল···তোর স্বামীকে বাঁচাতে তোকেও ঐখানে যেতে হবে। আমি জানি! যা মা,—যা···কিন্তু আমার কোল খালি হয়ে গেল!···

কাঁদিয়া ফেলিলেন।

শিলা। মা গঙ্গা, তোমার বুকে আমার সতীলক্ষ্মী মাকে ঠাঁই দিয়েছ! আমার স্বামীর মৃত্যু মাথায় করে আমি পালিয়ে এসেছি মা, আমায় তুমি কোলে ঠাঁই দাও! মাগো—আমায় ঠাঁই দাও—

নীচে নামিতে লাগিল।

মুখা। নেমে যাচ্ছ মা? যাও—আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে যাও···পথ দেখতে পাচ্ছ তো মা? তোমার মা একদিন ঐ ঘাটের জলে নেমে যমরাজকে জয় করেছিল—ঐ তো সে! রাঙা চেলী পরেছে, মাথায় টুকটুকে রাঙা সিঁদুরের রেখা জ্বল্ জ্বল্ কচ্ছে—শিওরে ঘিএর দীপ জ্বলছে···ঐ যে···ঐ যে···অতল জলের নীচে হাতীর দাঁতের পালঙ্কে শুয়ে কঙ্কাবতী কেমন নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে! যাও—, নেমে যাও, মার কাছে যাও উমা, মায়ের কোলে যাও!···কিন্তু আমার কোল খালি হয়ে গেল।

ছুটিয়া মৃণালের প্রবেশ।

মৃণাল। উমা—উমা—উমা কই বাবা?

মুখা। কঙ্কাবতী তার মেয়েকে কোলে নিল! কিন্তু আমার কোল খালি হয়ে গেল। যাও, উমা, যাও—

মৃণাল। সর্ব্বনাশ। উমা···উমা। উমা জলে নেমে যাচ্ছে বাবা!

মুখা। তার মায়ের কোলে যাচ্ছে—।

মৃণাল। বাবা! কি হবে বাবা।

মুখার্জীর কোলে লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

মুখা। কে তুই! কে মা আমার কোলে! উমা মায়ের কোলে গেল…কিন্তু আমার কোল ত খালি হল না। এই যে কোল জুড়ে আমার মা শুয়ে! ঘুমোও মা,…ঘুমোও—ঘুমোও—

মৃণালের মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন।

যবনিকা